তাফহীমুস্‌সুন্নাহ সিরিজ -১৯
কিয়ামতের বর্ণনা
মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

تَفهِيمُ السُّنَّة (19)

كتاب احوال الساعة

(باللغة البنغالية)

تاليف

محمد اقبال كيلانى

ترجمه

عبد الله الهادى محمد يوسف

مكتبة بيت السلام • الرياض

তাফহীমুস্‌সুন্নাহ্‌ সিরিজ - ১৯

কিয়ামতের বর্ণনা

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম
রিয়াদ, সৌদি আরব

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر
كيلاني ، محمد اقبال
احوال الساعة ./ محمد اقبال كيلاني ـ ط٢ .- الرياض ، ١٤٣٢هـ
١٩٨ص ، .... سم.- (تفهيم السنه، ١٦)
ردمك : ٩ ـ ١ ٠ ٥ ٨ ـ ٠ ٠ ـ ٣ ٠ ٦ ـ ٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١ ـ علامات القيامة أ. العنوان ب. السلسلة
ديوي ٢٤٣ ١٤٣٢/٩٣٥٤

رقم الايداع : ١٤٣٢/٩٣٥٤
ردمك: ٩ ـ ١ ٠ ٥ ٨ ـ ٠ ٠ ـ ٣ ٠ ٦ ـ ٩٧٨

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

ص ب 16737 ، الرياض 11474

فون: 4381122، 4381158، فاكس: 4385991

جوال: 0542666646 / 0505440147

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد)

যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়, তখন এ দাওয়তের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি রাস্তাই খোলা ছিল যে, এ পথের আহবায়ক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে দিক নির্দেশনা আসে, তা গ্রহণ করা । আর যা থেকে তিনি বাধা দেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সামনে অগ্রসর হতে থাকল ,তখন এ মূল নীতিটি বারংরার বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

(ياايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم)

অর্থ ঃ " হে ঈমানদ্বার গণ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট কর না" (সূরা মোহাম্মদ - ৩৩)

যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মত এ মূল নীতির উপর অটল ছিল, ততক্ষ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদ লেহান করেছে। কিন্ত যখন উম্মতের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের বিভিন্ন দল তৈরী হয়েছে, যারা আক্বীদা,বিধি-বিধান, মূল নীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। ফলে এর রেজাল্ট এদাড়াল যে উম্মত পশ্চাদ মুখী হতে লাগল। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্) এর অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান পেশ করেছেন এবলে যে,

(لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها)

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতালম্ভনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো বিশুদ্ধ হতে পারে না।অর্থাৎ নিরংকুশ কিতাব ওসুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখ্য জনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের ঐ বিষ বাস্প আজও গ্রাস করে রেখেছে, আর তারা এর অনুসরণে পশ্চাদ মুখী হচ্ছে। এরও সামাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলে গেছেন।

আনন্দের বিষয় হল এই যে, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী একজন উচুমানের ইসলামী চিন্তাবিদ। শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে, তার ছায়া তলে কাজ করেছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ এই যে, তাদেরকে নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার সাথে জড়ানো, যাতে করে তারা বিভিন্ন মুখী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজে আন্জম দিতে গিয়ে ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সাথে সম্পৃক্ত, মাসলা মাসায়েল এক মাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু করে ছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু কিতাব প্রস্তুত করেছেন।যা যুবক ও হেদায়েত কামীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি কোর্স। লিখক তাফহিমুস্‌সুন্নায় মাসলা মাসায়েল ও বিধি-দিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্ভন করেছেন, নিঃস্বন্দেহে এটি একক পদ্ধতি, যাতে কোন মতভেদের গুন্জায়েস নেই এবং এটা বিলকুল নির্ভুল পদ্ধতি। হয়তবা কোন কোন মাসলা মাসায়েলের বিশ্লেষনে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে, তার দৃষ্টি ভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনি ভাবে তিনি যে রেজাল্ট গ্রহণ করেছেন তাতেও মতভেদ করা যেতে পারে। কিন্ত তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংসয় মুক্ততাতে কোন মতভেদ ও স্বন্দেহ নেই। তাই তার কিতাব সমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তী নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ও হওয়া যেতে পারে। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে মাওলানা কীলানীর লিখনীসমূহ থেকে যুবকদের একটি দল হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছে, আর তারা সুন্নাতে রাসূলের বর্ণনাময় এ কিতাব সমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মতৃপ্তী এবং আনন্দ লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাদের এ আনন্দকে কিয়ামতের দিনও কায়েম ও স্থায়ী রাখে, আর লিখক ও উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক।

সফীউররহমান মোবারক পুরী
২০শে সফর ১৪২১ হিঃ

সূচীপত্র

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি কিয়ামতের দিনের মালিক, অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যাকে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচিত সূরাসমূহ বার্ধক্যে উপনীত করে দিয়েছিল।

ঈমানের রুকন সমূহের একটি রুকন **"কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা"** মুসলমান হিসেবে কিয়ামতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবশ্যই আছে; কিন্তু হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কিয়ামত সম্পর্কে আলোচিত সূরাসমূহে তার যে ভয়াবহতার কথা আলোচিত হয়েছে, তা স্মরণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেকে বয়োঃবৃদ্ধ বলে অনুভব করতেন। আল কোরআনের বর্ণনানুযায়ী "যেদিন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন (কিয়ামতের) প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, মানুষকে দেখে মাতাল মনে হবে, অথচ তারা মাতাল নয়; বরং আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।"

এ হবে কিয়ামতের দিনের বাস্তব দৃশ্য। আর তার কার্য বিবরণী এবং ফলাফল প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা তো আরো বেদনাদায়ক। তাই নবী, তাঁর সাহাবগণ এবং সালাফে সালেহীন তাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ঐ দিনের পরিণতির কথা ভেবে অস্থির থাকতেন; কিন্তু আমরা অনেকেই পার্থিব ব্যস্ততার কারণে ঐ আগন্ত নির্ঘাত সত্য সময় টুকুর কথা ভাবার সুযোগ খুব কম-ই পেয়ে থাকি।

উর্দুভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কীলানী সাহেব তার **"কিয়ামত কা বায়ান"** নামক গ্রন্থে কোরআ'ন ও সহীহ হাদীসের আলোকে কিয়ামতের পরিস্থিতি ও তার ভয়াবহতার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা কিয়ামতে বিশ্বাসী একজন ঈমানদারের জন্য এ বিষয়ে অবগত হতে এবং তার পাথেয় সংগ্রহ করার কথা স্মরণ কারাতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। তাই এ গ্রন্থটির অনুবাদের দায়িত্ব আমি গোনাহগারের ওপর অর্পিত হলে, আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্ত্বেও তা অনুবাদে আমি আগ্রহী হই এই আশায় যে, এই গ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী মুসলমান কিয়ামত সম্পর্কে অবগত হয়ে তার ভয়বহতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে। আর এ উসীলায় মহান আল্লাহ্ এ গোনাহ্গারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে সুহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তিদৃষ্টিগোচর হলে, আর তা আমাকে অবগত করালে, আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্।

বিঃদ্রঃ প্রিয় পাঠক গ্রন্থের কলেবরের প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কিছু কিছু অংশ বাদ দেয়া হয়েছে।

২৫/৬/২০০৮ইং ।

ফকীর ইলা আফভী রাব্বিহিঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
পি.ও. বক্স-৭৮৯৭(৮২০)।
রিয়াদ-১১১৫৯।
কে.এস.এ.
মোবাইলঃ ০৫০৪১৭৮৬৪৪।

ভূমিকা

"তাদের মাঝে যথাযথ ভাবে ফায়সালা করা হয়েছে"

সূর্য এক মাইল দূরত্বে থাকবে, পৃথিবী আগুনের ন্যায় জ্বলতে থাকবে, মানুষ উলঙ্গ হয়ে উপস্থিত হবে। আর ঘোষণা হবেঃ

﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة يس: ٥٩)

অর্থঃ "আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।" (সূরা ইয়াসীন-৫৯)

অতঃপর দলে দলে বিভক্ত করে দেয়া হবে, ঈমানদারদের দল (আলেমগণের দল, ওলীগণের দল, শান্তি স্থাপনকারীদের দল, শহীদদের দল)।

অপর দিকে কাফের, মুশরেক, মুরতাদ, মুনাফেক, ফাসেক, ফাজেরদের দল, ইত্যাদি।

০ আদালাত স্থাপিত হবে, আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের বেষ্টনীতে অবতরণ করবেন।

০ আদালতের চতুর্পাশে ফেরেশ্তাগণ দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

০ ফেরেশ্তা, নবীগণ, ওলীগণ, শহীদগণ ...কে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে।

প্রথম পাপীর সাথে কথপোকথন

আল্লাহ্ঃ আমি কি তোমাকে চিন্তা ভাবনা করার জন্য মন মস্তিষ্ক দেয়নি, শোনার জন্য কান এবং দেখার জন্য চোখ দেইনি?

আদম সন্তানঃ হে আল্লাহ্ সব কিছু দিয়ে ছিলে।

আল্লাহ্ঃ তাহলে তুমি কেন শিরক করলে? আমার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কেন মিথ্যায় প্রতিপন্ন করলে? আমার নাযিল কৃত পথ কোরআ'ন মাজীদ অনুযায়ী কেন চললে না?

আদম সন্তান ডান দিকে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকালেও আগুন দেখতে পাবে, তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমি মূলত যালেম ছিলাম, আমাকে শুধু এক বার পৃথিবীতে পাঠাও আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে আসব।

দ্বিতীয় পাপী

আল্লাহ্ ঃ আমি কি তোমাকে সম্পদ, রাষ্ট্র, সম্মান, পরিবার পরিজন, আরো অন্যান্য নে'মতসমূহ দেইনি?

আদম সন্তানঃ হে আল্লাহ্ সব কিছুই দিয়ে ছিলে।

আল্লাহ্ ঃ তাহলে তুমি আমার জন্য কি করে ছিলা?

আদম সন্তানঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য নামায আদায় করেছি, রোযা রেখেছি, দান খয়রাত করেছি, কোরআ'ন তেলওয়াত করেছি, আরো অনেক সৎ কাজ করেছি।

আল্লাহ্ঃ হে ফেরেশ্তারা এ আদম সন্তানের মুখ বন্ধ করে দাও।

ফেরেশ্তা ঃ হে আল্লাহ্ আমরা আপনার নির্দেশ পালনে সদা প্রস্তুত।

আল্লাহ্ ঃ হে আদম সন্তানের অঙ্গ পতেঙ্গ সাক্ষী দাও।

বাম রানঃহে আল্লাহ্! এ লোক নামায, রোযা, দান-খয়রাত, ইত্যাদি তো শুধু মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য করেছে, কিন্তু মন থেকে কাফেরদের সংস্কৃতি, ও তাদের ব্যবস্থাপনাকে সে পছন্দ করত।

আদম সন্তান ডান দিকে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকালেও আগুন দেখতে পাবে, তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমি মূলত যালেম ছিলাম, আমাকে শুধু এক বার পৃথিবীতে পাঠাও আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে আসব।

তৃতীয় পাপী

আল্লাহ্ঃ আমি কি তোমাকে উচ্চ পদ, ইজ্জত, স্ত্রী-সন্তান, আরামদায়ক ঘর, ঠান্ডা পানি, সু স্বাদু খাবার দেই নি?

আদম সন্তানঃ হে আল্লাহ! সব কিছু দিয়ে ছিলা।

আল্লাহ্ ঃ তুমি আমার পছন্দনীয় দিন থেকে কেন পিছপা হলে?

আদম সন্তানঃ হে আল্লাহ্! কাফেরের শক্তি ও বিজয় দেখে ভীত হয়ে।

আল্লাহ্ঃ আমি কি সবচেয়ে বেশি হকদার ছিলামনা যে তুমি আমাকে ভয় করবে?

আদম সন্তানঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্! কিন্তু তুমি আমাকে কেন অন্ধ করে পুনরুত্থিত করলে আমি তো অন্ধ ছিলাম না?

আল্লাহ্ ঃ যে ভাবে পৃথিবীতে তুমি আমার বিধি বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছিলা, এভাবে আমিও আজ তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।

আদম সন্তান ডান দিকে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকালেও আগুন দেখতে পাবে, তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমি মূলত যালেম ছিলাম, আমাকে শুধু এক বার পৃথিবীতে পাঠাও আমি তোমার ও তোমার রাসূলের অনুসরণ করব।

চতুর্থ পাপী

আল্লাহ্ ঃ আমি কি তোমাকে দুনিয়াতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, শক্তি, স্বাধীনতা দেইনি?

আদম সন্তানঃ হে আল্লাহ্! দিয়ে ছিলা।

আল্লাহ্ ঃ তুমি যথাযথ ভাবে কেন নামায আদায় কর নাই, নিয়ম মত যাকাত কেন আদায় কর নাই, তুমি ইসলামের পুত পবিত্র বিধি-বিধান কেন কার্যকর কর নাই, ইসলামী আইন কেন কার্যকর কর নাই, আমার দ্বীনের পথে কেন চল নাই?

আদম সন্তান ডান দিকে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকালেও আগুন দেখতে পাবে, তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমি মূলত যালেম ছিলাম, আমাকে শুধু এক বার পৃথিবীতে পাঠাও আমি তোমার দ্বীনের সাহায্যকারী হব।

পঞ্চম পাপী

আল্লাহ্ঃ আমি কি তোমাকে প্রশস্ত জমি দেইনি? নেতৃত্ব দেইনি? বে-হিসাব ধন-সম্পদ, সম্মান দেইনি?

আদম সন্তানঃ হ্যাঁ! হে আল্লাহ্ সব কিছু দিয়েছিলা।

আল্লাহ্ঃ মদও মাতলামীর আড্ডা জমানোর জন্য, এতীম, বিধাব, গরীব, মিসকীনদের ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য তা দিয়ে ছিলাম? চুরী, ডাকাতি, হত্যা ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্য তা দিয়েছিলাম?

আদম সন্তান ডান দিকে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকালেও আগুন দেখতে পাবে, তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমি মূলত যালেম ছিলাম, আমাকে শুধু এক বার পৃথিবীতে পাঠাও আমি সৎ লোক হয়ে আসব।

আল্লাহ্ ঃ ফেরেশ্তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ ফায়সালা ঘোষণা কর।

ফেরেশ্তাঃ

﴿أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (سورة هود :١٨)

অর্থঃ “শুনে রাখ! যালেমদের ওপর আল্লাহ্র লা'নত।” (সূরা হূদঃ ১৮)

অতপর সব কিছু আলোহীন করে অন্ধকার করে দেয়া হবে, চুলের চেয়ে চিকন, তরাবারীর চেয়েও তীক্ষ্ণ, পুলসিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে।

* কিছু কিছু লোক পুলসিরাত অতিক্রম করে সুসজ্জিত জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর কিছু লোক রাস্তাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এরপর পরবর্তী ঘোষণা হবেঃ

“হে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা! এখানেই তোমাদের চিরস্থায়ী জীবন যাপন হবে, আর কোন মৃত্যু নেই।” (তিরমিযী)

* অতএব হে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী!

* হে চক্ষুস্মান লোকেরা!

* হে জ্ঞানবানরা!

সময় শেষ হওয়ার আগে আগে জিবরীলের ঘোষণাকে মনযোগসহকারে শোনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ (سورة آل عمران:١٠٢)

অর্থঃ "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করনা"। (সূরা আল ইমরানঃ ১০২)

অতঃপর কে আছে আল্লাহ্ কে ভয় করবে আর কে আছে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল থাকবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين والعاقبة للمتقين اما بعد!

মৃত্যুর পর মানুষ যে সমস্ত স্তরসমূহের সম্মুক্ষীণ হবে তার মধ্যে বারযাখ, সিঙ্গায় ফুঁ, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, মিযান, পুলসিরাত, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আর এই স্তরসমূহ কতটা কঠিন ও সমস্যাময় হবে তার অনুমান নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ থেকে কারা যায়।

আল্লাহ্র বাণী

১। কিয়ামতের দিন বাচ্চাকে বৃদ্ধ করে দেয়া হবে। (সূরা মুয্যাম্মিল-১৭)

২। মানুষের অন্তর মুখে চলে আসবে, তারা চিন্তায় বিভোর থাকবে; কিন্তু তাদের চিন্তা দূর এবং সুপারিশ করার মত কেউ থাকবে না।

৩। ঐ দিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মোজরেম স্বীয় সন্তান, স্ত্রী, স্বীয় ভাই, জাতি-গোষ্ঠি যারা তাকে আশ্রয় দিত, এমনকি পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে হলেও তা থেকে বাঁচতে চাইবে কিন্তু তা সম্ভব হবে না। (সূরা আল মায়ারেজ-১১-১৫)

৪। ঐ দিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র হয়ে যাবে আলোহীন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হবে, মানুষ বলবে আজ পালানোর স্থান কোথায়, কিন্তু কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না। (সূরা কিয়ামাহ্- ৬-১১)

৫। যালেম ব্যক্তি সেদিন স্বীয় হাত দংশন করতে করতে বলবেঃ হায়! আমি যদি রাসূলের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করতাম, হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম। (সূরা ফোরকান-২৭-২৯)

কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি

১। মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে তার মৃত্যু পর্যন্ত যত দুঃখ কষ্ট হয়, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হবে মৃত্যুর কষ্ট, আর মৃত্যুর পর আগত সমস্ত স্তর সমূহের কষ্ট, মৃত্যুর কষ্ট থেকে অনেক বেশি হবে। (ত্বাবারানী)

২। লোকেরা স্বীয় কবর থেকে উলঙ্গ ও খাতনাহীন হয়ে উঠবে, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেরা একে অপরের প্রতি তাকাবে না? তিনি বললেনঃ ঐ দিনের বিপদ এত কঠিন হবে যে, কেউ কারো দিকে তাকানোর কথা মনেই পড়বে না। (মুসলিম)

৩। হাশরের মাঠে যেখানে মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে সেখানে সূর্য এক মাইল দূরে থাকবে, লোকেরা স্বীয় আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে, কারো টাখনা পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, আবার কারো মুখ পর্যন্ত। (মুসলিম)

৪। হাশরের দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। (মুসলিম)

হাশরের মাঠে মানুষের এত কষ্ট হবে যে, সে তা সহ্য করতে পারবে না (বোখারী)

কোন ব্যক্তির মুখ পর্যন্ত ঘাম হবে, আর সে দূয়া করবে হে আমার প্রভূ! এ মুসিবত থেকে আমাকে মুক্তি দিন। যদিও জাহান্নামেই পাঠানো হোক না কেন? (ত্বাবারানী)

৫। যখন পুলসিরাত জাহান্নামের উপর রাখা হবে, তখন সর্ব দিক অন্ধকার হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় লোকদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য বলা হবে, যা চুলের চেয়েও হালকা হবে এবং তরবারীর চেয়েও তীক্ষ্ণ হবে। এসময় সমস্ত নবীগণও আল্লাহ্র নিকট নিজের জন্য ক্ষামা চাইতে থাকবে। (মুসলিম)

এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ অনুমান করা কষ্টকর নয় যে, মৃত্যুর পর আগত স্তরসমূহ এত কষ্টকর হবে যে তা না, লেখে শেষ করা যাবে আর না, বলে শেষ করা যাবে। কিয়ামতের শুরু হবে সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া থেকে, যে ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইস্রাফিল (আঃ) সিংঙ্গায় মুখ দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন, আল্লাহ্ নির্দেশ দেয়া মাত্র সিঙ্গায় ফুঁ দিবে এবং কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে।

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী এঘটনা শুক্রবারে ঘটবে। মনুষ নিজ নিজ কাজে মগ্ন থাকবে, আর হঠাৎ করে পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত লোক একটি লম্বা আওয়াজ শুনবে, যা আস্তে আস্তে উঁচু হতে থাকবে, এ অস্পষ্ট আওয়াজে ভয়ে ভীত হয়ে মানুষ কিংর্কতব্য বিমূঢ় হয়ে যাবে, যখন এ আওয়াজ আকাশের গর্জনের ন্যায় বিকট হতে থাকবে তখন মানুষ মরতে শুরু করবে। যে ব্যক্তি যেখনে আছে সে সেখানেই পড়ে যাবে, ইস্রাফিলের সিঙ্গার আওয়াজ যত বিকট হতে থাকবে পৃথিবীর অবস্থা তত পরিবর্তন হতে থাকবে, পৃথিবী ধুলাবালীর সাথে একাকার হয়ে যাওয়া ফানুসের ন্যায় হয়ে, কম্পন শুরু করবে। পাহাড় ধুলাবালী হয়ে উড়তে শুরু করবে, সমুদ্রে আগুন জ্বলতে থাকবে, আকাশ ফেটে যাবে, চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজী, আলোহীন হয়ে যাবে। সমস্ত জীব, মানুষ, জ্বিন, ফেরেশ্তা, শেষ হয়ে যাবে। এমনকি মালাকুল মাওত ও মৃত্যুবরণ করবে। সমস্ত জীব জন্তু শেষ হয়ে যাবে, শুধু এক মাত্র মহিমাময় মহানুভব আল্লাহ্ই বাকী থাকবেন। আর আল্লাহ্র এ বাণী বাস্তবে রূপ নিবে।

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (سورة الرحمن:٢٦-٢٧)

অর্থঃ" ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্বা) যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।"[1] (সূরা আর রহমানঃ ২৬-২৭)

যখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্ ঘোষণা করবেনঃ

اين الجبارون ؟ اين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟

অর্থঃ "কোথায় আধিপত্য বিস্তার কারীরা? কোথায় অহংকার কারীরা? আজকের দিনে কার বাদশাহি?

দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর আল্লাহ্ স্বয়ং উত্তর দিবেন,

﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (سورة غافر:١٦)

অর্থঃ "এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌রই।" (সূরা মুমিনঃ ১৬)

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে–

((انا الملك اين الجبارون المتكبرون))

অর্থঃ "আমি বাদশা, আধিপত্য বিস্তারকারীরা ও অহংকারকারীরা কোথায়?"

দীর্ঘ সময় চুপ থাকা অবস্থায় পার হয়ে যাবে, যার পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অতপর আল্লাহ্ আকাশ, পৃথিবী, ফেরেশ্‌তা তৈরী করবেন, নুতন পৃথিবীতে গাছ-পালা, পাহাড়, সুমুদ্রের কোন নিদর্শনই থাকবে না; বরং তা পরিষ্কার হবে, উন্মুক্ত ময়দান হবে। যা স্বীয় রবের আলোতে যথেষ্ট আলোকিত হবে। মানুষকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। যার ফলে সমস্ত মানুষ তার মেরু দন্ডের হাড্ডি থেকে পুনরায় সৃষ্টি হবে এবং সেখানে হাড্ডি মাংস লেগে যাবে। এমতাবস্থায় ইস্রাফিলকে দ্বিতীয় বার সিংঙ্গায় ফুঁ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর সমস্ত মানুষ উলঙ্গ হয়ে, খাতনাহীন হয়ে উঠবে। যেমন মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে ছিল। আর তখন আল্লাহ্‌র এ বাণীর বাস্তবায়ন হবে।

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (سورة الأنعام:٩٤)

অর্থঃ "আর তোমরা আমার নিকট এককভাবে এসেছ, যেভাবে আমি তোমাদেরকে পথম সৃষ্টি করেছিলাম।"(সূরা আনআ'মঃ ৯৪)

---

1 - কোন কোন আলেমগণের মতে আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ (سورة الزمر:٦٨)

অর্থঃ "যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। (সূরা যুমার-৬৮) এ আয়াতের ভিত্তিতে, ৮টি বস্তুর ধ্বংস হবেনা বলে বলেছেনঃ (১) আরশ (২) কুরসী (৩) লাউহ (৪) কলম (৫) জান্নাত (৬)জাহান্নাম (৭) সিঙ্গা (৮) আরওয়াহ। এব্যাপারে আল্লাহ্ ই ভাল জানেন।

সর্বপ্রথম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কবর থেকে উঠবেন। এরপর ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীগণ, শহীদগণ, সৎ, ভাল, ঈমানদ্বারগণ উঠবে। এরপর ফাসেক, ফাজের, এরপর কাফের মুশরেকরা উঠবে।[2](এব্যাপারে আল্লাহ ই ভাল জানেন)।

কবর থেকে কাফের, মুশরেক, ফাসেক এবং ফাজের লোকেরা নিজ নিজ আমল মোতাবেক উঠবে, কেউ অন্ধ, কেউ মুক, কেউ ল্যাংড়া, কেউ পিপীলিকার আকৃতিতে, কেউ উপুড় হয়ে উপস্থিত হবে, কাফের এ কল্পনাতীত জীবনের অবস্থা দেখে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থকবে। চোখ ঘোলা হয়ে যাবে, মন কম্পমান হবে, কলিজা বের হতে চাইবে, কিন্তু কোন সাহায্যকারী থাকবে না। না কেউ কারো দিকে তাকাবে, মনযোগ দিবে।

ঈমানদ্বাররাও স্বীয় আমল অনুযায়ী কবর থেকে উঠবে, শহীদ তার শাহাদাতের তাজা রক্ত নিয়ে উঠবে, ইহরাম পরা অবস্থায় মৃত হাজী তালবীয়া পড়তে পড়তে উঠবে, ঈমানদ্বারদের জন্য পুনরুত্থান অজানা কোন বিষয় নয়, তাই তারা এতে ভীত সন্ত্রস্ত হবে না যেমনটি কাফের ও মুশরেকদের হবে।

কবর থেকে উঠা মাত্র প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'জন করে ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করা হবে, যারা তাদেরকে হাশরের ময়দান পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে।

উল্লেখ্য সিরিয়া হাশরের ময়দান হবে। লোকেরা স্বীয় কবর থেকে উঠে ওখানে গিয়ে পৌছবে। কাফেরদের মধ্যে যারা অন্ধ হয়ে কবর থেকে উঠবে, তারা হোঁচট খেতে খেতে ওখানে গিয়ে পৌছবে। যারা পিপিলিকার আকৃতিতে কবর থেকে উঠবে, তারা মানুষের পায়ে পিষ্ট হতে হতে বর্ণনাতীত লাঞ্ছিত হয়ে এ সফর পূর্ণ করবে। কোন কোন কাফেরকে আগুন হাশরের ময়দানে হাকিয়ে নিয়ে আসবে। কাফের ক্লান্ত হয়ে যেখানে থেমে যাবে, আগুনও সেখানে থেমে যাবে, আর যখন চলতে শুরু করবে তখন আগুনও চলতে শুরু করবে।

ঈমানদাররাও স্বীয় বিশ্বাস ও আক্বীদা মোতাবেক হাশরের ময়দানে এসে পৌছবে, কোন কোন লোক পায়ে হেঁটে সেখানে উপস্থিত হবে, কেউ উটের ওপর আরোহণ করে , আবার কোন কোন উটের ওপর এক জন, কোনটার ওপর দু'জন, কোনটার ওপর চার জন, এমনকি একটি উটের ওপর দশ জন পর্যন্ত আরোহন করবে। সমস্ত মানুষ নিশ্চুপ অবস্থায় একই লক্ষ্য পানে রওয়ানা হবে। কেউ লম্বা শ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে না। প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে আজ পরীক্ষিত জীবনের রেজাল্ট মিলবে। যখন সমস্ত মানুষ হাশরের ময়দানে এসে উপস্থিত হবে তখন ঘোষণা হবে

﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة يس: ٥٩)

অর্থঃ "আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৫৯)

সূর্যের পূজাকারী, তারকাপূজারী, অগ্নিপূজক, মূর্তি পূজক, কবর পূজারী, মুনাফেক, মোরতাদদের দল এক দিকে থাকবে, অপর দিকে ঈমানদারদের তাদের আক্বীদা ও আমল অনুযায়ী পৃথক পৃথক দল হবে, আলেম, ওলামাগণের সাথে, সৎ, সৎ লোকদের সাথে, আবেদ, আবেদদের সাথে, মোত্তাকী, মোত্তাকীনদের সাথে, বিনয়ী, বিনয়ীদের সাথে, শহীদ, শহীদদের

---

[2] - শাহ রফিউদ্দীন (রাঃ) লিখিত "কিয়মত নামা"

সাথে, মুজাহিদ, মুজাহিদগণের সাথে, হাফেয, হাফেযদের সাথে, ক্বারী, ক্বারীদের সাথে, দানশীল, দানশীলদের সাথে, ন্যায়বিচারক, ন্যায়বিচারকদের সাথে। দয়ালু, দয়ালুদের সাথে থাকবে। এমনিভাবে ফাসেক ফাজেরদেরও আলাদা আলাদা দল থাকবে। বে-নামাযী, বে-নামাযীর সাথে, বে-রোযা, বে-রোযাদারের সাথে। যাকাত আদায় নাকারী, যাকাত আদায় নাকারীদের সাথে। মাতা-পিতার অবাধ্য, মাতা- পিতার অবাধ্যদের সাথে। হত্যাকারী, হত্যাকারীদের সাথে, ডাকাত, ডাকাতদের সাথে, মদ পানকারী, মদ পানকারীদের সাথে, ব্যভীচারী ,ব্যভীচারীদের সাথে, সুদ খোর, সুদ খোরদের সাথে, ঘুষ খোর, ঘুষ খোরদের সাথে, যালেম, যালেমদের সাথে, ছিনতাইকারী ,ছিনতাইকারীদের সাথে, খিয়ানত কারী, খিয়ানত কারীদের সাথে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা কারী, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষাকারীদের সাথে, কাফেরদের সাদৃশ্যতা অবলম্ভন কারী, কাফেরদের সাদৃশ্যতা অবলম্ভন কারীদের সাথে। মূল কথা হাশরের ময়দানে ঈমানদারদের অবস্থান স্থল আলাদা হবে, আর কাফের মুশরেক মুনাফেক, ফাসেক ফাজেরদের অবস্থান স্থল আলাদা হবে। হাশরের ময়দানে মানুষ উলঙ্গ শরীরে থাকবে। সূর্য এক মাইল দূরত্বে থেকে তাপ দিতে থাকবে। পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে থাকবে, শরীর সূর্যের তাপে জ্বলতে থাকবে, যমিনে পা রাখা কঠিন হয়ে যাবে, দূর দুরান্তে কোথাও ছায়া চোখে পড়বে না। লোকেরা স্ব স্ব আক্বীদা ও আমল মোতাবেক ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। কারো টাখনা পর্যন্ত, কারো পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, কারো রান পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। কেউ কেউ বুক ও র্গদান পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। কাফেররা মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। আবার কেউ কেউ ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে। ক্ষুধা ও পিপাশায় লোকেরা মারাত্মক অবস্থায় নিপতিত হবে। ক্ষুধা, পিপাশা এবং কঠিন গরমে লোকেরা ৫০ হাজার বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ক্লান্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট দুয়া করবে হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে মুক্ত কর। যদিও জাহান্নামেই পাঠনো হোকনা কেন। (ত্বাবারানী)

উল্লেখ্য বর্তমানে সূর্য পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে, এরপরও জুন জুলাই মাসে পৃথিবী এত গরম হয় যে, এক মিনিটের জন্য তাতে খালী পায়ে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে যায়। চিন্তা করুন! ঐ দিন কি অবস্থা হবে যে দিন পৃথিবীর তাপমাত্র আজকের চেয়ে ৯ কোটি গুণ বৃদ্ধি পাবে। নিরূপায় হয়ে লোকেরা আদম (আঃ) এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হবে, আর বলবেঃ আল্লাহ্ আপনাকে স্বীয় হাতে তৈরী করেছেন, রূহ দান করেছেন, ফেরেশ্তাদের মাধ্যমে সেজদা করিয়েছেন, জান্নাতে স্থান দিয়েছেন, আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন তিনি হিসাব কিতাব শুরু করে আমাদেরকে হাশরের মাঠের কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। আদম (আঃ) বলবেনঃ আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়ে আছেন যে, ইতি পূর্বে আর কখনো তিনি এত রাগ করেন নি, আর না ভবিষ্যতে কখনো এধরণের রাগ করবেন। আমি জান্নাতে আল্লাহ্র নাফরমানী করেছিলাম, তাই আজ আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত আছি, আজ আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারব না। তোমরা নূহ (আঃ) এর নিকট যাও। লোকেরা নূহ (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের সমস্যার কথা পেশ করবে, তিনিও তাই বলবেনঃ আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়ে আছেন যে, ইতি পূর্বে আর কখনো তিনি এত রাগ করেন নি, আর না ভবিষ্যতে কখনো এধরণের রাগ করবেন। আমি দুনিয়াতে আমারা কাউমের জন্য বদ দূয়া করেছিলাম, যার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়ে ছিল, আজ আমি আমার নিজের চিন্তাই ব্যস্ত আছি। আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারব না। তোমরা ইবরাহিম (আঃ) এর নিকট যাও, সে তোমাদের জন্য

সুপারিশ করবে, তারা ইবরাহিম(আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে ঃ আপনি আল্লাহ্র নবী ও তাঁর খলীল (বন্ধু) অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। ইবরাহিম (আঃ) ও ঐ কথাই বলবেন যা আদম ও নূহ (আঃ) বলে ছিলেন। যে আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়ে আছেন যে, ইতি পূর্বে আর কখনো তিনি এত রাগ করেন নি, আর না ভবিষ্যতে কখনো এধরণের রাগ করবেন। আমি দুনিয়াতে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম, যে কারণে আজ আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত আছি। নাজানি আল্লাহ্ এজন্য আমাকে জিজ্ঞেস করেন। অতএব তোমরা মূসা (আঃ) এর নিকট যাও, তারা মূসা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবেঃ আল্লাহ্ আপনার সাথে কথা বলে সমস্ত লোকদের ওপর আপনাকে মর্যাদাবান করেছেন, আজ আমাদের কি অবস্থা তা আপনি দেখছেন, অতএব আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, মূসা (আঃ) বলবেনঃ আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়ে আছেন যে, ইতি পূর্বে আর কখনো তিনি এত রাগ করেন নি, আর না ভবিষ্যতে কখনো এধরণের রাগ করবেন। আমি পৃথিবীতে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম, যার ফলে আজ আমি আমার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছি। তাই তোমাদের জন্য কোন সুপারিশ করতে পারব না। তোমরা ঈসা (আঃ) এর নিকট যাও। তারা ঈসা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবেঃ আপনি আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর রূহ। আজ আমাদের কি অবস্থা তা আপনি দেখছেন, অতএব আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপরিশ করুন। ঈসা (আঃ) ও ঐ কথাই বলবেন যে, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়ে আছেন যে, ইতি পূর্বে আর কখনো তিনি এত রাগ করেন নি, আর না ভবিষ্যতে কখনো এধরণের রাগ করবেন।

তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট যাও, সে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। লোকেরা নবীগণের সর্দার, রহমাতুল লিল আলামীন, শাফিউল মযনাবিন এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে ঃ আপনি আল্লাহ্র রাসূল ও সর্বশেষ নবী, আল্লাহ্ আপনার আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়ে ছেন, আপনি আমাদের কি অবস্থা তা দেখছেন, অতএব আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। যেন তিনি আমাদের হিসাব কিতাব শুরু করেন। রহমতের রাসূল বলবেনঃ হাঁ আজকে সুপারিশের উপযুক্ত আমিই, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাশরের মাঠে সুপারিশের সম্মান জনক স্থান "মাকামে মাহমুদে" পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। যা জান্নাতে আল্লাহ্র আরশের নিচে থাকবে, ওখানে পৌঁছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় রবের নিকট সেজদায় পড়ে যাবেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও সানা পড়বেন, এর পর যখন আল্লাহ্র রাগ কমে আসবে তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ হে মুহাম্মদ মাথা উঠাও, চাও দেয়া হবে। সুপারিশ কর কবুল করা হবে। এটিই হবে শাফায়াত কোবরা (বড় সুপারিশ) বড় সুপারিশ কবুল হওয়ার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাকামে মাহমুদ থেকে হাশরের মাঠে ফিরে আসবেন। এর পর আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের বেষ্টনীতে হাশরের মাঠে অবতরণ করবেন। ফেরেশ্তারা হাশরের মাঠেস্থ আসে পাশে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আট জন ফেরেশ্তা আল্লাহ্র আরশ ধরে থাকবে। আল্লাহ্র আদালত স্থাপন করা হবে। ফেরেশ্তা, নবী, ওলী, সৎ লোকদেরকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে। ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, তারা যেন লোকদের মাঝে তাদের আমল নামা বন্টন করে, ঈমানদার দেরকে তাদের আমলনামা তাদের সামনের দিক দিয়ে দেয়া হবে, কাফেরদেরকে তাদের আমলনামা পিছনের দিক দিয়ে বাম হাতে দেয়া হবে, আমলনামার মধ্যে দৃষ্টি পড়া মাত্রই মানুষের স্মৃতি ভেসে উঠবে,

ভুলে যাওয়া অতীতের সব কিছু তরুতাজা হয়ে উঠবে। ঈমানদারদের উজ্জল চেহারা আরো উজ্জল হবে, তারা খুশি মনে অন্যদেরকে নিজেদের আমলনামা দেখিয়ে বলবেঃ

﴿هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ﴾ (سورة الحاقة:١٩)

অর্থঃ "নাও আমার আমল নামা পড়ে দেখ।" (সূরা হাক্বাঃ ১৯)

কাফের মুশরেকদের কাল চেহারা আরো কাল হবে, তাদের চেহারায় লাঞ্ছনার ছাপ স্পষ্ট হবে। লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে তারা তাদের হাত কামড়াতে থাকবে আর বলবেঃ হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেয়া হত।

﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ﴾ (سورة الحاقة:٢٥)

অর্থঃ "হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেয়া হত।" (সূরা হাক্বাঃ ২৫)

﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ﴾ (سورة الحاقة:٢٦)

অর্থঃ "আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।" (সূরা হাক্বাঃ ২৬)

কাফের মুশরেকরা বার বার তাদের আমলনামা দেখতে থাকবে, আর আশ্চার্য হয়ে বলতে থাকবে, কি আজব আমল নামা। যাতে সমস্ত বড় ছোট আমল লিখিত রয়েছে।

﴿يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (سورة الكهف:٤٩)

অর্থঃ "হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে।" (সূরা কাহাফঃ ৪৯)

আমলনামা বন্টনের পর প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হবে।

আল্লাহ্ যার যার সাথে চাইবেন তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন, সর্ব প্রথম মুশরেকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা কেন শিরক করেছিল, মুশরিকরা অস্বীকার করে আল্লাহ্র কসম করে বলবেঃ আমরাতো কখনো শিরক করি নাই।

﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام:٢٣)

অর্থঃ "আল্লাহ্র কসম! হে আমাদের প্রতিপালক আমরা মুশরিক ছিলাম না।" (সূরা আনআমঃ ২৩)

আল্লাহ্ কিরামান কাতেবীনদেরকে সাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকবেন, তারা মুশরিকদের শিরকের সাক্ষী দিবে; কিন্তু মুশরিকরা তখনও তা অস্বীকার করবে। শিরকে ভরপুর তাদের আমল নামা তাদের সামনে পেশ করা হবে, কিন্তু তারা তাও অস্বীকার করবে।

অতঃপর ঐ যুগের নবী, ওলামাগণকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে, তারাও তাদের শিরকের ব্যাপারে সাক্ষী দিবে; কিন্তু তারা তাদের সাক্ষীকে অস্বীকার করবে। তখন কবর বা মাযারের ঐ স্থান যেখানে শিরক করা হত, তা সাক্ষি দেয়ার জন্য আনা হবে; কিন্তু মুশরিকরা তাও অস্বীকার

করবে। এমন কি আল্লাহ্কে সম্বোধন করে বলবেঃ হে আল্লাহ্! তুমি কি তোমার বান্দাদেরকে যুলুম থেকে বাঁচাও নি? আল্লাহ্ বলবেনঃ হাঁ। আমি আমার বান্দাদেরকে যুলুম থেকে রক্ষা করেছি। মুশরিকরা বলবেঃ আজ আমারা আমাদের অঙ্গ পতঙ্গের সাক্ষী ব্যতীত আর কারো সাক্ষী মানব না। অতএব আল্লাহ্ তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন। আর তাদের অঙ্গ পতঙ্গকে সাক্ষী দিতে বলবেন। তখন মুশরিকদের অঙ্গ পতঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যে, হাঁ তারা বাস্তবেই শিরক করত। তখন তাদের ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। মুশরিকরা তাদের অঙ্গ পতঙ্গকে অভিশাপ দিতে থাকবে যে, আমরাতো তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতে ছিলাম। উত্তরে অঙ্গ পতঙ্গ বলবেঃ যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়ে ছিল, তিনিই আমাদেরকে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, অতএব আমরা কি করে তা অস্বীকার করব? এক মুনাফেককে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন আমি কি তোমাকে দুনিয়াতে সম্মান, ক্ষমতা, পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ দেই নি? সে বলবেঃ কেন নয় হে আল্লাহ্ ! সবকিছুই দিয়ে ছিলে। আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমার কি ধারণা ছিল যে, কিয়ামত হবে? এবং আল্লাহ্র সামনে জওয়াবদেহি করতে হবে? মুনাফেক বলবেঃ হাঁ হে আমার রব। আমার পূর্ণ ধারণা ছিল, আমি তোমার কালিমা পড়েছি, তোমার কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, নামায আদায় করেছি, রোযা রেখেছি, যাকাত দিয়েছি। মুনাফেক স্বীয় প্রশংসায় সারা দিন শেষ করে দিবে, আল্লাহ্ বলবেনঃ আচ্ছা একটু থাম আমি আরো কিছু সাক্ষী নেই। মুনাফেক নিজে নিজে চিন্তা করবে আমিতো মুসলমানদের সাথে থেকে নামায রোযা করতাম, আজ আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষী দিবে? আল্লাহ্ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন, আর তার রানকে কথা বলার সুযোগ দিবেন, তখন তার রান, তার শরীরের মাংস, তার শরীরের হাড্ডি, এমনকি তার শরীরের রন্দ্র রন্দ্র তার মুনাফেকীর সাক্ষী দিবে। যে সে তো এক দিকে নামায রোযা করত, কিন্তু অন্য দিকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট ছিল। তাদের উপকার করার চেষ্টা করত, মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিত, তাদের সাথে গাদ্দারী করত, আল্লাহ্ তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হবেন এবং তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ঈমানদারদের সাথে প্রশ্ন উত্তরের ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা হবে। এক জন মুমেন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র কাছে ডেকে, তাকে স্বীয় রহমত দিয়ে ঢেকে দিবেন। আর জিজ্ঞেস করবেন, তুমি ওমুক গোনাহ করে ছিলা? মুমেন বলবেঃ হাঁ হে আল্লাহ্ । আল্লাহ্ তাকে প্রত্যেক পাপের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, আর সে স্বীকার করতে থাকবে এবং চিন্তা করতে থাকবে যে, এখন তো তার ধ্বংস নিশ্চিত, শেষে আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ ঢেকে রেখেছিলাম, আজও ঢেকে রাখলাম এবং তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এমনি ভাবে নবী রাসূলগণকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন কারীদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। নূহ (আঃ) এর কাউমকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা নবীকে কেন মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছিলা? তারা নূহ (আঃ) ও তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করবে। আল্লাহ্ নূহ (আঃ) কে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ তুমি তোমার স্ব পক্ষে কোন সাক্ষী আন। নূহ (আঃ) বলবেনঃ আমার সাক্ষী উম্মতে মুহাম্মদী। তখন উম্মতে মুহাম্মদীর ওলামা, ওলী, সৎ লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে,আর তারা সাক্ষী দিবে যে, হাঁ নূহ (আঃ) নবী হিসেবে প্রেরিত হয়ে ছিল এবং তিনি ৯৫০ বছর পর্যন্ত রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। নূহ (আঃ) কাউম বলবেঃ তোমরাতো আমাদের যুগে ছিলানা, তোমরা এ সাক্ষী কি করে দিচ্ছ? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আনা হবে, তিনি তাঁর উম্মতের সত্যতার

সাক্ষী দিবেন যে, আমার উম্মত,কোরআ'ন মাজীদের আলোকে সম্পূর্ণ সত্য সাক্ষী দিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ সাক্ষীর পর কাউমে নূহ লা-জাওয়াব হয়ে যাবে এবং মোজরেম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এমনি অবস্থা হবে হুদ, সালেহ, শুআইব, লুত (আঃ) সহ অন্যান্য নবীদের উম্মতদেরও। মোজরেম প্রমাণিত হওয়ার পর কাফের আল্লাহ্র নিকট আবেদন করবে যে, হে আমাদের রব ! আমরা সব কিছু দেখেছি এবং শুনেছি , শুধু এক বার আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও, তখন আমরা অবশ্যই সৎ কাজ করব। বলা হবে, এটা সম্ভব নয়, এখনতো তোমাদেরকে তোমাদের কৃত কর্মের জন্য সর্বদা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাফেররা আবার আবেদন করবে যে, হে আল্লাহ্ আমাদের পথভ্রষ্টতার দায়িত্বশীল আমাদের নেতারা, তাদেরকে আমাদের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি দিন। বলা হবে, তোমাদের এ প্রস্তাবও গ্রহণ যোগ্য নয়। পথভ্রষ্টদেরকে পথভ্রষ্টতার শাস্তি দেয়া হবে, আর পথভ্রষ্ট কারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার শাস্তি দেয়া হবে। স্ব স্ব স্থানে তোমরা উভয়েই মোজরেম অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব শাস্তি ভোগ করতে হবে। হাশরের মাঠে এধরণের প্রশ্ন উত্তর ছাড়াও অন্যান্য অমলেরও হিসাব কিতাব হবে। আল্লাহর হকের মধ্যে নামাযের হিসাব সর্ব প্রথম হবে, যে ব্যক্তি নামাযের হিসাবে সফলকাম হবে ইনশাআল্লাহ্ অন্যান্য আমলসমূহের ব্যাপারেও সে কামিয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হিসাবে সফল না হবে, সে অন্যান্য আমলের হিসাবের সময়ও সফল হতে পারবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "নামায জান্নাতের চাবি। বান্দার হকের মধ্যে সর্ব প্রথম কতলের হিসাব নেয়া হবে। এর পর অন্যান্য আমলের হিসাব। নিহতকে হত্যাকারীর পক্ষ থেকে, অত্যাচারীতকে অত্যাচারীর পক্ষ থেকে, অত্মসাত কৃতকে আত্মসাতকারীর পক্ষ থেকে, যবরদস্তি কৃতকে যবরদস্তি কারীর পক্ষ থেকে, প্রজাকে রাজার পক্ষ থেকে, হক আদায় করা হবে। আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি বাদশা এবং হক আদায়কারী। আজ কোন জাহান্নামী ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে যেতে পারবে না যতক্ষণ না কোন জান্নাতীকে তার হক আদায় না করে দিব। আর কোন জান্নাতী ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না কোন জাহান্নামীকে তার হক আদায় করে না দিব"। (ত্বাবারানী)

সাধারণ যুলুম, সাধারণ অতিরিক্ততার হকও আল্লাহ্ হকদারকে আদায় করে দিবেন। যদি কেউ একটি ডাল বরাবরও কারো কোন হক নষ্ট করে থাকে, বা কাউকে অপমান করে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ এর বদলাও নিবেন। এমনকি কেউ যদি কোন জন্তুর প্রতিও যুলুম করে থাকে তাহলে ঐ প্রাণীর বদলাও আল্লাহ্ নিবেন এবং কোন জন্তু যদি অন্য কোন জন্তুর প্রতি যুলুম করে থাকে, তাহলে তাদের জন্যও একের হক অপরের কাছ থেকে আদায় করার জন্য তাদেরকে জিবীত করা হবে এবং মাযলুম জন্তুদেরকে যালেম জন্তুদের পক্ষ থেকে হক আদায় করে দেয়া হবে। এর পর তাদেরকে পুনরায় মৃতুবরণের জন্য হুকুম দেয়া হবে। বদলা বা হক আদায় হবে নেকীর বিনিময়ে, যালেম মাযলুমের ওপর যতটুকু যুলুম করেছে, ঐ পরিমাণ তার নেকী নিয়ে মাযলুমকে দেয়া হবে। আর যদি যালেমের আমল নামায় কোন নেকী না থাকে, তাহলে মাযলুমের গোনাহ্ যালেমকে চাপিয়ে দেয়া হবে। হক আদান প্রদানের পর সমস্ত মানুষের আমল নামা শেষ বারের ন্যায় ওযন করার প্রস্তুতি নেয়া হবে,আর প্রমাণিত করার জন্য মিযান স্থাপন করা হবে। মিযানে যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে সফল হবে এবং জান্নাতে যাবে। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা জাহান্নামে যাবে। পাল্লায় কোন কোন লোকের একটি নেকী

কম বা বেশি হওয়ার কারণে, তাকে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার ফায়সালা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির আমল ওজন করার সময় এক ফেরেশ্‌তা ঘোষণা করবে যে, ওমুকের ছেলে ওমুক কামিয়াব হয়েছে। বা ওমুকের ছেলে ওমুক সফলকাম হতে পারে নাই।(এব্যাপারে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)

মানুষের আমলনামার ওজন তার ঈমান ও আক্বীদা অনুযায়ী হবে। কাফের, মুশরেক, মোরতাদ, এবং মুনাফেকদের অসংখ্য নেক আমল বিন্দু পরিমাণ ওজন হবে না। অথচ এক জন মোমেন ব্যক্তির আমল নামা হাজারো পাপে পরিপূর্ণ থাকবে, আর আল্লাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে সে তার পাপের কথা মেনে নেয়ার কারণে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার আমল মিজানে উঠানো হবে, আর নেকীর পাল্লায় ছোট একটি কাগজ রেখে দেয়া হবে, যেখানে কালিমায়ে তাওহীদ লিখে দেয়া হবে, আর ঐ কালিমায়ে তাওহীদ তার হাজারো পাপের চেয়ে ভারী হবে। সে তখন জান্নাতে চলে যাবে।

মিযান ঐ তিনটি স্থানের একটি, যা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ওখানে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কথা স্মরণ করতে পারবে না, আর না কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে, না কেউ কারো কোন উপকারে আসবে। যদি মিযানে কারো একটি নেকী কম হয়, তাহলে সমগ্র হাশরের মাঠে কোন এক ব্যক্তি তাকে একটি নেকী দিবে না, না পিতা, না ছেলে, না মেয়ে, না স্ত্রী, না কোন বন্ধু, বরং সবাই একে অপরের কাছ থেকে দূরে থাকবে।

সবচেয়ে বিপদজনক পর্যায় হবে পুলসিরাত, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে হবে। পুল সিরাত চুলের চেয়ে পাতলা এবং তলওয়ারের চেয়ে ধারাল হবে। যা জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা হবে এবং লোকদেরকে তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য বলা হবে। তা অতিক্রম করার আগে সমগ্র হাশরের ময়দান অন্ধকার করে দেয়া হবে।

পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল ও আক্বীদা মোতাবেক আলো দেয়া হবে। ঈমানদারদেরকে দু'টি ঈমানের মশাল দেয়া হবে। আবার কাউকে একটি মশাল দেয়া হবে, কাউকে মিট মিট করে জ্বলে এধরণের চেরাগের আলো দেয়া হবে, আর সবচেয়ে কম ঐ ব্যক্তির হবে, যার পায়ের আংটির মধ্যে আলো থাকবে। ঈমানদাররা পুলসিরাত পার হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র নিকট দূয়া করবে ঃ

﴿أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة التحريم:٨)

অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" (সূরা তাহরীমঃ ৮)

কোন কোন ঈমানদার বিজলীর গতীতে পুলসিরাত পার হবে, আবার কেউ কেউ বাতাসের গতীতে, আবার কেউ কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতীতে, আবার কেউ কেউ দ্রুতগামী উটের গতীতে, কেউ কেউ দৌড়াতে দৌড়াতে, আবার কেউ কেউ স্বাভাবিকভাবে চলতে চলতে , আবার কেউ কেউ এক বার পড়ে যাবে, আবার উঠে দাঁড়াবে এভাবে তা অতিক্রম করবে, কেউ যখম হয়ে অতিক্রম করবে,পুলসিরাতের উভয় পার্শ্বে হুক বসানো থাকবে, যা আল্লাহ্‌র নির্দেশে কোন কোন লোককে চলার পথে শুধু বাধা দিবে, আবার কাউকে পুলের ওপরই বার বার ফেলে দিবে,

আবার কোন কোন লোককে শুধু যখম করবে, আর কাউকে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। কিছু কিছু লোক সামান্য চলার পরই তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। আবার কিছু লোক কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কেউ কেউ পুলসিরাত পার হওয়ার সামান্য বাকী থাকতে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মানুষের সৎ আমল শুধু পুলসিরাতে আলোই যোগাবে না বরং মানুষকে হেফাযতও করবে। পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য এত ভয়ানক হবে যে, কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বের হবে না। শুধু নবীগণের মুখ দিয়ে এ আওয়াজ বের হতে থাকবে যে, "হে আল্লাহ্ বাঁচাও হে আল্লাহ্ বাঁচাও"। সর্বপ্রথম পুল সিরাত পার হবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর উম্মতগণ এর পর অন্যান্য নবীগণ ও তাদের উম্মতগণ । (আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন)

পুলসিরাত পার হওয়ার পর সমস্ত ঈমানদারদেরকে 'কান্তারা' পুলসিরাতের সর্বশেষ প্রান্তে থামিয়ে দেয়া হবে, যে সমস্ত মুসলমানদের মাঝে কোন ভুল বুঝা বুঝি ছিল, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, যখন সমস্ত ঈমানদার পরিপূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতের দরজায় এসে উপস্থিত হবেন, তখন দরজা খোলা হবে, তিনি তাঁর উম্মতসহ জান্নাতে পদার্পন করবেন। জান্নাতে প্রবেশের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতের কথা চিন্তা করবেন, তিনি তাঁর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, যখন তিনি জানতে পারবেন যে, তাঁর অসংখ্য উম্মত জাহান্নামে রয়ে গেছে তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট সিজদায় পড়ে যাবেন, আল্লাহ্র প্রশংসা করার পর সুপারিশের অনুমতি চাইবেন, দীর্ঘক্ষণ সেজদায় থাকার পর হুকুম হবে যে, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাও তোমার উম্মতের মধ্যে যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাও। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফেরেশ্তাদেরকে নিয়ে গিয়ে, স্বীয় উম্মতের বাছাইকৃত লোকদেরকে সাথে নিয়ে জাহান্নামের পার্শ্বে গিয়ে বলবেনঃ নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন, নিজ নিজ পরিচিত লোকদের নিদর্শন কি বল, যাতে ফেরেশ্তারা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে পারে। তখন যাদের অন্ত রে বিন্দু পরিমাণ ঈমান ছিল, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তখন জান্নাতের এক চতুর্থাংশ লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুপারিশ দেখে অন্যান্য নবীগণও তাদের উম্মতদের জন্য সুপারিশ করবে। উম্মতে মুহাম্মাদীর শহীদ,ওলামা, ওলী এবং সৎ লোকদেরকের সুপরিশের অনুমতি দেয়া হবে। আর তারাও তাদের আত্মীয় স্বজন, পরিচিত জনদেরকে সুপারিশ করে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে আসবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতে ফিরে এসে আবার স্বীয় উম্মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। এখন আমার উম্মতের মধ্যে কি পরিমাণ জাহান্নামে বাকী রয়েছে? বলা হবে এখনো অসংখ্য পরিমাণ জাহান্নামে রয়ে গেছে। তখন তিনি সুপারিশের অনুমতির জন্য সেজদায় পড়ে যাবেন, আল্লাহ্র হামদ ও সানা করবেন,তখন তাঁকে আবার সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে,যে যাদের অন্তরে পিপড়ার ন্যায় বা বিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। সুপারিশের অনুমতি পাওয়ার পর তিনি আবার ফেরেশ্তাদের সাথে স্বীয় উম্মতের ওলামা, নেককার, ওলীদেরকে সাথে নিয়ে, জাহান্নামের পাশে গিয়ে পৌঁছবেন এবং উম্মতের ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, যাদের অন্তরে বিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান ছিল, তখন তাঁর

উম্মত জান্নাত বাসীদের অর্ধেক হবে। চতুর্থ বার আবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত লোকদের জন্য সুপারিশ কামনা করবেন যারা, সারা জীবনে এক বার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়েছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন আমার ইজ্জত , মর্যাদা ও গৌরবের কসম! যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে তাদেরকে আমি স্বয়ং জাহান্নাম থেকে বের করব। অতপর সব শেষে স্বয়ং আল্লাহ্ ঐ সমস্ত লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়েছে। জান্নাতীরা ঐ সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্তদেরকে 'ওতাকা উর রহমান' আল্লাহ্র আযাদ কৃত বলে ডাকবে'। সুপারিশের ধারাবাহিকতা শেষ হওয়ার পর এবং সমস্ত জান্নাত বাসী জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতীদের স্বীয় আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ পয়দা হবে। আর তারা তাদেরকে দেখার এবং মিলিত হওয়ার আবেদন জানাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার সাথে মিলিত করে দাও। তখন সমস্ত জান্নাতীদের পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করে দেয়া হবে। জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর, সবাইকে ঘোষণা করা হবে যে, হে জান্নাতীরা! জান্নাতের কিনারে আস। হে জাহান্নামীরা জাহান্নামের কিনারে আস। অধিবাসীদ্বয় নির্বাক্যে আহ্বানকারীর প্রতি কান পেতে থাকবে, একটি বকরী আনা হবে, যার সম্পর্কে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবসীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি তাকে চিন? উভয় আধিবাসী বলবে যে হাঁ আমরা তাকে চিনি সে মৃত্যু। এর পর আল্লাহ্ ঐ বকরীকে যবেহ করে দেয়ার নির্দেশ দিবেন, এর পর ঘোষণা করা হবে যে, হে জান্নাতীরা তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। তোমাদের কখনো মৃত্যু হবে না। আর হে জাহান্নামীরা তোমরা চির কাল জাহান্নামে থাকবে, তোমাদেরও কখনো মৃত্যু হবে না। একথা শুনে জান্নাতীরা এত খুশি হবে যে, যদি খুশিতে মারা যাওয়া সম্ভব হত, তাহলে জান্নাতীরা খুশিতে মরে যেত। জাহান্নামীরা এ ঘোষণা শুনে এত ব্যাথীত হবে যে যদি কষ্টের কারণে মৃত্যু সম্ভব হত, তাহলে তারা কষ্টে মরে যেত। সিংঙ্গায় ফুঁ দেয়া থেকে নিয়ে জান্নাত বা জাহান্নামে পৌঁছা পর্যন্ত এ গুলো ঐ সমস্ত স্তর, যা সমস্ত মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। ঐ বিস্তারিত বর্ণনা সম্পর্কে আমরা পাঠকদেরকে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি পাত করাতে চাই যে, উল্লেখিত বর্ণনা থেকে নিন্মুক্ত দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

১। পরকালের দুঃখ্য কষ্টের তুলনায় দুনিয়ার দুঃখ্য কষ্ট অনেক কম।

২। পরকালের অশেষ নে'মতের তুলনায় দুনিয়ার নে'মতসমূহ একেবারেই নগণ্য।

অতএব জ্ঞানীদের উচিত যে তারা দুনিয়ার দুঃখ্যে কষ্টে পড়ে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী না করে, আর না দুনিয়ার রং তামাশায় মেতে গিয়ে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অসন্তুষ্ট করে, বরং উভয় অবস্থায় তাদের দৃষ্টি যেন পরকালে আগত স্তর গুলোর প্রতি থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মোমেনদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞনী কে? তিনি বললেনঃ যে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যুর পর আগত স্তর গুলোর জন্য প্রস্তুতি নেয়, সে সবচেয়ে বেশি জ্ঞনী। (ইবনু মাযা)

পরিশেষে আমরা একথা স্পষ্ট করা জরুরী বলে মনে করছি যে, প্রথম সিঙ্গায় ফুঁ থেকে নিয়ে, জান্নাত বা জাহান্নামে পৌঁছা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলীর ধারা বাহিক হুবহু বিন্যাস শুধু মুশকিলই নয় বরং কোন কোন স্থানে ঘটনাবলীর হুবহু বিন্যাসে শূন্যতাও অনুভব হয়,ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিন্যাসে যতটুকু শূন্যতা মনে হবে তা আমি আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ করি নাই, বরং

যেভাবে বা যতটুকু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ততটুকু বর্ণনাই আমি করেছি। এমনিভাবে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায়ও আমি আমার পক্ষ থেকে সাজাই নাই বরং শাহ্ রফিউদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ্র) "কিয়ামত নামাহ" নামক গ্রন্থ থেকে নিয়েছি। যদি এ ধারাবাহিকতা সঠিক হয় তাহলে এজন্য আল্লাহ্র শুকর আদা করছি। আর যদি কোথাও কম বেশি হয় তাহলে এজন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিঃসন্দেহে তিনিই আমাদের গোনাহসমূহের ক্ষমাকারী এবং আমাদের প্রতি রহম কারী।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস আমল সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি

মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হয়ে, স্বীয় আমলের জওয়াবদেহী করার আক্বীদা এমন এক ব্যতিক্রম ধর্মী আক্বীদা যে, যে ব্যক্তি সত্য অন্তকরণে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেছে, তার জীবনে তা বিরাট পরিবর্তন আনবে। কোরআ'নে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষী দেয়, যে ব্যক্তি বা জাতি পরকাল অবিশ্বাস করত তারা দুনিয়াতে যালেম, অপহরণ, নাফরমানী এবং অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করছে। পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। রক্তপাত করেছে, ক্ষেতি বাড়ী বরবাদ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বা জাতি আখেরাতে বিশ্বাসী হয়েছে তাদের জীবন দিন দিন পরিবর্তন হয়েছে, যারা আগে যালেম, অপহরণকারী ছিল, সে শান্তি ও নিরাপত্বার ধারক বাহক হয়ে গেছে। যারা আগে একে অপরের রক্তপাতের প্রতি কাঙ্খিত ছিল, তারা একে অপরের সংরক্ষক হয়ে গেছে। যে আগে চুরী ডাকাতী করত, সে মোত্বাকী পরহেযগার হয়ে গেছে। যে প্রথমে খিয়ানতকারী ও মিথ্যুক ছিল, সে বিশ্বাসী ও সত্যবাদী হয়ে গেছে।

এর হাকীকত এইযে, পরকালে বিশ্বাসী হওয়া, মানুষের মধ্যে এমন এক পাহারাদার নিযুক্ত করে যে, তাকে কদমে কদমে প্রত্যেক ছোট বড় গোনাহ থেকে বাঁধা দেয়। তাকে যালেম,অপহরণ,নাফরমানী করতে দেয় না। সর্বদা চাই একাকী হোক আর জনসম্মুখে, দিনের আলোতে হোক আর রাতের অন্ধকারে, আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদেহিতার ভয় তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে।

সাহাবাগণের জীবনে পরকাল বিশ্বাসের কিছু দৃষ্টান্ত

ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর শাসনামলে বাহরাইন থেকে কিছু গনীমতের মাল আসল, আর এর মধ্যে কিছু মেশক আম্বর ও ছিল, তা বন্টনের জন্য লোক খোঁজা হচ্ছিল, তখন আমীরুল মু'মেনীন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর স্ত্রী বললঃ আমি এ খিদমতে আঞ্জাম দিতে পারব। ওমর বললঃ আমার ভয় হয় যে, মেশক আম্বর তোমার আঙ্গুলে লেগে যাবে, যা তুমি তোমার শরীরে মাখবে, আর একারণে কিয়ামতের দিন তোমাকে এর জওয়াবদেহী করতে হবে। এ সর্তকতা সত্ত্বেও ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর মধ্যে এত আল্লাহ ভীতি ছিল যে, নামাযে এ আয়াতে পৌঁছলে ঃ

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ﴾ (سورة الطور: ٧،٨)

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, এর নিবারণকারী কেউ নেই।" (সূরা তূরঃ ৭-৮)

কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে গেল।

মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল "হে লোকেরা যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ! মদ, জুয়া, মূর্তি পুজা, লটারীর তীর শয়তানী কাজ, এ থেকে দূরে থাক, যাতে মুক্তি পেতে পার।" (সূরা মায়েদাঃ ৯০)

ঐ সময়ে কিছু লোক ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর ঘরে, মদ পান করতে ছিল, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদ পান করাইতে ছিল, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আহ্বান কারীকে মদীনায় ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন, লোকেরা যখন আহ্বান কারীর আওয়াজ পেল, তখনই প্রত্যেক ব্যক্তি মদ থেকে হাত তুলে নিল, পাতিল থেকে মদ নিক্ষেপ করতে লাগল, মদের মটকা ভাংতে লাগল। সাহাবাগণ বলেনঃ মদীনার অলি গলিতে এত মদ প্রবাহিত হল যে, নিম্ন এলাকায় মদ জমে গেল, কোন কোন সাহাবী তৈরী কৃত মদ বিক্রি করার অনুমতি চাইলে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তা হারাম। তখন তা সাথে সাথে নষ্ট করে দেয়া হল। এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট বিক্রির উপযোগী মদ আছে, এতে এতীমের পয়শা বিনিয়োগ করা হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেনঃ এতীমের পয়শা আমি আদায় করে দিব। তুমি মদ নষ্ট করে দাও। তখন ঐ সাহাবী সমস্ত মদ নষ্ট করে দিল।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, তাদের মধ্যে ইকরেমা বিন আবু জাহেলও ছিল। ইকরেমার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী উম্মে হাকীম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং বললঃ ইকরেমা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ছিল, দয়া করে তাকে নিরাপত্বা দিন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করবেন। তিনি বললেনঃআজ থেকে ইকরেমা নিরাপদে। উম্মে হাকীম স্বীয় স্বামীর তালাশে বের হল এবং তোহামা পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্রের তীরে তাকে পেল এবং বললঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে নিরাপত্বা দিয়েছে ফিরে

চল। পথিমধ্যে এক স্থানে স্বামী -স্ত্রী রাত্রি যাপন করল, ইকরেমা স্ত্রী সহবাসে আগ্রহী হলে, উম্মে হাকীম দ্রুত দূরে সরে গেল, আর বললঃ আমার শরীরে হাত দিবে না, তুমি মুশরেক আর আমি মুসলমান। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুসলমান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য হারাম। একথা শুনে ইকরেমা আশ্চার্য হল আর বলতে লাগল, যদি তাই হয়, তাহলে তো আমার ও তোমার মাঝে বিশাল উপসাগরের দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইকরেমা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করলা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কিছু ক্রীতদাস আছে যারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে, খিয়ানত করে, আমার অবাধ্য থাকে। তখন আমি তাদের সাথে খারাপ আচরণ করি এবং মারধরও করি। কিয়ামতের দিন তাদের সাথে আমার হিসাব নিকাশ কেমন হবে? তোমার ক্রীতদাসদের খিয়ানত, অবাধ্যতা, মিথ্যার বিচার করা হবে। সাথে সাথে তাদেরকে তোমার দেয়া শাস্তিরও হিসেব করা হবে, যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অন্যায়ের তুলনায় কম হয়ে থাকে তাহলে তুমি সোয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অন্যায়ের সমতুল্য হয়, তাহলে তোমার কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অন্যায়ের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত শাস্তির বদলা তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে। এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগল, তিনি তাকে বললেনঃ তুমি কি কুরআ'ন মাজীদের এ আয়াত পাঠ কর নাই? " আর কিয়ামতের দিন আমি কায়েম করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। তার কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনের হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। হিসেব গ্রহণ কারী রূপে আমিই যথেষ্ট"। (সূরা আম্বীয়া- ৪৭)

একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি এর চেয়ে উত্তম আর কিছু দেখছি না যে, আমি তাদেরকে আযাদ করে দেই, আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাই, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, তারা সবাই আযাদ"। (আহমদ, তিরমিযী)

ঐ সমাজ যেখানে জিনা এবং মদ পান জীবনের অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচনা করা হত,মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক বেশি বেশি থাকাকে গৌরবের বিষয় বলে বিবেচনা করা হত, তাদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর, যখন তাদেরকে পরকালে বিশ্বাসের প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তখন ঐ সমাজের লোকেরা এতটা মোত্তাকী পরহেযগার, পবিত্র হয়ে গেছে যে, যদি কারো সাথে কোন অন্যায় হয়ে গেছে, তাহলে সে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে, শুধু একথা স্বীকারই করে নাই যে, সে অন্যায় করেছে, বরং এব্যাপারে জেদ ধরেছে যে, তাকে দুনিয়াতেই তা থেকে পরিষ্কার করা হোক। যাতে আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। গামেদী বংশের এক মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাকে পাক করুন। তিনি বললেনঃ পাগলী যাও এবং আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর। সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে মায়েয আসলামীর ন্যায় দূরে রাখতে চান? আমি তো ব্যভিচার করে গর্ভধারণ করে ফেলেছি? তখন তিনি বললেনঃ আচ্ছা যাও বাচ্চা প্রসবের পর আসবে। বাচ্চা প্রসবের পর ঐ মহিলা আবার আসল এবং বললঃ এখন আমাকে পবিত্র করুন। তিনি

বললেনঃএখন চলে যাও বাচ্চাকে দুধ পান করাও, বাচ্চা দুধ ছাড়লে আসবে। মহিলা চলে গেল এবং বাচ্চা দুধ ছাড়ার পর আবার আসল। বাচ্চাকে সাথে করে এমনভাবে নিয়ে আসল যে, তার হাতে এক টুকর রুটিও ছিল, তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আমার বাচ্চা, দুধ ছেড়েছে, এবং রুটি খেতে পারে। এখন আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন"। (মুসলিম)

উল্লেখ্য ঃ মায়েয আসলামীও এ পাপ করে ছিল, সেও স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে ছিল। তিনি তাকে খুব যাচাই করলেন, যাতে যদি তার পাপ ব্যভিচারের চেয়ে কম হয়, তাহলে সে শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আশ্বস্ত হলেন যে,আসলেই সে ব্যভিচার করেছে, তখন তিনি তাকেও পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। [3]

সরকারী উচ্চ পদ ও নেতৃত্বের জন্য সবসময়ই মানুষ অভিলাস রাখে, কিন্তু পরকালে বিশ্বাস, লোকদের মাঝে এমন এক চিন্তা সৃষ্টি করে যে, প্রথমেই মানুষ সরকারী উচ্চ পদ ও নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকে।

দ্বিতীয়ঃ আর যদি কেউ তা কামনাও করে তবুও আখেরাতের স্মরণ সাথে সাথেই এ ইচ্ছা মিটিয়ে দেয়।

"ওবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করলেন এবং সাথে সাথে এ উপদেশও দিলেন যে, হে আবু ওয়ালীদ, আল্লাহ্কে ভয় কর, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে না যে, তুমি তোমার কাঁধে উট বহন করছ, আর তা আওয়াজ করতেছে। স্বীয় কাঁধে গাভী বহন করছ, আর তা আওয়জ করছে, স্বীয় কাঁধে বকরী বহন করছ ,আর তা আওয়াজ করছে, আর আমাকে সুপারিশ করার জন্য বলছ। ওবাদা বিন সামেত বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাতের মালে খিয়ানত করার কারণে এ পরিণতি হবে? তিনি বললেনঃ হাঁ ঐ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। ওবাদা বিন সামেত বললঃ ঐ সত্বার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছে, আমি কখনো যাকাত আদায়ের দায়িত্ব পালন করব না"। (ত্বাবারানী)

ওমার বিন আবদুল আযীয খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার আগে যুবরাজের ন্যায় জীবন যাপন করতেন, আর খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর, সারা দিন রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব পালন করতেন, আর রাত হলে বসে বসে কান্না কাটি করতেন, স্ত্রী এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, বললেনঃ আমার রাষ্ট্রে যত গরীব, মিসকীন, এতীম, মুসাফীর, পথহারা, মাজলুম, বন্দী আছে তাদেরও সবার দায়িত্ব আমার ওপর, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাকে তাদের সকলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, যদি আল্লাহ্র নিকট আমি এব্যাপারে জওয়াবদেহি না করতে পারি, তাহলে আমার পরিণতি কি হবে? যখন আমি এবিষয়ে চিন্তা করি তখন আমি দুর্বল হয়ে যাই, অন্তর সংকুচিত হয়ে আসে,চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়।

3 - উল্লেখঃ ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বিবাহিত লোক ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার শাস্তি হল, পাথর মেরে হত্যা করা, আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তার শাস্তি হল ১০০ বেত্রাঘাত করা।

একবার স্বীয় স্ত্রীকে বললঃ ঘরে কি এক দিরহাম আছে? আঙ্গুর খেতে মন চায়। স্ত্রী বললঃ মুসলমানদের খলীফা হয়ে তোমার কি এক দিরহাম খরচ করার মত সাধ্য নেই? বললঃ হাঁ জাহান্নামের হাতকড়া পরার চেয়ে এ অভাবী জীবন আমার জন্য অনেক ভাল।

এসমস্ত উদাহরণ থেকে একথা অনুমান করা কষ্টকর নয় যে, পরকালে বিশ্বাস, মানুষকে লাভ ক্ষতির হিসেবকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। মানুষের মূল লক্ষ্য এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আড়ালে চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি থাকে। পরকালে বিশ্বাস অনুধাবন করার পর মানুষ দুনিয়ার বড় বড় ক্ষতি মেনে নিতে পারে, কিন্তু পরকালের ক্ষতিকে মোটেও মেনে নিতে পারে না। দুনিয়ার বড় বড় বিপদ-আপদ মেনে নিতে পারে, কিন্তু আখেরাতের আযাবকে মেনে নেয়ার কল্পনাও করে না। দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথের সম্পর্ক ছিন্ন করার চিন্তাও করে না। দুনিয়ার সার্বিক সুখ-শান্তি, আরাম- আয়েশ ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আখেরাতের চিরস্থায়ী নে'মত থেকে বঞ্চিত হওয়া সহ্য করে না।

পরিশেষে আমি প্রিয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যদি আখেরাতের বিশ্বাস মানুষের চিন্তা চেতনার মাঝে এধরণের পরিবর্তন আনতে পারে তাহলে আমাদের জীবন এ পরিবর্তন থেকে বঞ্চিত কেন?

আমরা আখেরাতের প্রতি ঈমানও রাখি আবার বাস্তব জীবনে মিথ্যা, ধোঁকা, চক্রান্ত, ওয়াদা ভঙ্গ, হিংসা, শত্রুতা, গীবত, ইত্যাদি নিশ্চিন্তে করে যাচ্ছি, পারিবারিক জীবনে পিতা-মাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন, জুয়া, মদ পান, ব্যভীচার, চুরী, ডাকাতি, অরাজকতা সৃষ্টি, সুদ-ঘুষ, জুলম, ছিন্তাই, যবর দখল, সরকারী সম্পদ লুণ্ঠন, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ইত্যাদি সুন্দর ভাষার অন্তড়ালে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল, এ সব কিছুই করছি আর এ দাবীও করি যে, আমাদের আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ কোরআ'ন মাজীদে এরশাদ করেনঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (سورة البقرة: ٨-٩)

অর্থঃ "কিছু কিছু লোক এমন যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখি, অথচ তারা ঈমান আনে নাই। তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। মূলত তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধোঁকা দেয়।" (সূরা বাক্বারাঃ ৮,৯)

আমাদের প্রত্যেকের এবিষয়ে নিজে নিজে চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ্‌র এবাণী কোন না কোন ভাবে আমার ওপর প্রজোয্য হচ্ছে কি?

আর আজ যদি আমার ওপর তা প্রযোজ্য না হয়, তাহলে আর কোন দিনও যেন তা আমার ব্যাপারে প্রযোজ্য না হয়, যাতে করে আমি আমার আমলের উপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারি।

আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে নিফাকী থেকে রক্ষা করুন, আর মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় আমাল সংশোধনের তাওফীক দান করেন। আমীন!

হাশরের মাঠে লাঞ্ছনাকারী আমল

ইসরাফীলের সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে যখন লোকেরা কবর থেকে উঠবে, তখন কিছু লোকের চেহারা ধীর স্থির, আনন্দময়, শান্ত,আলোকিত থাকবে, অথচ তখন কিছু কিছু লোকের চেহারা মলিন, কাল, ভীত চিন্তিতি থাকবে। আর যখন তারা নিজের সামনে কিছু লোককে ধীর স্থির, আনন্দিত, আলোকিত দেখবে তখন নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে স্বীয় লাঞ্ছনা ও অপমানের অনুভূতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মানুষ স্বীয় কবর থেকে পোশাকহীনভাবে উঠবে, সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আঃ) কে পোশাক পরানো হবে, এর পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য নবীগণকে পোশাক পরানো হবে। এর পর ওলী, সৎ লোক, শহীদ ও ঈমানদারদেরকে পোশাক পরানো হবে। কিন্তু কাফের, মুশরেক, মুনাফেক, ফাসেক, ফাজের, পোশাকহীন থাকবে। পোশাকাহীন লোকেরা তাদের সামনে পোশাক বিশিষ্টি লোক দেখে লাঞ্ছনা ও অপমান বোধ করবে। লোকেরা স্বীয় কবর থেকে ক্ষুধার্ত, পিপাশিত, অবস্থায় উঠবে, কিন্তু ঈমানদারদেরকে আম্বীয়াগণ নিজ নিজ হাউজ থেকে পানি পান করাবেন। কাফের, মুশরেক, বিদআ'তীরাও পানি পান করার জন্য অগ্রসর হবে, কিন্তু তাদেরকে সাথে সাথে ধিক্কার দেয়া হবে। নিঃসন্দেহে ঐ সময় তা তাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে দিবে।

কিছু কিছু লোক হাশরের মাঠে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, সূর্য তাদের থেকে এক মাইল দূরত্বে থাকবে।

উলঙ্গ থাকবে, ক্ষুধায় ও পিপাশায় কাতর থাকবে। ঘামতে থাকবে, যখন সে তার সামনে কিছু লোককে আলীশান আলোকময় আসনসমূহে ছায়াময় স্থানে আরামরত দেখবে তখন তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান আরো বৃদ্ধি পাবে।

হাশরের মাঠে এ লাঞ্ছনা ও অপমান ঐ সমস্ত লোকদের হবে যারা কাফের, মুশরেক, মুনাফেক, ফাসেক, ফাজের, তাদের সাধারণ গোনাহ সমূহের ফল সরূপ তারা তা ভোগ করবে। কিন্তু কিছু কিছু পাপ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে আমরা ঐ সমস্ত পাপের কথা উল্লেখ করব। প্রত্যেক সুভাগ্যবান, সুস্থ আত্মা সম্পন্ন, ব্যক্তি হাশরের দিন এ সমস্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করবে। আর ঐ সমস্ত আমলসমূহ নিম্নরূপঃ

১। নামায পরিত্যাগ করাঃ

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ (سورة القلم: ٤٢-٤٣)

অর্থঃ "স্মরণ কর, সেই দিনের কথা, যে দিন পায়ের পিন্ডলী উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের

দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়ে ছিল সিজদা করতে।

কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট সিজদা করার হুকুম করা হবে, যারা দুনিয়াতে যথা নিয়মে নামায আদায় করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ তাওফীক দিবেন তারা তাঁর সামনে সিজদা দিবে। বে-নামাযীও সেজদা করতে চাইবে কিন্তু আল্লাহ্ তার থেকে সেজদা করার শক্তি ছিনিয়ে নিবেন, তখন সমস্ত মানুষের সামনে বে-নামাযী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। মুসলিম এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এও বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ স্বীয় পিন্ডলী খুলবেন, সমস্ত ঈমানদার তখন সেজদায় পতিত হবে, দেখানোর জন্য বা নিজেকে বাঁচানোর জন্য, যারা দুনিয়াতে নামায পড়ত না, তারাও সেজদা করার চেষ্টা করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের পিঠকে কাঠ করে দিবেন তখন তারা সেজদা করতে পারবে না। আর তারা তখন হাশরের মাঠে বে-নামাযী ও মুনাফেক সমস্ত সৃষ্টির সামনে লজ্জিত হবে।

২। যাকাত আদায় না করাঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি সোনা চাঁদির যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত সোনা চাঁদি কাঠ করে দেয়া হবে। অতপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, আর তা দিয়ে যাকাত আদায় না কারীদের কপাল, রান, পিঠে দাগ দেয়া হবে। পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত তারা এ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি উট, গাভী, বকরী, ইত্যাদির যাকাত আদায় করবে না তাকে কিয়ামতের মাঠে অন্ধ মুখে উঠানো হবে, ঐ গাভী, বকরী, তরু তাজা হয়ে এসে স্বীয় মালিককে পদদলিত করতে থাকবে, আর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাদের ওপর এ শাস্তি চলতে থাকবে"। (মুসলিম)

৩। সুদঃ আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

(سورة البقرة:٢٧٥)

অর্থঃ "যারা সুদ খায় তারা (কবরে) শয়তানের স্পর্শে মোহবিষ্ট ব্যক্তির দন্ডয়মান হওয়া ব্যতীত দন্ডয়মান হবে না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৭৫)

এমন পাগলামী অবস্থায় সুদ খোর হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে এবং পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত পাগলের ন্যায় এদিক সেদিক ঘুরতে থাকবে।

৪। কতলঃ "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি হাশরের মাঠে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, নিহত ব্যক্তির হাতে হত্যাকারীর মাথা ও কপাল থাকবে। নিহত ব্যক্তির রগ দিয়ে তাজা রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। আর সে আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করবে যে, হে আমার রব সে আমাকে হত্যা করেছে , এমন কি নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে আল্লাহ্‌র আরশের নিকট নিয়ে যাবে"। (তিরমিযী)

৫। যবর দখলঃ "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো কাছ থেকে কোন যমিন ছিনিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে"। (বোখারী)

৬। রাষ্ট্রীয় সম্পদদ লুণ্ঠনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ বিন ওবাদাকে নির্দেশ দিলেন, যাও ওমুক বংশের যাকাত উঠিয়ে নিয়ে আস, সাথে সাথে একথাও বললেনঃ কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে না যে, তুমি তোমার কাঁধে উট বহন করছ আর তা আওয়াজ করতেছে। স্বীয় কাঁধে গাভী বহন করছ আর তা আওয়জ করছে, স্বীয় কাঁধে বকরী বহন করছ আর তা আওয়াজ করছে,সাহাবী আবেদন করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দায়িত্ব মুক্ত করলেন।" (ত্বাবারানী)

লুণ্ঠিত রাষ্ট্রিয় সম্পদ প্রমাণ সরূপ লুণ্ঠনকারীদের কাঁধে চাপবে। যা সমস্ত মানুষ কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে। আর তা লুণ্ঠনকারীর জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হবে।

৭। জুলমঃ "রাসূলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ জুলম কিয়ামতের দিন জুলুমকারীর জন্য অন্ধকার হয়ে উপস্থিত হবে"। (বোখারী)

জালেম হাশরের মাঠে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে কোন সাহায্যকারী বা তার ডাকে সাড়া দেয়ার মত কাউকে পাবে না"।

৮। অহংকারঃ "রাসূলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেনঃ কিয়ামতের দিন অহংকারকারীকে পিপিলিকার ন্যায় করে মানব আকৃতিতে উঠানো হবে। ফলে সর্বদিক থেকে তাকে লাঞ্ছনা চেপে ধরবে"। (তিরমিযী)

৯। অঙ্গীকার ভংঙ্গ করাঃ "রাসূলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ওয়াদা ভংঙ্গকারী কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, তার পিঠে পতাকা লাগানো থাকবে"।(মুসলিম)

প্রত্যেক কে দেখে বুঝা যাবে যে কে কিধরণের ওয়াদা ভংঙ্গ করেছে।

১০। বিনা প্রয়োজনে চাওয়াঃ "রাসূলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে মানুষের নিকট চাইবে,কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে যে, তার চাওয়া তার মুখের সামনে ঝুলন্ত নিদর্শন সরূপ থাকবে"। (আবুদাউদ)

১১। লোক দেখানো কাজঃ "রাসূলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ লোক দেখানো কাজকারীদের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন খুবই রিয়া করবেন"। (আবুদাউদ)

১২। একাধীক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে ন্যায় আচরণ না করাঃ "রাসূলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী ছিল, আর সে তাদের কোন একজনের প্রতি বেশি সম্পর্ক রাখত, তাহলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার অর্ধশরীর অকেজু থাকবে"। (আবুদাউদ)

কিছু কিছু কাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে, এদের প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। আর ঐ সমস্ত কাজ গুলো নিম্ন রূপঃ

১৩। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, (নাসায়ী)

১৪। দাইউস হওয়া। (নাসায়ী)

১৫। মহিলাদের ছেলেদের সাদৃশ্য অবলম্ভন করা। (নাসায়ী)

নোটঃ কাপড়, চাল চলন, আচার আচরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্ভন করা।

১৬। বৃদ্ধ বয়সে যিনা (ব্যভীচার) করা। (মুসলিম)

১৭। শাসকদের স্বীয় অধিনস্তদের সাথে মিথ্যা বলা। (মুসলিম)

১৮। অভাবী অবস্থায় গৌরব করা। (মুসলিম)

১৯। বন-জঙ্গলে বা অন্য কোন স্থানে পানি না পাওয়া গেলে মুসাফিরকে পানি না দেয়া। (মুসলিম)

২০। মিথ্যা কথা বলে মাল বিক্রি করা। (মুসলিম)

২১। দুনিয়ার সম্পদের জন্য শাসকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। (মুসলিম)

এগুলো ঐ সমস্ত আমল যে কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। হাশরের মাঠে মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় অপমান ও লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে, যিনি অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ্ সে দিন তাদেরকে তিনি স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন। আল্লাহ্ দয়া করে আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন নিশ্চয়ই দিনি দয়ালু ও ক্ষামাশীল।

মনোযোগসহ চিন্তা করুন, পৃথিবীতে মানুষের ইজ্জত তার নিকট কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মানুষ এমন সর্ব প্রকার ভুল ভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, যে কারণে তার সম্মানে স্পট পড়তে পারে। আর যদি কখনো এমন কোন ভুল হয়েই যায়, তাহলে তা ঢাকতে চেষ্টা করে। যাতে অন্যদের সামনে অপমানিত না হতে হয়। কোন কোন সময় মান হানির বিষয় গুলো আদালত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর মানুষ তার সম্মান রক্ষারর্থে লক্ষ কোটি প্রমাণ পেশ করে।

চিন্তা করুন! পরকালে আমরা নিজেদেরকে অপমান ও লঞ্ছনা থেকে বাঁচানোর জন্য কতটুকু চিন্তা করি? যেখানে না কোন ভুল গোপন করা যাবে, আর না কোথাও কোন মান হানির মামলা পেশ করা যাবে। যদি আমাদের পরকালের প্রতি ঈমানের দাবী সত্য হয়, তাহলে আমাদের পৃথিবীর অপমান ও লঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য একটু অধিক চিন্তা করা উচিত। যদি অলসাতা বা অজ্ঞতা বশত কেউ এমন কোন পাপ করে যা আখেরাতে লঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হবে, তখন সাথে সাথে তাকে ঐ কাজ ত্যাগ করা উচিত। আর ভবিষ্যতে আর কখনো ঐ পাপের নিকটবর্তী না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। পূর্বের পাপের জন্য লজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করতে হবে। তা হলে আশা করা যায় যে, দয়াময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্ আমাদের অতীত পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর পরবর্তীর জন্য আমাদের আমল সমূহকে সংশোধন করে দিবেন। কিন্তু যদি কেউ এ সব কিছু জানার পরও উল্লেখিত পাপ ত্যাগ না করে, তাহলে তারাই ঐ সমস্ত লোকের অর্ন্তভুক্ত হবে, যারা কিয়ামতের দিন নিজেই স্বীকার করবে যে,

﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (سورة الملك:١٠)

অর্থঃ "যদি আমরা শুনতাম বা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না"। (সূরা মুলকঃ ১০)

আল্লাহ্ সমস্ত মুসলমানদেরকে এ নিকৃষ্ট পরিণতি থেকে রক্ষা করুন, আর হাশরের মাঠে লাঞ্ছনামূলক আমল থেকে বাঁচার তাওফীক দিন। আমীন!

হাশরের মাঠে সম্মানজনক কর্মসমূহ

পরকালে বিশ্বাসী, সৎ লোকদের আচরণ কবর থেকে উঠার পর পরই কাফের, মুশরেক, ফাসেক, ফাজেরদের থেকে ভিন্ন হবে। ঈমানদ্বারদের ওপর ঐ ধরণের ভয় ভীতি হবে না যা অন্যদের হবে। হাশরের মাঠে যাওয়ার সময়ও তাদের জন্য যানবাহন প্রস্তুত করে রাখা হবে। আর তারা আল্লাহ্র রহমত ও জান্নাতের প্রতি কামনা নিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। হাশরের মাঠেও আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে ঐ দিনের চিন্তা ও কঠিন মুসিবত ও কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। হাশরের মাঠের পঞ্চাশ হাজার বছরের দীর্ঘ এক দিন তাদের নিকট জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মত মনে হবে। (হাকেম)

কাফেরদের ওপর যখন হশেরের মাঠে মৃত্যুদায়ক কষ্ট শুরু হবে তখন তা ঈমানদারদের জন্য শর্দির ন্যায় কষ্ট বলে মনে হবে। (আহমদ)

সাধারণত ঈমানসহ সমস্ত নেক আমল মানুষকে হাশরের মাঠের সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি, চিন্তা থেকে হেফাজত করবে। আল্লহ্র বাণীঃ

﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (سورة النمل:٨٩)

অর্থঃ "যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা আশংকা থেকে নিরাপদে থাকবে।" (সূরা নামলঃ ৮৯)

তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন কিছু আমলের কথা বলেছেন যা ঈমানদারদেরকে হাশরের মাঠে শুধু ঐ দিনের ভয় ভীতি থেকেই রক্ষা করবে না বরং বিশেষ সম্মানেরও কারণ হবে। আবার কিছু কিছু আমল ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্র আরশের নিচে স্থান করে দিবে।

পৃথিবীর সম্মান পরকালের সম্মানের সাথে মোটেও তুলনা যোগ্য নয়। কিন্তু ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করে স্বর্ণ পদক পায়, কোন ব্যক্তি কোন বড় ধরণের খেদমতের কারণে সরকারের পক্ষ থেকে কোন সম্মান লাভ করে, বা যুদ্ধের ময়দানে কোন অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের কারণে কোন সৈন্য কোন পুরস্কার লাভ করে,তাহলে তার আনন্দের কোন শেষ থাকে না। সে ঐ সম্মানকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান বলে মনে করে। মানুষকে দেখানো বা বলতে আনন্দ পায়। মানুষ ঐ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সরকার তাকে একটি সম্মানের কারণে বিভিন্ন দিক থেকে তাকে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা করে দেয়। যে ব্যক্তি হাশরের মাঠে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার পাবে তার কি ধরণের আনন্দ ও খুশি হবে? কোন মুসলমান আছে যে এটা কামনা করে না। এমনিভাবে হাশরের মাঠে আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে স্থান পাওয়ার ব্যাপারে হয়ত আজকে আমরা পরিপূর্ণ অনুমান করতে পারব না, যে তার সম্মান কত পরিমাণে হবে, কিন্তু দুনিয়ার অনুমানে এতটুকু চিন্তা করা যায় যে, কোন

বাদশা বা প্রধান মন্ত্রী কাউকে যদি তার বাড়ীতে দাওয়াত করে তাহলে তার জন্য এ দাওয়াতকেই বিরাট কিছু মনে করা হবে। আর দাওয়াতের স্থলে যে ব্যক্তির প্রধান মন্ত্রীর যত নিকটে স্থান মিলবে সে তত বেশি ঐ স্থানে খুশি হবে এবং অন্যদের ওপর গৌরব বোধ করবে যে প্রধান মন্ত্রীর সাথে তার কত গভীর সম্পর্ক এবং প্রধান মন্ত্রীর নিকট তার কত সম্মান। আল্লাহ্‌র কোন তুলনা নেই। তিনি অতুলনীয়, তিনি সর্ব শ্রেষ্ট, তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, তিনি পাক ও পবিত্র, হাশরের মাঠে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় হবে, বা যে আরশের ছায়া তলে স্থান পাবে, তার আনন্দ কত বেশি হবে? হে আল্লাহ্ তুমি তোমার দয়ায় ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অর্ন্তভুক্ত কর।

নিচে আমরা কিছু সৎ আমলের কথা উল্লেখ করব যে কারণে হাশরের মাঠে বিশেষ সম্মান হাসিল হবে।

১। আযানঃ "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ " আযান দাতা কিয়ামতের দিন উঁচু গর্দান বিশিষ্ট হবে"। (ইবনে মাযা)

২। ইনসাফঃ "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "যারা ন্যায় বিচার করে, তারা হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র ডান হাতে নূরের মিম্বরে স্থান পাবে। আর আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান হাত। তারা হবে ঐ সমস্ত লোক যারা ন্যায় পরায়নতার সাথে নির্দেশ দেয়। স্বীয় পরিবারের মধ্যে ন্যায় পরায়নতা পূর্ণ আচরণ করে, আর যে কাজের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পন করে তাতেও তারা ন্যায় পরায়নতা সহ কাজ করে।" (মুসলিম)

৩। নম্রতাঃ "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রকাশ করল এবং এত দামী পোশাক পরল না যা পরার ক্ষমতা সে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে তাকে উত্তম পোশাক বাছায়ের এখতিয়ার দিবেন এবং সে তা পরিধান করবে"। (তিরমিযী)

৪। ওজু ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ " হাউজে কাওসারের নিকট আমি তোমাদেরকে তোমাদের ওজুর নিদর্শনের মাধ্যমে চিনেতে পারব। তোমাদের কপাল ও হাত-পা চমকাতে থাকবে। আর এগুণ তোমাদের (উম্মতে মোহাম্মাদীর নামাযীদের) ব্যতীত অন্য আর কোন উম্মতের মধ্যে থাকবে না"। (ইবনু মাযা)

৫। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেয়াঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয়ার মত পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, কিন্তু প্রতিশোধ নেয় না, বরং রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে তাকে ইচ্ছামত হুরে ঈন বাছায়ের সুযোগ দিবেন, যাকে খুশি তাকে সে বিয়ে করবে।"(আহমদ)

ঐ সমস্ত আমল যে কারণে সুভাগ্যবানরা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া পাবে

১। ন্যায় পরায়ণ বাদশা।

২। ঐ যুবক যে তার যৌবনকালকে ইবাদতে মগ্ন রাখে।

৩। যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেও তার অন্তর মসজিদের সাথে সমপৃক্ত থাকে।

৪। এমন দু'জন লোক যারা আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে।

৫। এমন ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী মহিলা কোন অপকর্মের জন্য ডাকলে সে বলে আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

৬। এমন ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে, যে তার ডান হাত কি দান করে, তার বাম হাত তা জানে না।

৭। যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে। (বোখারী)

৮। ঋণ গ্রহিতাকে সুযোগ দেয়া বা তাকে ক্ষমা করে দেয়াঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ "যে ব্যক্তি কোন দুর্বলকে সুযোগ দেয়, বা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়া তলে স্থান দিবেন, যে দিন তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।" (মুসলিম)

হাশরের ময়দান সম্পর্কে অবগত এবং এ সম্পর্কে পাঠকারী এমন কোন মোমেন আছে যে, এ বিষয়ে দূয়া বা কামনা করে না যে, আল্লাহ্ হাশরের মাঠে তাকে শুধু ঐ দিনের চিন্তা ও ভয় থেকেই নিরাপদে রাখবে না, বরং স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাকে ঐ সুভাগ্যবানদের অর্ন্তভুক্ত করবে, যারা ঐ দিন বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হবে। বা যাদেরকে আল্লাহ্‌র আরশের নিচে ছায়া হাসিল হবে? অতএব আমাদের মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের এ চেষ্টা করা দরকার যে, উল্লেখিত আটটি আমলের মধ্যে সব গুলো সম্ভব না হলেও কোন একটির ওপর আমল করে, নিজে নিজেকে আল্লাহ্‌র দয়ার অন্তর্ভুক্ত করবে। আর ঐ দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট বিনয়ের সাথে এ দূয়া করবে যে, তিনি আমাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে ঐ সুভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করবে, যারা হাশরের মাঠে বিশেষ সম্মান লাভ করবে এবং যারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া লাভ করবে। আর তা আল্লাহ্‌র জন্য মোটেও কঠিন নয়।

বান্দার হকের গুরুত্ব

ইসলাম মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন পরস্পরে মিলে মিশে থাকে এবং একে অপরের ওপর কোন জুলুম অত্যাচার না করে। কেউ কাউকে কষ্ট না দেয়,কেউ কাউকে কোন ক্ষতির মধ্যে না ফেলে। কেউ কারো সাথে হিংসা বিদ্বেষ না করে। কেউ কারো সাথে শত্রুতা না রাখে, বরং যত দূর সম্ভব একে অপরের কল্যাণকামী, সমবেদনাময়, ভাল, অনুগহ এবং ভালবাসা পূর্ণ আচরণ করে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির হক ও পাওনা নির্ধারণ করেছে, যেমনঃ পিতা-মাতা ও সন্তানদের হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের হক, প্রতিবেশির হক, এতীম বিধবাদের হক, গরীব মিসকীনের হক, বড়-ছোটর হক, মেহমানের হক, মেযবানের হক, মুসাফির ও মুকীমের হক, ক্রেতা- বিক্রেতার হক, মালিক ও অধিনস্তের হক, জমিদার ও কৃষকের হক, শাসক ও শাসিতের হক, অমুসলিম ও যিম্মির হক, বন্দী ও যুদ্ধে অযোগ্যদের হক, এমন কি ঈমানদারদের পরস্পরের মধ্যে হক নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় তাকে বান্দার হক বলা হয়। ইসলাম এ হকের ওপর শুধু আমল করার জন্য উৎসাহিতই করেনি, বরং প্রত্যেক মুসলমানকে এ নিয়মের অনুকরণে বাধ্য করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ হক আদায় করে সে দুনিয়াতে নিজের ইজ্জত, শান্তি, আরাম, নিরাপদ জীবন যাপন করে, আবার অন্যদের জন্যও এক কল্যাণ ময় সমবেদনা পরায়ন হয়ে, সমাজের উপকার করে, এর পর পরকালে আল্লাহ্র রহমত এবং বিশেষ পুরস্কারের হকদার হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বান্দার হক আদায় না করে, বা অন্যের হক নষ্ট করে সে নিজেও দুনিয়ায় কষ্ট, অশান্তি ময় জীবন যাপন করে। সাথে সাথে সমাজের অন্যান্য লোকদেরকেও কষ্ট দিয়ে সমস্ত সমাজকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, মানুষের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত মানুষে পরিণত হয়,_আবার পরকালেও_তার সাথে বান্দার হক সম্পর্কে এত কঠিন জেরা করা হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপরের হক আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাত বা জাহান্নামে যেতে পারবে না।

বান্দার হক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কতিপয় হাদীস

১। হাশরের মাঠে লোকদেরকে একত্রিত করার পর আল্লাহ্ ঘোষণা করবেন যে, আমি বাদশা, প্রতিফল দাতা, যদি কোন জাহান্নামীর ওপর কোন জান্নাতীর কোন হক থেকে থাকে, তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতীকে জাহান্নামীর কাছ থেকে তার হক আদায় না করে দিব। আবার যদি কোন জান্নাতীর ওপর কোন জাহান্নামীর কোন হক থাকে, তাহলে জান্নাতী ততক্ষণ জান্নাতে যাবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামীকে জান্নাতীর কাছ থেকে তার হক আদায় না করে দিব। যদিও তা সামান্য কিছুই হোকনা কেন। (আহমদ)

২। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণকে বললঃ যে ব্যক্তি কসম করে কোন মুসলমানের কোন হক নষ্ট করল, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে

দেন। এক সাহাবী বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা যদি অল্প জিনিষও হয়? তিনি বললেনঃযদিও রানের একটি হাড্ডিই হোকনা কেন।

৩। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণীঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরের হক অবশ্যই আদায় করতে হবে, উল্লেখ্যঃ হক আদায়ের জন্য এক বার সমস্ত প্রাণীকে জীবিত করা হবে, আর ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জালেম জানোয়ারদের কাছ থেকে মাজলুম জানোয়ারদের হক আদায় করে দেয়া হবে। তাহলে একথা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, আল্লাহ্ জালেম মানুষের কাছ থেকে মাজলুমের হক আদায় করবেন না?

কিয়ামতের দিন বদলার নেয় হবে নেকীর মাধ্যমে। তাই হক আদায়ও নেকীর মাধ্যমেই হবে, কত দুর্ভাগ্যবান এমন হবে যে, নেকীর পাহাড় নিয়ে যাবে এবং অত্যন্ত খুশি থাকবে, কিন্তু যখন হিসাব শুরু হবে, তখন তার সমস্ত নেকী অন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে, আর নিজে খালী হাত হয়ে যাবে, জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান গরীব কে? তারা বললঃ গরীবতো সেই যার নিকট টাকা-পয়সা নেই, দুনিয়ার কোন অর্থ সম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে গরীব সে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত, ইত্যাদি আমল নিয়ে আসবে,কিন্তু সে হয়ত কাউকে গালী দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ লুট করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে মেরেছে, তখন তার নেকী সমূহ ঐ সমস্ত হকদারদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হেব। এর পরও যদি কারো হক বাকী থাকে, তাহলে তাদের গোনাহ সমূহ তাকে দেয়া হবে, পরিশেষে সে জাহান্নামী হবে। (মুসলিম)

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন ঐ ব্যক্তি কত দুর্ভাগ্যবান হবে যে, শুধু মৌখিক রসিকতার জন্য অপরের গীবত করেছে, আর কিয়ামতের দিন একারণে স্বীয় নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। বা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো বোন বা মেয়েকে অপবাদ দিয়ে আনন্দ করে, আর কিয়ামতের দিন পাথেয় শুন্য হয়ে যাবে, বা ঐ ব্যক্তি যে চুরী, ডাকাতী বা সুদ খেয়ে সম্পদ অর্জন করে, দুনিয়াতে কিছু দিন আরাম করে নিল, এর পর কিন্তু পরকালে স্বীয় নেকী থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামী হল। বা ঐ ব্যক্তি যে, দুনিয়াতে অপরের জমি জবর দখল করে কিছু দিনের জন্য তা দিয়ে উপকৃত হল, অতপর কিয়ামতের দিন নিজের সমস্ত নেকী ঐ জমীর মালিককে দিয়ে দিয়ে নিজে জাহান্নামী হয়ে গেল? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কত স্পষ্ট ভাষায় স্বীয় উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন।

হে লোকেরা! যে তার ভাইকে অপমান করেছে, বা তার প্রতি কোনভাবে জুলুম করেছে, তাহলে তার উচিত তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন, না দীনার থাকবে, না দিরহাম। অবশ্য যদি তার ঐ পরিমাণ নেক আমল থাকে তাহলে সে যাকে অপমান করেছে, বা যার প্রতি জুলুম করেছে, তাকে ঐ জুলুম বা অপমান সম পরিমাণ নেকী নিয়ে দেয়া হবে, আর যদি তার নিকট ঐ পরিমাণ নেকী না থাকে, তাহলে মাজলুমের পাপ জালেমকে দেয়া হবে। (বোখারী)

হক আদায় সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথাও বলেছেন, যখন লোকদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে হুকুম দেয়া হবে, তখন সর্ব দিক অন্ধকার হয়ে যাবে, অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও মাজলুম জালেমকে পুলসিরাত পর হওয়ার সময় চিনে নিবে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত জালেমের কাছ থেকে নিজের হক আদায় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে পুলসিরাত পার হতে দিবে না। পুলসিরাত অতিক্রমকারী সুভাগ্যবান ঈমানদারদের সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তাদের জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে "কান্তারা" নামক স্থানে তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে, আর যাদের অন্তরে একে অপরের ব্যাপারে কোন অভিযোগ, অসন্তুষ্টি, রাগ ছিল তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হেব, যখন ঈমানদারগণ পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী থেকে একথা অনুমান করা মোটেও কষ্ট কর নয় যে, আল্লাহ্র নিকট বান্দার হকের গুরুত্ব কত বেশি, যদি কেউ স্বীয় মুখে বা হাতে বা অন্য কোনভাবে কোন মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে থাকে, বা কোন ক্ষতি করে থাকে, বা কোন জুলুম করে থাকে, বা কোন যবরদস্তি করে থাকে যদিও তা সামান্য পরিমাণেই হোক না কেন, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

অতএব যে ভাল মনে করে সে যেন দুনিয়াতে নিজের আমিত্বকে কোরবানী দিয়ে, তা ক্ষমা করিয়ে নেয়, আর যে চায় যে, কিয়ামতের দিন স্বীয় নেকী দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দিবে সে যেন তা করে।

একটি ভ্রান্তির অপনোদন

বান্দার হক সম্পর্কে কোন কোন লোক মনে করে আল্লাহ্‌র হকের চেয়ে বান্দার হকের গুরুত্ব বেশি, আল্লাহ্ নিজের হক ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু বান্দার হক বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। একথা ঠিক নয়, বরং সঠিক হল, বান্দার হক তার সর্বপ্রকার গুরুত্ব থাকা সত্বেও আল্লাহ্‌র হকের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পূর্ণ নয়। যার প্রমাণ নিম্নরূপঃ

১। আল্লাহর হক সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ হল আল্লাহ্‌র তাওহীদ বা একত্ব বাদে বিশ্বাসী হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এ হক আদায় করবে না, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। অথচ বান্দার হক আদায় না করার কারণে ঐ ব্যক্তি সাগীরা বা কাবীরা গোনায় লিপ্ত হয় বটে, কিন্তু ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয় না।

২। একথা ঠিক যে বান্দার হক বান্দার কাছ থেকেই ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে, কিন্তু আল্লাহ্ সব কিছু করতে সক্ষম, তিনি তাঁর নির্দেশিত নিয়ম মানতে বাধ্য নন। যখন তিনি কোন জালেমকে ক্ষমা করে দিতে চাইবেন, তখন মাজলুমের কাছ থেকে তার হক ক্ষমা করিয়ে নেয়া আল্লাহ্‌র জন্য অসম্ভব নয়। বিদায় হজ্বের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার ময়দানে স্বীয় উম্মতের ক্ষমার জন্য দূয়া করলেন, তখন আল্লাহ্ বললেনঃ আমি জালেমের কাছ থেকে মাজলুমের হক অবশ্যই আদায় করিয়ে দিব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে আল্লাহ্ যদি তুমি চাও তাহলে তুমি মাজলুমকে জান্নাত দিয়ে খুশি করতে পার আর জালেমকে ক্ষমা করতে পার, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ দোয়া আরাফার ময়দানে কবুল হয় নাই, কিন্তু মোযদালেফায় যখন দ্বিতীয়বার এ দোয়া করলেন তখন আল্লাহ্ তা কবুল করলেন। (ইবনু মাযা)

   এর অর্থ এই যে আল্লাহ্ যদি চান, তাহলে বান্দার হকের মধ্য কারো হক যদি ক্ষমা করিয়ে দিতে চান, তাহলে আল্লাহ্‌র জন্য এটা অসম্ভব নয়। আর মুসলিমের এ হাদীস তো প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ দু'ব্যক্তিকে দেখে হাসেন, তাদের একজন হত্যাকারী, আর অপরজন নিহত, এরা উভয়েই জান্নাতী, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এটা কিভাবে? তিনি বললেনঃ একজন আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছে, আর অপর জন মুসলমান হয়ে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে সেও শহিদ হয়েছে এবং উভয়েই আল্লাহ্‌র রহমতে জান্নাতী হয়েছে।

৩। একটি বাস্তব সত্য কথা হল এই যে, অনুগ্রহকারীর যত বেশি অনুগহ হবে, তার হকও তত বেশি হবে, তার স্পষ্ট উদহারণ হল পিতা-মাতা, সৃষ্টিজীবের মধ্যে মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ পিতা-মাতা করে থাকে। তাই আল্লাহ্ মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি হক পিতা-মাতার জন্য রেখে ছেন। পিতা-মাতার পর অন্যান্য লোকদের যেধরণের অনুগ্রহ হবে, তেমনি মানুষের ওপর তার প্রতি হকও অনুভব করবে। আল্লাহ্ ঐ মহান সত্বা যার অনুগ্রহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি এত বেশি যা গুনে শেষ করা যাবে না।

   আল্লাহ্‌র বাণীঃ

   ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا﴾ (سورة النحل:١٨)

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।" (সূরা নাহাল-১৮)

এ বাস্তব সত্বের আলোকেও আল্লাহ্‌র হক মানুষের হকের চেয়ে অধিক গুরুত্ব পূর্ণ।

মূলতঃ বান্দার হক আল্লাহ্‌র হকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোরআ'ন ও হাদীসের কোন প্রমাণ নেই। বরং সূফীবাদীদের নিজেদের তৈরী করা আক্বীদা মাত্র। যার কিছু উদহারণ নিম্ন রূপঃ

১। একটি মন রক্ষা করা হজ্জের সমান,
হাজার কা'বার চেয়ে একটি মন রক্ষা করা বেশি মূল্য বান।

২। মসজিদ ভেঙ্গে দাও, মন্দীর ভেঙ্গে দাও, যা খুশি তা কর; কিন্তু কোন মানুষের মনে ব্যাথা দিবে না, কেননা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ থাকে।

৩। মানুষের অন্তর কা'বা থেকে এজন্য উত্তম যে কা'বা তো শুধু আযরের ছেলে ইবরাহিমের বিচরণ স্থান, আর মানুষের মন সবচেয়ে বড় সত্বা আল্লাহ্‌র অবস্থান স্থল।

এ সমস্ত দর্শন ও আক্বীদা পোষণকারীদের নিকট বান্দার হকের মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র হকের কি গুরুত্ব থাকতে পারে, সূফীবাদের আক্বীদা ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের মূল বিষয় নয় , তাই আমরা আমাদের মূল বিষয়ে ফিরতে গিয়ে বলতে চাই যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্ তাঁর হক স্বীয় ইচ্ছায় যাকে চান তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্ যেভাবে বান্দার হকের ব্যাপারে এ নিয়ম নির্ধারণ করেছেন যে, তা বান্দার কাছ থেকেই ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে। এভাবে তাঁর হকের ব্যাপারেও তিনি কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যে ব্যক্তি এ শর্তসমূহ পূর্ণ করবে তাকে আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত শর্ত পূর্ণ করবে না তাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (سورة طه:٨٢)

অর্থঃ "আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎ পথে চলে।" (সূরা ত্ব-হাঃ ৮২)

এ আয়াতে আল্লাহ্ ক্ষমা করার জন্য চারটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

(১) তাওবা (২) সত্য ঈমান (৩) নেক আমল ও (৪) সত্বের ওপর অটল থাকা।

যে ব্যক্তি এসমস্ত শর্তসমূহ পূর্ণ করবে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে না, যথাযথ ভাবে ঈমান আনে না, নামায রোযা করে না, দান খয়রাত করে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান মত চলে না, দ্বীনের পথে চলার ব্যাপারে কোন পরীক্ষায় পতিত হলে, সেখানে সুদৃঢ় থাকে না, আর মনে করতে থাকে যে আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাই তিনি নিজেই সব কিছু ক্ষমা করে দিবেন। তাহলে তা হবে সরাসরি ধোঁকা ও ভ্রান্তি।

মূলকথা এই যে, যেভাবে বান্দার হক আদায় করা ব্যতীত কোন উপায় নেই, বান্দার হকের ব্যাপারে যতক্ষণ মানুষ পরিষ্কার না হবে ততক্ষণ মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না। এমনিভাবে

আল্লাহ্‌র হকের গুরুত্বও অনেক। আল্লাহ্‌র হক আদায় করা ব্যতীতও কোন উপায় নেই। আল্লাহ্‌র হক আদায় ব্যতীত কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। উভয় হক স্ব স্ব স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন এ উভয়কে সামনা সামনি করা হবে, তখন আমরা নির্দিধায় বলব যে, আল্লাহ্‌র হক বান্দার হকের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হাউজে কাওসার থেকে বঞ্চিত চার ব্যক্তি

হাশরের মাঠে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হাউজে কাওসার দান করবেন। যার পানি দুধের চেয়ে সাদা হবে, মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে, বরফের চেয়ে ঠান্ডা হবে। হাউজে কাওসারের নিকট রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ব হস্তে ঈমানদারদেরকে পানি পান করাবেন।

(আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দিন, তাঁর রাসূলের হাতে যেন আমরা হাউজে কাওসারের পানি পান করতে পারি)

যে মুসলমান এক বার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাত থেকে পানি পান করবে, এর পর তার আর কখনো পানির পিপাশা লাগবে না। আল্লাহ্ ভাল জানেন যে, এটা হাউজে কাওসারের পানির প্রতিক্রিয়া হবে না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের মো'জেজা?

হাশরের মাঠে মানুষ অত্যন্ত পিপাশিত থাকবে,এক ফোটা পানির জন্য কাতর হয়ে যাবে, ঐ সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পানি পান করার জন্য পাঁচ প্রকার লোক আসবে,এর মধ্যে চার প্রকার তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করা থেকে বঞ্চিত হবে, আর এক প্রকার তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে।

১। **উদ্দেশ্য হাসিলকারী সুভাগ্যবানরাঃ** ঐ সমস্ত লোকেরা যাদের ঈমানের মধ্যে কোন প্রকার ধোঁকা ছিল না। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিল, তারা হাউজে কাওসারের নিকট আসলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ব হস্তে তাদেরকে পানি পান করাবেন।

২। **মোরতাদঃ** "মোরতাদ পানি পান করার জন্য আসবে কিন্তু ফেরেশ্‌তা তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দিবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ফেরেশ্‌তা উত্তরে বলবেঃ তারা আপনার মৃত্যুর পর আপনার পথ থেকে পিছু পা ছিল।" (বোখারী)

৩। **কাফের, মুশরেক, মুনাফেকঃ** তারা পানি পান করার জন্য হাউজে কাওসারের নিকট আসবে, কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিবেন। ইবনে মাযায় বর্ণিত হয়েছে যে,"আমি তাদেরকে (কাফের, মুশরেক, মুনাফেক) হাউজে কাওসার থেকে এমনভাবে সরিয়ে দিবে, যেমন উটের মালিক তার হাউজ থেকে অন্যের উটকে সরিয়ে দেয়"।

৪। বিদআতীঃ বিদআতীরাও পানি পান করার জন্য হাউজে কাওসারের নিকট আসবে, কিন্তু ফেরেশ্তা তাদেরকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে দিবে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ফেরেশ্তাগণ উত্তরে বলবেঃ "আপনি জানেন না যে, আপনার মৃত্যুর পর তারা আপনার নামে কি কি আবিষ্কার করে ছিল"। (বোখারী)

মুরতাদ, মুশরেক,মুনাফেক অন্যান্য কাফেরদের বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের এখানকার বিষয় নয়। তাদের আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া, জাহান্নামে যাওয়া নিশ্চিত কথা। কিন্তু বিদআতীদের বিষয়টিই একটু কঠিন যে, বাহ্যিক ভাবে তারা ইসলাম প্রকাশ করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানও প্রকাশ করে, সমস্ত রাসূল, ফেরেশ্তা ও আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান ও রাখে, পরকাল ও ভাগ্যের প্রতিও বিশ্বাস রাখে, এ সব কিছুর প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও তারা রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে না, তাই তারা কিয়ামতের দিন ঐ লাঞ্ছনাময় ও বেদনাদায়ক শাস্তির শিকার হবে। মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা দ্বীনের একটি অংশ, তাই আমরা এখানে বিদ'আত্ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই।

বিদআ'তের সংজ্ঞাঃ

সর্বপ্রথম একথা জানা জরুরী যে, বিদআ'ত কি? এর সংজ্ঞা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন, তিনি বলেনঃ

(كل محدثة بدعة)

(দ্বীনের মধ্যে) "প্রত্যেক নুতন আবিষ্কারই বিদআ'ত"। (নাসায়ী)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

(من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কোন কিছু আবিষ্কার করল যা দ্বীনের মধ্যে নেই তা প্রত্যাক্ষাত।" (বোখারী ও মুসলিম)

এ উভয় হাদীস থেকে যে কথা স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যেক ঐ কাজ যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবিত অবস্থায় নিজে করেন নি, বা এর নির্দেশ দেন নি, আর না কোন সাহাবাকে তা তিনি করতে দেখে চুপ থেকেছেন, তাই বিদআ'ত। যেমনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)স্বয়ং সাহাবাগণকে আযানের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, যা আল্লাহু আকবার দিয়ে শুরু, যদি কেউ আল্লাহু আকবারের পূর্বে দরূদ পড়তে চায়, তাহলে তা দ্বীনের মধ্যে নুতন আবিষ্কার, তাই তাকে বিদআ'ত বলা হয়। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির কবরে সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বিষয় সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত যেমনঃ মৃত ব্যক্তির নামে দান করা, কোরবানী করা, হজ্জ ও ওমরা করা, এগুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত, তাই এগুলো বিদআ'ত নয়। কিন্তু কোরআ'নখানী, চল্লিশা, সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলো না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন, না তিনি তা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, আর না এর ওপর তিনি আমল করেছেন, না সাহাবাগণের মধ্যে কেউ তা করেছেন যার সমর্থন তিনি করেছেন,তাই এসব কিছুই বিদআ'ত।

একথা স্মরণ রাখুন যে, নুতন কিছু বলতে দ্বীনের মধ্যে সোয়াবের আশায় করা হয় এমন কিছু। এর উদ্দেশ্য দুনিয়ার নুতন নুতন আবিষ্কার সমূহ নয়। রেল গাড়ী, কার, জাহাজ, ইত্যাদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ছিল না, নিঃসন্দেহে পরবর্তীতে তা আবিস্কৃত হয়েছে, কিন্তু এগুলোর সোয়াব ও পাপের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন ব্যক্তি জীবনভর কোন জাহাজে না চড়ে তাতে কোন পাপ নেই। আর যদি কোন ব্যক্তি প্রতি দিন জাহাজে আরোহন করে তাতেও কোন সোয়াব নেই। তাই পার্থিব আবিষ্কার সমূহ বিদআ'তের আওতা মুক্ত।

বিদআ'তের কুফলঃ বিদআ'তের কুফল সম্পর্কে যদি আর কোন হাদীস নাও বর্ণিত হত, শুধু হাউজে কাওসার থেকে বঞ্চিত হওয়াই বিদআ'তের ভয়াবহতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু বিদআ'ত যেহেতু মুসলমানের বহুত বড় ধ্বংসের কারণ, তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা থেকে স্বীয় উম্মতকে শতর্ক করেছেন।

এ বিষয়ে কিছু হাদীস নিন্ম রূপঃ

১। "প্রত্যেক বিদআ'তের পরিণাম পথ ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথ ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম।" (নাসায়ী)

২। "বিদআ'তীর তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে বিদআ'ত ত্যাগ করবে।" (ত্বাবারানী)

৩। "তাদের জন্য ধ্বংস, তাদের জন্য ধ্বংস, যারা আমার পর দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে।" (বোখারী ও মুসলিম)

৪। "বিদআ'তীদের প্রতি সমর্থনকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত"। (মুসলিম)

৫। "মদীনায় বিদআ'ত বিস্তার কারীর প্রতি আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশ্‌তা, ও সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে লা'নত"। (বোখারী ও মুসলিম)

বিদআ'তের কুফল সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর, এমন কোন মুসলমান থাকতে পারে না যে, জেনে বুঝে বিদআ'ত করবে এবং নিজে নিজেকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ও সমস্ত মানুষের লা'নতের হকদার বানাবে এবং পরকালে নিজের ধ্বংসের পথ বেছে নিবে।

বিদআ'থেকে বাঁচার রাস্তাঃ বিদআ'ত থেকে বাঁচার রাস্তা ঐটিই যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। কোরআ'ন মাজীদের নিন্মোক্ত দু'টি আয়াতের প্রতি যদি কোন মুসলমান আমল করে তাহলে কখনো কোন বিদআ'তে লিপ্ত হবে না।

প্রথম আয়াতঃ

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

(سورة الحشر:٧)

অর্থঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর, এবং যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর,তিনি শাস্তি দানে কঠোর।" (সূরা হাশরঃ ৭)

এ আয়াতে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে প্রত্যেক ঐ কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যা করার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আর ঐ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছেন যা থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরত থাকতে বলেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة الحجرات:١)

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা হুজুরাতঃ ১)

এ আয়াতের অর্থ হল যেকাজ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো করেন নাই, সে কাজ নিজে করে, তাঁর চেয়ে অগ্রসর হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি এ উভয় আয়াতের অর্থ বুঝে ঠিকভাবে এর ওপর আমল করে, তাহলে কোন ব্যক্তি কোন বিদআ'তে লিপ্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদআ'ত থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে এক হাদীসে বিলকুল এ শিক্ষাই দিয়েছেন। "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যা তোমরা মযবুতভাবে ধরে থাকলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত"। (হাকেম)

বিদআ'ত থেকে সতর্ক থাকার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদীসটিও স্মরণে রাখা উচিত।

"হালাল ও হারাম উভয়ই স্পষ্ট, আর এউভয়ের মাঝে আছে কিছু অস্পষ্ট বিষয়, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত অস্পষ্ট বিষয় গুলো ছেড়ে দিল, সে পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখল, কিন্তু যে অস্পষ্ট বিষয় গুলোর ওপর আমল করার জন্য চেষ্টা করল, সে পাপে লিপ্ত হল। স্মরণ রাখ পাপ আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, যে ঐ সীমার আসে পাশে থাকবে সে সীমালজ্ঘন করবে"। (বোখারী)

অতএব কোন আমল যদি এমন হয় যা বিদআ'ত হওয়া বা না হওয়ার বাপারে উলামাগণের মধ্যে মতভেদ আছে, তাহলে তা থেকেও সতর্ক থাকতে হবে, ঐ আমল থেকে দূরে থাকতে হবে। অল্প আমল যা সুন্নাত মোতাবেক এবং হাউজে কাওসারের পানি পান করতে কোন বাধা হবে না, তা ঐ অধিক আমল থেকে উত্তম, যা সুন্নাত পরিপন্থী এবং হাউজে কাওসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত করবে।

আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة المائدة: ١٠٠)

অর্থঃ "তুমি বলে দাও পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে, অতএব হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা মায়েদাঃ ১০০)

এ চার প্রকার লোক ঐ সমস্ত লোক যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাউজে কাওসার পর্যন্ত পৌঁছবে,যাদের একটি দল উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে, আর তিনটি দল উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না।

হাদীসে একটি পঞ্চম দলের কথাও পাওয়া যায়, যাদের পক্ষে হাউজে কাওসার পর্যন্ত পৌঁছাই সম্ভব হবে না। ফেরেশ্তা তাদেরকে আগে থেকেই তাদের নিকৃষ্ট পরিণতিতে নিক্ষেপ করবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "আমার পরে কিছু শাসক আসবে তোমরা তাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে, আর তাদের জুলুমের ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগীতা করবে, তারা হাউজে কাওসারের নিকট আসতে পারবে না"। (ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান)

মিথ্যা আমাদের সমাজে এত পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছে যে, ওপর থেকে নিয়ে নিচ পর্যন্ত , ছোট থেকে বড় পর্যন্ত, সাধারণ থেকে বিশেষ পর্যন্ত, এত বেশি পরিমাণে মিথ্যা বলে যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে যায়।

আমাদের দেশে ট্রাফিক সপ্তাহ পালিত হয়, বৃক্ষ রোপন সপ্তাহ পালিত হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাপ্তাহ পালিত হয়, আমার প্রস্তাব যে বর্তমান সরকার মিথ্যা না বলার জন্য এক সপ্তাহ পালন করুক। এসপ্তাহটি সরকারের জন্য অন্যরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা এটাকে আমাদের দেশের সমগ্র ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করব।

যারা মিথ্যার অপকারিতা সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখে তারাও একথা বুঝে যে, মিথ্যা সেটাই যা দিয়ে বড় ধরণের কোন ফেতনা সৃষ্টি হবে, যদিও কেউ কেউ মনে করে যে, যে মিথ্যায় কারো কোন ক্ষতি হবে না এধরণের মিথ্যা বলায় কোন সমস্যা নেই, অথচ শরিয়তে সামান্য মিথ্যা থেকেও হুশিয়ার করা হয়েছে, অল্প বয়সী সাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ "এক বার আমার মা আমাকে এবলে নিজের নিকট ডাকল যে, আমার নিকট আস আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব। ঐ সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ঘরে এসে ছিলেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও? মা বললঃ আমি তাকে খেজুর দিব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে একথাটি তোমার আমল নামায় মিথ্যা হিসেবে লিখা হত।" (আবুদাউদ)

মিথ্যা চাই বড় হোক আর ছোট তাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবীরা গোনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মিথ্যার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কতিপয় বাণীঃ

১ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরক লক্ষ্য করে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহর কথা বলব না?

(ক) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা। (খ) পিতা-মাতার নাফরমানী করা। (গ) মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মিথ্যা বলা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসে বার বার বলতে থাকলেন, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া বা মিথ্যা বলা, এমনকি আমরা চাচ্ছিলাম যে যদি রাসূল চুপ করতেন। (তিনি আর যেন রাগ না করেন) (মুসলিম)

২ - "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃসত্য নেকীর পথে নিয়ে যায়, নেকীর মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঈমান জান্নাতে নিয়ে যায়। অথচ মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ কুফরীর দিকে নিয়ে যায়, কুফরী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়"। (মোসনাদ আহমদ)

৩ - "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যখন মানুষ মিথ্যা বলে, তখন ফেরেশ্‌তা মিথ্যার দুর গন্ধে এক মাইল দূরে সরে যায়"। (তিরমিযী)

এ সমস্ত হাদীসের মূল কথা হল এই যে, মিথ্যা বাদী দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আর পরকালেও তার জন্য থাকবে জাহান্নামের শাস্তি। শুধু মিথ্যা বলাই কবীরা গোনা নয়, বরং জেনে বুঝে কারো মিথ্যাকে বিশ্বাস করাও বড় গোনা। শাসকদের ব্যাপার গুলো যেহেতু সাধারণ মানুষের তুলনায় ভিন্ন তাই তাদের ভালর প্রতিক্রিয়াও সমস্ত জাতির ওপর পড়ে, আবার তাদের মিথ্যার পরিণতিও সবার ওপর পড়ে। তাই তাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করা ও তাদের জুলুমে সহযোগীতা করার শাস্তিও বিরাট। কিয়ামতের দিন সে হাউজে কাউসারের নিকট আসতে পারবে না এবং কঠিন পিপাশা নিয়ে জাহান্নামে পবেশ করবে।

জুলুম সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "জুলুম থেকে বিরত থাক, কিয়ামতের দিন তা অন্ধকারে পরিণত হবে"। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "মাজলুমের বদ দূয়া থেকে দূরে থাক কেননা তার দূয়ার মধ্যে এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই"। (বোখারী)

কিয়ামতের দিন জালেমের সমস্ত নেকী ছিনিয়ে নিয়ে নেয়া হবে, আর সে অন্যের পাপ নিয়ে জাহান্নামে যাবে। জালেমের সাথে সহযোগীতা কারীকে কিয়ামতের দিন এ শাস্তি দেয়া হবে যে, সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে হাউজে কাওসারের পানি পান করতে পারবে না।

মিথ্যা ও জুলুমের জন্য এ কঠিন হুশিয়ারীরর কারণে আমাদের সালফে সালেহীনগণ সরকারী পদ গ্রহণে ও তাদের উপহার উপঢৌকন গ্রহণে সর্তকতা অবলম্বন করতেন, এমনকি তাদের নিকট উপস্থিত হওয়া থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন, যাতে করে তাদের মিথ্যা ও জুলুমে কোনভাবে জড়িয়ে না যায়। এখানে আমরা একটি উদাহরণ দিয়েই শেষ করব।

১ - আব্বাসী খলীফা আবুজা'ফর মানসুর সুফিয়ন সাওরীকে পুরাতন সম্পর্কের কারণে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠালেন, তখন সুফিয়ান সাওরী উত্তরে নিম্ন লিখিত চিঠি লিখে পাঠালেনঃ

বিসমিল্লা হির রহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র বান্দা সুফিয়ান সাওরীর পক্ষ থেকে আবুজা'ফর মানসুরের প্রতি, যে কামনার চক্রান্তে বন্দী হয়ে আছে। ঈমানের স্বাদ ও কোরআ'ন তেলওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। হে মানসুর তুমি মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে বে-হিসাব খরচ করছ, তোমার হাত নিয়ন্ত্রন কর, জালেমরা তোমার আসে পাশে ঘুরে বেড়ায়, তারা জুলুম করে চলছে, কিন্তু কেউ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার মত নেই। সরকারী লোকেরা মদপানকারীর ওপর শাস্তি আরোপ করে, কিন্তু তারা নিজেরা র্নিবিঘ্নে মদ পান করে চলছে, ব্যভীচারীকে শাস্তি দিচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেরা ব্যভিচার করে চলছে, চোরের হাত কাটতেছে, কিন্তু নিজেরা চুরী করতেছে. অথচ তুমি এব্যাপারে মোটেও চিন্তিত নও। অবশ্য যে নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছে তাকে এ পাপে পাপি করতে চাচ্ছ। আমার তোমার অনুদানের কোন পয়োজন নেই, আর না আমি তোমার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতে চাই।

খলীফা মানসুরের পর তার ছেলে মাহদীও সুফিয়ান সাওরীকে সরকারী পদ দিতে চেয়ে ছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। উপহার উপঢৌকন পাঠালে তিনি তা ফেরত পাঠিয়েছেন।

২ - বনী ওমাইয়্যা যুগে ইরাকের গর্ভণর ইয়াযিদ বিন ওমার হুবাইরা ইমাম আবুহানীফাকে ডাকল, আর বলল যে আমি আপনার নিকট আমার সীলমহর দিচ্ছি , কোন নির্দেশ ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাতে সীল মহর লাগাবেন। ইমাম সাহেব তা নিতে অস্বীকার করলে, গর্ভণর তাকে জেলের ভয় দেখাল, তাতেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। অন্যান্য আলেমরা বুঝাতে চাইল তিনি বললেনঃ সে চায় যে, সে কোন ব্যক্তির হত্যার নির্দেশ লিখে পাঠাবে আর আমি তাতে সীল দিব, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কাজে কখনো অংশগ্রহণ করব না। তার শাস্তি ভোগ করা আমার জন্য পরকালের শাস্তিকে ভোগ করা থেকে সহজ। গর্ভণর ইমাম আবুহানীফাকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিল, তিনি বেত্রাঘাত সহ্য করতে লাগলেন, কিন্তু পদ গ্রহণ করলেন না।

৩ - উমাইয়্যা খলীফা ওলীদ বিন আবদুল মালেক মদীনায় আসলে সাহাবী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ডাকা হল, সে দূতকে বলে পাঠাল যে, ওলীদের আমার কি দরকার পড়ল? সে হয়ত অন্য কাউকে ডেকেছে। দূত গিয়ে এ খবর দিলে তখন ওলীদ রেগে গেল এবং বললঃ তাকে জোর করে নিয়ে আস। তখন তার পরামর্শদাতারা বললঃ সাঈদ মদীনার বিজ্ঞ আলেম এবং কোরাইশদের সর্দার, সে আপনার পিতার সামনে আসতেও অস্বীকার করছিল, ওলীদ চুপ হয়ে গেল। এক বার আরাম করতে চাইল, আবার বাইতুল মাল থেকে ত্রিশ হাজার দিরহামের উপহার দিয়ে পাঠাল, সাঈদ এ বলে উপহার ফেরত পাঠাল যে, আমার এমন সম্পদের কোন দরকার নেই, যা মানুষের হক নষ্ট করে সংগ্রহ করা হয়েছে। সালফে সালেহীনদের শাসকদের সাথে এ আচরণ শুধু এজন্যই ছিল যে, আমরা যদি শাসকদের জুলুমে সমানভাবে অংশীদার হই, তাহলে কিয়ামতের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

হাতে হাউজে কাওসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অতএব হে ঈমানদারগণ ! মিথ্যুক শাসকদের মিথ্যা বিশ্বাস করা থেকে দূরে থাকবে, জালেম শাসকদের জুলমে সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকবে। যাতে এমন না হয় যে, মিথ্যুক ও জালেম শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার কারণে কিয়ামতের দিন স্বীয় হাত চিবিয়ে চিবিয়ে এ কামনা না করতে হয় যে,

﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾

(سورة الفرقان:٢٧-٢٨)

অর্থঃ "হায় দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করে ছিল।" (সূরা ফুরকানঃ ২৮-২৯)

পরিশেষে আমরা পাঠকদেরকে দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই, যেখানে মিথ্যুক শাসকদের মিথ্যাকে বিশ্বাসকারী এবং তাদের সাথে সহযোগিতা কারী হাউজে কাওসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে, সেখানে স্বয়ং মিথ্যুক শাসক ও জালেমদের কি অবস্থা হবে? হাউজে কাওসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হওয়া তো তাদের ব্যাপারে আরো অধিক অগ্রগণ্য, সাথে সাথে এসমস্ত মিথ্যুক শাসক ঐ দিন দুর্ভাগাদের অর্ন্তভুক্ত হবে যাদের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কোন কথা বলবে না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদেরকে কঠিন আযাব দিবেন। (মুসলিম)

দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে শাসক পরিবর্তনের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু আছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঠিক রায় ব্যক্ত করার জন্য ভোট দিয়ে থাকে, ভোটও কোন সত্যবাদীর সত্যকে বিশ্বাস করা ও কোন মিথ্যুকের মিথ্যাকে সত্যায়ন করারই অর্ন্তভুক্ত। বা কোন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির ন্যায়ে বা কোন মিথ্যুকের মিথ্যায় সহযোগীতারই অপর নাম। অতএব যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন মিথ্যুক বা জালেমকে ভোট দিবে, সে মূলত তার মিথ্যাকে সত্যায়ন করল এবং তার যুলুমে সহযোগিতা করল, ভোট প্রার্থীরাতো পৃথিবীতে কোন না কোন ভাবে উপকৃত হবেই, যদি মন্ত্রীত্ব নাও হাসিল হয়, অন্তত সংসদ সদস্য তো সে হবেই। কিন্তু ভোট দাতা কি পাবে? আল্লাহ্র অন্তুষ্টি, রাসূলের হাউজে কাওসার থেকে বঞ্চিত।

পুলসিরাতে আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

ইতিপূর্বে আমরা লিখে এসেছি যে, হাশরের ময়দানে বান্দার হকের হিসাব নেয়া হবে, মাযলুমকে আল্লাহ্ জালেমের কাছ থেকে সমস্ত হক আদায় করে দিবেন। কিন্তু আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্কের হিসাব পুলসিরাতে নেয়া হেব। বা যাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ হাশরের মাঠে নিতে চাইবেন তাদের কাছ থেকে সেখানেই সে হিসাব নিয়ে নিবেন। আর যাদের কাছ থেকে পুলসিরাতে হিসাব নিতে চাইবেন তাদের কাছ থেকে পুল সিরাতে হিসাব নিবেন। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন পুলসিরাত জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা হবে, তখন আমানত পুল সিরাতের ডান পাশে আর আত্মীয়তার সম্পর্ককে পুলসিরাতের বাম পাশে রাখা হবে। (মুসলিম)

পুলসিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় যে ব্যক্তি আমানতের খিয়ানত করেছে, তাকে আমানত ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে নাই, তাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য হকসমূহের মধ্যে আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যার হিসাব অন্যান্য হক থেকে পৃথকভাবে পুলসিরাতের ওপর নেয়া হবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

এ উভয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা তার শরঈ বিধান এখানে পরিষ্কার করতে চাই।

ক) আমানতঃ সাধারণত আমানত বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু দিলে, আর সে তা ঐ ভাবে সংরক্ষণ করে ফেরত দিলে সে আমানত দার। বা কেউ তার কাজে কোন রকমের হের ফের না করলে, জায়েয না জায়েয, হালাল ও হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহলে তাকে আমানতদার বলা হয়। এ চিন্তা যদিও ঠিক আছে কিন্তু এটা খুবই সীমিত। শরীয়তের পরিভাষায় শব্দটি আরো ব্যাপক। আবুযার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট সরকারী কোন পদ চাইলে তিনি বললেনঃ "এটি আমানত" যা কিয়ামতের দিন লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এ আমানত যথাযথ ভাবে আদায় করে। (মুসলিম)

এথেকে বুঝা গেল পদ ও দায়িত্ব আমানত। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, " বৈঠকের কথা বার্তাও আমানত" । (আবুদাউদ)

অর্থাৎঃ কারো সাথে কোন গোপন কথা বলা হলে সে গোপন বিষয় প্রকাশ করলে আমানতের খিয়ানত করা হবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "নামায আমানত" "ওজু আমানত"। "মাপা আমানত"। (ইবনু কাসীর)

এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে রুকু ও সেজদা ঠিক ভাবে না করাকে নামাযে চুরী করা বলে আক্ষায়িত করে ছেন। (আহমদ)

যা থেকে প্রমাণ হয় যে, নামাযের রুকন ও ওয়াজিব সমূহও আমানত। কোরআ'নে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন,

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (سورة غافر:١٩)

অর্থঃ "আল্লাহ্ চোখের খেয়ানত ও আন্তরের গোপন কথা সর্ম্পকেও অবগত আছেন।" (সূরা মুমেনঃ ১৯)

এথেকে বুঝা গেল চোখের দৃষ্টি শক্তিও আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত। সূরা আহযাবে আল্লাহ্ কোরআ'নের এ শিক্ষা সমূহকেও আমানত বলে আক্ষায়িত করেছেন। আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (سورة الأحزاب:٧٢)

অর্থঃ "আমি তো আসমান, যমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় অজ্ঞ।" (সূরা আহযাবঃ ৭২)

এ সবগুলো বিষয় একত্রিত করলে নিন্মোক্ত সবগুলো বিষয়ই আমানত বলে গণ্য হয়।

ক) ইসলামী বিধি-বিধানঃ সমস্ত ফরয, ওয়াজিব, নিদের্শ, নিষেধ, আল্লাহ্‌র হক, বান্দার হক, যা আদায়ে সওয়াব হবে আর অনাদায়ে শাস্তি হবে তা আমানতের অর্ন্তভুক্ত।

খ) পদ ও দায়িত্বঃ সরকারী, বে-সরকারী এবং অন্যান্য ছোট খাট দায়িত্বও আমানত, যে ব্যক্তি তার পদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আদায় করে সে নিরাপদে আছে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করছে না, স্বীয় স্বার্থে তা ব্যবহার করছে, সে আমানতের খিয়ানতকারী। সরকারী, বে-সরকারী দায়িত্ব ব্যতীত অন্যান্য দায়িত্ব চাই তা ঘরের মধ্যে হোক যেমনঃ সন্তান-সন্ততিদেরকে সু শিক্ষা দেয়া, আর বাহিরে যেমনঃ কোন দ্বীনি, রাজনৈতিক, বা সামাজিক সংগঠনের দায়িত্ব, এসবই আমানত। যে ব্যক্তি এ সমস্ত দায়িত্ব ইসলামী বিধান মোতাবেক আদায় করছে সে নিরাপদ, আর যে তা ইসলমী বিধান মোতাবেক আদায় করছে না, সে আমানতের খিয়ানত কারী।

গ) নে'মতসমূহঃ আল্লাহ্‌র দেয়া ঐ সমস্ত ছোট বড় নে'মত যেমনঃ ধন-সম্পদ,সন্তান সন্ততি, স্ত্রী, ঘর, বাড়ী, এমনকি চোখ, কান, অন্তর মস্তিষ্ক,হাত, পা, সুস্থতা, যৌবন এসমস্ত আল্লাহ্‌র দেয়া নে'মত সমূহও আমানত, এ নে'মতসমূহকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মোতাবেক ব্যবহার কারী আমানতদার। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ বহির্ভূত পদ্ধতিতে ব্যবহার কারী আমানতের খিয়ানতকারী। যদি আমানতের এ ব্যাপক অর্থকে সামনে রাখা যায় তাহ্‌লে, সমস্ত শরঈ বিধি-বিধান, ওয়াজিব, ফরজ, পূর্ণকারী আমানত দার, আর তা পূর্ণ না কারী খেয়ানত কারী। স্বীয় পদ, ক্ষমতা, বা অন্যান্য দায়িত্ব পূর্ণকারী আমানতদার, আর এথেকে অবৈধভাবে স্বীয় স্বার্থ হাসিলকারী বা তা পূর্ণ না কারী খিয়ানত কারী। এভাবে আল্লাহ্‌র দেয়া নে'মতসমূহকে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ব্যবহারকারী আমানতদার, আর তাঁর নির্দেশ বর্হিভুত পদ্ধতিতে ব্যবহারকারী খিয়ানত কারী। আমানতদার ও খিয়ানত কারীর এ পরিচয় সামনে রেখে আমাদের

মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় আমলের ওপর চিন্তা করে দেখা দরকার যে, যেসমস্ত দিকে আমানত রক্ষা করার ব্যাপারে দুর্বলতা আছে, তা পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আমানত ও দ্বীনদারীর ব্যাপারে প্রিয় জন্মভূমির (লিখকের) সামাজিক অবস্থার ওপরও দৃষ্টি দেয়া দরকার। আমাদের সুস্থ রায় এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়ে, এ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যেসমস্ত অবনতি হয়েছে তার বড় কারণ আমানতের খিয়ানত ও বে-দ্বীনি। ওপর থেকে নিয়ে নিচ পর্যন্ত, সরকারী সংস্থা সমূহ থেকে নিয়ে মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহ পর্যন্ত সর্বত্রই খিয়ানত ও বে-দ্বীনি, ধোঁকা ও চক্রান্ত রয়েছে। কতিপয় সংবাদ পত্রে দ্রষ্টব্য।

১ - এডমিরল মানসুরুল হক এস এম ৩৯ মিজাইলসমূহ ক্রয়ের ব্যাপারে আড়াই কোটি রুপী গ্রাস করেছে।[4]

২ - রাডার ক্রয়ের ব্যাপারে ৮০ মিলিয়ন ডলার লা-পাত্মা। সওল ইউ এশন ইথারে ইয়ার ভাইশ মর্শাল খোরশেদ আনোয়ার মিরজার সেচ্চা চারিতা।[5]

৩ - তিন হাজার সৈনিক ট্রাক ক্রয়ের ব্যাপারে দেড় কোটি রুপী লাপাত্মা।[6]

৪ - ২৮০ কোটি রুপীর ঘাপলায় এরফান পূরী বাইরুনে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে গেছেন।[7]

৫ - করাচীর আপার হাউজিং সোসাইটিতে ৭ কোটি রুপী আনন্দ উপভোগের জন্য অপব্যয়।[8]

৬-ওয়পদায় ৬০ কোটি রুপী এবং কে, ই, এস, সীতে ১৮ কোটি রুপীর কারেন্ট চুরী। এক বছর পূর্বে চিফ এক্সিকিউট সেক্রেটারিয়েট থেকে গোপন নির্দেশ এসেছে যে, করাচীর কারেন্ট চোরদের কার্যক্রম যেন প্রকাশ না করা হয়। [9]

৭ -করাচীর গাডানী কাষ্টম হাউজে ১৫০ কোটি রুপি গোম।[10]

৮ - সিবি আরের চেয়ারম্যানের অধিনে ইনকাম টেক্সে ৪ কোটি রুপি লাপাত্তা।[11]

৯ -সিবি আর কোর্টে ৭ কোটি রুপি করাপশন অথচ সরকার নিশ্চুপ।[12]

---

[4] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ২৫ এপ্রিল ২০০১ইং।
[5] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ১৪ মার্চ ২০০১ইং।
[6] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ১৩ফেব্রুয়ারী ২০০১ইং।
[7] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ৫ফেব্রুয়ারী, ২০০১ইং।
[8] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ইং।
[9] হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ৬ ডিসেম্বর ২০০১ইং।
[10] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ১৯জুলাই, ২০০১ইং।
[11] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ৫জুলাই ২০০১ইং।
[12] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ২৮ফেব্রুয়ারী ২০০১ইং।

১০- বি,এ, সি। এম,বি,বি, এস, পর্যন্ত ডিগ্রীসমূহ এক হাজার থেকে এক লাখ রুপির বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে।[13]

১১- হোমিও প্যাথিক ডাক্টারদের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ৫ হাজার রুপির বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে।[14]

১২-শহরের চেয়ারম্যানকে জিতানোর জন্য ১০ লাখ রুপি ঘুষ।[15]

১৩- সরকারকে নিজেদের অনুকুলে রাখার জন্য গভর্ণর হাউজে ঘোড়ার ব্যবসা।[16]

প্রিয় জন্মভূমির গুরুত্বপূর্ণ আসন সমূহে পদাধিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে এসমস্ত খবর পড়ার পর, দেশের নিম্নপদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধ ও আমানতদারী এবং দ্বীনদারী সম্পর্কে এ অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, মনে হচ্ছে আমরা যেন জাহেলিয়্যাতের যুগের কোন অন্ধকারে ডুবে আছি। যেখানে আমানত, দ্বীনদারী, সত্যতা, চরিত্র, নিয়ম, কানুন নামে কোন কিছু নেই। সর্বত্র শুধু ধোঁকা, চক্রান্ত, মিথ্যা, খিয়ানত, বে-দ্বীনি, লুট পাটের জোয়ার চলছে। সর্বত্রই শুধু ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। হালালা, হারাম, জায়েজ, নাজায়েজ, যেকোনভাবে সম্পদের আগুন জমাকরার প্রচেষ্টা চলছে। আর এপ্রচেষ্টায় ছোট বড়র কোন পার্থক্য নেই। দুনিয়াতে আমাদের ওপর আল্লাহ্র আযাব যদি নাও আসে, আর এ দুনিয়ায় যদি আল্লাহ্ নাও ধরেন, কিন্তু হাশরের মাঠে তাঁর শাস্তি থেকে কে বাঁচাবে। চুলের চেয়ে পাতলা আর তলওয়ারের চেয়ে ধার, পুলসিরাত দিয়ে এ খিয়ানত ও লুটপাটকারী বে-দ্বীনি কি করে অতিক্রম করবে। জাহান্নামের কিনারে হুক থাকবে যা দিয়ে ধরে এ ধরণের জালেমদেরকে জাহান্নামের অতল তলে নিক্ষেপ করা হবে।

অতএব কে আছে যে আজ আল্লাহ্কে ভয় করে বে-দ্বীনি ও খিয়ানতের রাস্তা ত্যাগ করে দ্বীনদারী ও আমানতদারীর রাস্তা অবলম্বন করবে? আছে কি কোন চিন্তাশীল?

খ) আত্মীয়তার সম্পর্কঃ মানবিক সম্পর্কের মূল হল মায়ের উদর। তাই আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায় করাকে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা বলা হয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায় না করাকে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা বলা হয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক যত বেশি হবে, হকও তত বেশি হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক যত কম হবে, হকও তত কম হবে। এ দিক থেকে মানুষের ওপর সবচেয়ে বড় হক পিতা-মাতার হক। আল্লাহ্ কোর'আনে বার বার পিতা-মাতার সাথে সৎব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।[17]

উল্লেখ্যঃ হক আদায়ের একটি স্তর হল ন্যায় পরায়নতা। আর ন্যায় পরায়নতা এই যে, যার হক যতটুকু তাতে বিন্দু পরিমাণে কম না করা এবং তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। কিন্তু পিতা-

[13] হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০২ইং।
[14] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ১২ অক্টবর ২০০২ইং।
[15] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ৬ নভেম্বর ২০০২ইং।
[16] - হাফতা রোজা তাকবীর , করাচী, ২৫ডিসেম্বর ২০০২ইং।
[17] - সূরা বানী ইসরাঈল,২৩। সূরা আনকাবুত ৮, সূরা লুকমান১৪।

মাতার ব্যাপারে আল্লাহ্ ন্যায় পরায়নতা থেকে অগ্রসর হয়ে, অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিয়ে ছেন। আর অনুগ্রহ করার অর্থ হল এই যে, মানুষ পিতা-মাতার হক তো আদায় করবেই, এমনকি তাদের সাথে সদাচারণও করবে। মূল কথা হল এই যে, কোন ব্যক্তি পিতা-মাতার সেবার সম্পর্ক ন্যায়পরায়নতা সহও যদি আদায় করতে চায়, তবুও তা আদায় করা সম্ভব নয়। আর মানুষের পক্ষে পিতা-মাতার হক অনুগ্রহের সাথে আদায় করা তো অনেক দূরের কথা। এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সন্তানদের ওপর পিতা-মাতার অধিকার কত টুকু। তিনি বললেনঃ তারা উভয়ে তোমার জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম। (ইবনু মাযা)

অর্থাৎ ঃ তারা উভয়ে যদি সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সন্তান জান্নাতী হবে। আর যদি অসন্তুষ্ট হয় তাহলে সন্তান জাহান্নামী হবে।

অন্য হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো স্পষ্ট করে বলেছেনঃ "পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যাবে না"। (নাসায়ী)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোক যে তার পিতা-মাতার মধ্য থেকে উভয়কে, বা কোন একজনকে বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না"। (হাকেম)

তাদের মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচরণ এই যে, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ মৃত্যুর পর জান্নাতে সৎ লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তখন সে বলবে, এ মর্যাদা আমি কি করে হাসিল করলাম? আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করে ছিল। (আহমদ, ইবনু মাযা)

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচরণের দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "নেক আমল সমূহের মধ্যে উত্তম নেক আমল এই যে, মানুষ তার পিত-মাতার মৃত্যুর পর তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করবে। (মুসলিম)

"এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার একটি বড় গোনাহ হয়ে গেছে। আমার তাওবা কবুল হবে কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা বেঁচে আছে কি? সে বললঃ না, তিনি জিজ্ঞেস করলেন,তোমার খালা আছে? সে বললঃ হাঁ, তিনি বললেনঃ যাও তার সাথে ভাল আচরণ কর"। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য দূয়া করা, মাগফেরাত কামনা করা, তাদের ওসিয়ত পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা, তাদের বন্ধুদেরকে সম্মান করাও তাদের সাথে সদাচরণ করার অর্ন্তভুক্ত। (আবুদাউদ)

পিতা-মাতার পর আপন ভাই বোনদের স্তর, যাদের সম্পর্ক একেই উদরের সাথে। ইসলাম আপন ভাই বোনদের হক আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরোত্ব আরোপ করেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্ আত্মীয়তার সম্পর্ককে সম্বোধন করে বলেছেনঃ "যে তোমার সর্ম্পক অটুট রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখব, যে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব"। (বোখারী)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কারী জান্নাতে যাবে না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কল্যাণ ও উপকার সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কারণে বংশের লোকদের মধ্যে মোহাব্বত বৃদ্ধি পায়, সম্পদ বাড়ে, হায়াত বাড়ে"। (তিরমিযী)

"আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি এও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, সেটা এ সম্পর্ক রক্ষা করা নয় বরং এ সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হল যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা"। (বোখারী)

রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের পর ঐ সমস্ত আত্মীয় ও মুসলমানদের স্তর, যাদের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন এবং যাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগের কারণে কঠিন সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেনঃ মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয় যে, সে তার কোন ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তিন দেনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল এবং ঐ অবস্থায় মারা গেল তাহলে সে জাহান্নামী হবে"। (আহমদ, আবুদাউদ)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভায়ের সাথে এক বছরের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, সে যেন তার মুসলমান ভাইকে হত্যা করল। (আবুদাউদ)

এ উভয় হাদীস থেকে একথা অনুমান করা যায় যে, যখন সাধারণ মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার এ শাস্তি, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে, তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকলে কি অবস্থা হতে পারে?

এক বার সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সেনাবাহিনীর সাথে সফর করতে ছিলেন, কোন এক স্থানে তাবু স্থাপন করলে, সৈনিকরা ঐ গ্রাম থেকে একটি গাভী ধরে এনে কোরবানী করল, গাভী এক বৃদ্ধ মহিলার ছিল, ঐ মহিলা পরের দিন সুলতান সালাহউদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ্র) চলার পথে এক পুলের নিকট এসে দাঁড়িয়ে থাকল, তিনি ঐ পথ অতিক্রম করার সময় মহিলা তাকে থামার জন্য ইশারা করল, তাঁর থামা মাত্রই মহিলা ঘোড়ার লাগাম ধরে নিল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে সতী নারী তোমার কি হয়েছে? সে বললঃ বাদশাহ্! আমার মামলার বিচার এ পুলে করতে চাও না পরকালের পুলে? সুলতান সালাহ উদ্দীন একথা শোনা মাত্র ঘোড়া থেকে অবতরণ করে বললঃ হে সতী নারী ! পরকালে ফায়সালা করার হিম্মত কার আছে, আমাকে বল তোমার ওপর কি অবিচার করা হয়েছে? আমি তোমার মামলার ফায়সালা এখনই করব। বৃদ্ধা মহিলা বললঃ বাদশাহ শান্ত হোন। আমি এক গরীব মহিলা, একটি গাভী আমার জীবন যাপনের পাথেয় হিসেবে ছিল, তোমাদের সৈনিকরা আমার গাভী নিয়ে এসে কোরবানী

করেছে, আমি আমার গাভী চাই। বাদশাহ্ তার সৈনিকদের এ জুলুমের জন্য শুধু ঐ বৃদ্ধ মহিলার নিকট ক্ষমাই চাইলেন না বরং অনেক দীনার ও দিরহাম দিয়ে ঐ মহিলাকে রাজি করাল এবং যথেষ্ট সম্মানের সাথে তাকে বিদায় জানাল।

আমাদের প্রত্যেককে হয় এ দুনিয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায় করতে হবে, আর না হয় পুলসিরাতে নিজ নিজ হিসাব বাধ্য হয়েই দিতে হবে। যার ভাল মনে হয় সে যেন এ দুনিয়াতেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসলের নির্দেশ মেনে চলে, আত্মীয়তার সম্পর্কের দাবী পুরণ করে, স্বীয় বোঝা হালকা করে, আর যার ভাল লাগে সে যেন তার আমিত্ব ও অহংকারের বোঝা মাথায় বহন করে পুলসিরাতের ওপর যায়, আর সেখানে অবশ্যই তাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে সাক্ষাত করতে হবে, তখন সে নিজেই নিজের হক আদায় করে নিবে।

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ (سورة مريم: ٧١)

অর্থঃ "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মারইয়ামঃ ৭১)

আল্লাহ্র আদালতেঃ কিয়ামতের দিন পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষকে একা একা আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিত হয়ে স্ব স্ব জীবনের আমলের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة الحجر: ٩٢-٩٣)

অর্থঃ "সুতরাং তোমার প্রতিপালকের কসম! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে যা তারা করে থাকে।" (সূরা হিজরঃ ৯২-৯৩)

আল্লাহ্র আদালতে জাওয়াব দেহি কত কঠিন তা একথা থেকে অনুমান করা যাবে যে, বড় বড় নবীগণ নূহ (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ), তাঁরাও কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিত হতে ভয় করবেন।

বিদায় হজ্বের সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক লক্ষের অধিক সাহাবীর সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেনঃ লোকেরা! এক দিন তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, আমাকে বল যে তোমারা আমার ব্যাপারে কি বলবে? সমস্ত সাহাবাগণ এক বাক্যে বললঃ আমরা সাক্ষ দিচ্ছি যে আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছেন এবং উম্মতের জন্য পরিপূর্ণরূপে কাল্যাণকামী ছিলেন। তখন তিনি আকাশের দিকে শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে তিন বার বললেনঃ হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন (মুসলিম)

রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে উম্মতের সাক্ষী নিয়ে আল্লাহ্কে সাক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আদালতে জাওয়াব দিহিতা থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু এতদসত্বেও আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিতির ভয় তাঁর মধ্যে এত ছিল যে, একদা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ কে নিদের্শ দিলেন যে, আবদুল্লাহ্ আমাকে কোরআ'ন তেলওয়াত করে শোনাও। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) আপনার ওপর কোরআ'ন অবতীর্ণ হয়েছে আর আমি তা আপনাকে তেলওয়াত করে শোনাব? তিনি বললেনঃ আমার মন চায় যে অপরের কাছ থেকে তেলওয়াত শুনি। আবদুল্লাহ্ সূরা নিসা তেলওয়াত করতে লাগলেন। যখন

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا﴾ (سورة النساء:٤١)

অর্থঃ "তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক দ্বীনি সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী আনয়ন করব, আর তোমাকে তাদের প্রতি সাক্ষী করব?" (সূরা নিসাঃ ৪১)

তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললঃ আবদুল্লাহ্ থাম। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে।" (বোখারী)

যখন ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ্র আদালতে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে যে,

﴿أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ﴾

অর্থঃ "তুমি কি লোকদেরকে বলে ছিলা, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ কর?"

ঈসা (আঃ) উত্তর দেয়ার পূর্বে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করবেনঃ

قَالَ سُبْحَانَكَ

অর্থঃ "ঈসা বলবেঃ "আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি,"

এরপর স্বীয় দুর্বলতা ও অনুনয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলবেনঃ

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ

অর্থঃ"আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই"।

এর পর আবার আল্লাহ্র গুণাবলী বর্ণনা করবেনঃ

﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾ (سورة المائدة:١١٦)

অর্থঃ "যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে, আপনিতো আমার অন্ত রস্থিত কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার অন্তরে যা কিছু আছে, আমি তা জানিনা। সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।" (সূরা মায়েদাঃ ১১৬)

এ ভূমিকা পেশ করার পর ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সাহস করবেন, তিনি বলবেনঃ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

অর্থঃ "আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি এটা বতীত, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।"

﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سورة المائدة:١١٧)

প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর আবার আল্লাহ্‌র নিকট বিনয়ের সাথে পেশ করবে যে,

অর্থঃ "আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম যতক্ষণ আমি তাদের মাঝে ছিলাম, অতপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনিই তাদের সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন, আর আপনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।"

পরিশেষে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিনয়ের সাথে স্বীয় উম্মতের জন্য এ ভাষায় সুপারিশ করবেন,

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة المائدة:١١٨)

অর্থঃ "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ওরা তো আপনার বান্দা, আর যদি ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়েদাঃ ১১৮)

আল্লাহ্‌র আদালতে নবীগণের উপস্থিতির এ ঘটনাবলী থেকে এ অনুমান করা যায় যে, সেখানকার পরিস্থিতি কত কঠিন হবে।

আমাদের পূর্বসূরীগণ আল্লাহ্‌র আদালতে উপস্থিতির বিষয়ে কত ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন, তার কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল।

১ - আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পাখীদেরকে দেখলে আফসোস করে বলতেনঃ পাখী তোমরা ধন্য হও, তোমারা পৃথিবীতে জীবন যাপন করছ, বৃক্ষের ছায়া গ্রহণ করছ, অথচ কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন হিসাব কিতাব নেই, হায়! আবুবকর যদি তোমাদের মত হত।

২- ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাস্তায় চলতে ছিলেন, হঠাৎ কিছু মনে হল, তিনি নিচের দিকে তাকালেন এবং একটি কাঠি উঠালেন,আর বললেনঃ হায়! আমি যদি এ কাঠি হতাম, হায়! আমাকে যদি সৃষ্টি না করা হত, হায়! আমাকে যদি আমার মা জন্ম না দিত।

একদা তিনি সূরা তূর তেলওয়াত করতে ছিলেন, যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন,

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ﴾ (سورة الطور:٧-٨)

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, এর নিবারণকারী কেউ নেই।" (সূরা তূর- ৭-৮) তখন এত কাঁদলেন যে অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং লোকেরা তাকে দেখতে আসতে লাগল।

২৩ হিযরীতে তিনি হজ্ব আদায় করেছেন, আসার পথে এক স্থানে,থেমে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত উঠিয়ে দুয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্ এখন বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে, শক্তি কমে আসছে, রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে, এ অবস্থায় তুমি আমাকে উঠিয়ে নাও যেন আমার আমল নষ্ট না হয়, আর আমি অধিক বার্ধক্যে না পৌছি।

৩ - আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুর সময় আকাশের দিকে হাত তুলে দূয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্ তুমি নির্দেশ দিয়েছ, আমি তা অমান্য করেছি, তুমি সুযোগ দিয়েছ আমি নাফরমানী করেছি, হে আল্লাহ্ আমি নিশ্পাপ নই যে ক্ষমা পেয়ে যাব, আবার শক্তিশালীও নই যে, তা প্রয়োগ করে মুক্তি নিব, যদি তোমার দয়া না হয় তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব।

৪ - ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), সালমান ফারেসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মাদায়েনের গর্ভনর করে পাঠালেন, আর চার বা পাঁচ হাজার দিরহাম বেতন নির্ধারণ করলেন, তিনি যখন বেতন পেতেন তখন তা গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন, আর নিজে সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন, তিনি যখন মৃত্যু সজ্জায় শায়িত তখন তার নিকট তাকে দেখার জন্য সায়াদ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসল, তখন সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাঁদতে লাগল, সায়াদ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন কাঁদছেন? সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি, না দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ নিয়ে, বরং এজন্য কাঁদছি যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়ে ছিলেন যে, দুনিয়া সংগ্রহ করবে না, আর দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিবে যেভাবে আমি নিয়েছি, আমার ভয় হচ্ছে, না জানি কিয়ামতের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর পর তার ঘরে যা পাওয়া গিয়েছিল তাছিল এই যে, একটি পেয়ালা একটি জল পাত্র, একটি পুরাতন কম্বল, একটি বড় থাল আর বালিশ রাখার সমপরিমাণ দু'টি ইট।

৫-ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শাসনামলে আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, একদা ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গভর্নরের সাথে সাক্ষাতের জন্য সিরিয়া গেলেন, রাতে গভর্নর হাউজে পৌঁছলেন, সেখানে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। এক পাশে ঘোড়া থাকার জায়গা, কয়েকটি ইটের বিছানা, আর ঠান্ডা লাগলে ব্যবহারের জন্য একটি চাদর এছিল গভর্নর হউজের আসবাবপত্র। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এদেখে আশ্চার্য হলে আবুদারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আপনি কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদীস শোনেন নাই তোমাদের নিকট এতটুকু সম্পদ থাকা চাই, যতটুকু মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে থাকে। একথা শুনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাঁদতে লাগলেন এবং আবুদারদাও কাঁদতে লাগল, আর এভাবেই ফজর হয়ে গেল।

৬ - ওমর বিন আবদুল আজীজ (রাহিমাহুল্লাহ) রাত জেগে জেগে পরকালের জাওয়াবদেহিতার ব্যাপারে চিন্তা করতেন, আর হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। তার স্ত্রী তাকে সান্তনা দিত, কিন্তু তিনি আরাম বোধ করতেন না। মৃত্যুর পূর্বে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে উপদেশ করলেন যে, আমি পরকালের পথে পারি জমাচ্ছি, সেখানে আল্লাহ্ আমাকে প্রশ্ন করবেন, হিসাব নিবেন, তার কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করা সম্ভব নয়, যদি আল্লাহ্ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে তো কামিয়াব হব। আর না হলে আমার পরিণতি আফসোস জনক হবে। আমার পরে তোমাকে আমি আল্লাহ্ ভীতির উপদেশ দিচ্ছে, আর স্মরণ রাখ আমার পরে তুমি বেশি দিন বেঁচে থাকবে না, এমন যেন না হয় যে, অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সময় কেটে না যায়।

৭- ইমাম আবুহানীফা (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা এশার নামাযে সূরা যিল যাল তেলওয়াত করলেন, লোকেরা নামায পড়ে চলে গেল, ইমাম সাহেব সকাল পর্যন্ত চিন্তিতি হয়ে বসে থাকলেন, আর বার বার বলতে লাগলেন, যিনি বিন্দু পরিমাণ নেকির এবং বিন্দু পরিমাণ পাপের সাজা দিবে, হে আল্লাহ্ তুমি স্বীয় বান্দা নো'মানকে রক্ষা কর।

প্রিয় পাঠক,আমাদের পূর্বসূরীদের এসমস্ত ঘটনা থেকে অনুমান করুন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আদালতে সারা জীবনের হিসাব দেয়া কত কঠিন হবে।

আসুন আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিতির পরিস্থিতি অন্যএক ভাবে অনুমান করি।

পরকালের বিষয় গুলোর সাথে দুনিয়ার কোন কিছুরই তুলনা হয়না। শুধু বিষয়টি অনুমান করার জন্য আমি এ উদহারণ গুলো পেশ করছি, আশা করি এতে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে এবং তা দীর্ঘসময় পর্যন্ত মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ্ ।

প্রিয় জন্ম ভূমি (লিখকের) পাকিস্তানে ১৯৯৯ইং ২১ অক্টবর সিপাহী বিপ্লব হয়েছে, সিভিল সরকারের প্রতি কিছু দোষ চাপিয়ে তাকে ক্ষমতা চুত করা হল, কিছু লোক গ্রেফতার হল, কিছু দেশেই আত্মগোপন করল, আবার কিছু বিদেশে পালিয়ে গেল, গ্রেফতার কৃতদের ওপর বিভিন্ন মামলা মোকাদ্দামা চাপানো হল, আদালতে উপস্থিতি, শুধু এক সপ্তা ১৫ দিনের সংক্ষিপ্ত গ্রেফতারী ও আদালতে উপস্থিতি সম্পর্কে দেশের একটি পরিচিত দৈনিকে যা প্রকাশিত হয়েছে, তার কিছু উদ্বৃতি এখানে জ্ঞানীদের চিন্তা করার জন্য পেশ করা হল।

১ - ক্ষমতা চুত প্রধানমন্ত্রী আদালতে এসে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলতেছিলেন যে, আমি নির্দোষ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে, তিনি খুবই রেগে ছিলেন, তিনি আদালতে অভিযোগ করলেন যে, তাকে ৪৫ দিন অত্যন্ত অমানবিক পরিবেশে বিনা দোষে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সর্বদা দুষিত পানি তার রুমে ভরে রাখা হয়, তাকে জোরপূর্বক জাগানো হয়েছে।

২ - ক্ষমতাচুত সরকারের কিছু কিছু মন্ত্রী ও উপদেষ্টা গ্রেফতার থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপন করেছে।[18]

পাঞ্জাবের শ্রম মন্ত্রী ও তার সহযোগীদেরকে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার নামে সরকারী ও বেসরকারী জমিন অবৈধ দখল ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে, গ্রেফতার হওয়ার পর ক্ষমতাচুত সরকারের এ মন্ত্রী বার বার বেহুশ হতে ছিল।[19]

আমি (লিখক) উল্লেখিত খবর সমূহ থেকে নাম এজন্য বাদ দিয়েছি যে, এখানে কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হল স্মরণ করানো এবং শিক্ষা গ্রহণ করা।

[18] - বিস্তারিত জানার জন্য হাফতা রোজা তাকবীর করাচী, ৮ ডিসেম্বর১৯৯৯ইং করাচী।

[19] - উর্দু নিউজ জিদ্দা ৪ নভেম্বর ১৯৯৯ইং।

চিন্তা করুন ! যদি দুনিয়াতে গ্রেফতার, চেক, আদালতে উপস্থিতির এ ভয় হতে পারে, তাহলে আল্লাহ্‌র আদালতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে মানুষের কত ভয় হওয়া উচিত? অথচ দুনিয়ার আদালত সমূহে উকীল, পক্ষ অবলম্ভনকারীও থাকে, কিন্তু পরকালের আদালতে কোন উকীল, বা পক্ষঅবলম্ভনকারী থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমলের হিসাব নিজে নিজে দিতে হবে। দুনিয়ার আদালতে সুপারিশ ও ঘুষেরও সুযোগ আছে, অথচ পরকালের আদালতে তা নেই। দুনিয়ার আদালতে মিথ্যা ও মিথ্যা সাক্ষীর ও সুযোগ আছে, অথচ পরকালে তা নেই। দুনিয়ার আদালতে মামলার সীমিত চেক হয়ে থাকে, অথচ পরকালের আদালতে সারাজীবনের মামলার চেক হবে। দুনিয়ার আদালত থেকে বাঁচার জন্য গা ঢাকা দেয়া বা অন্য দেশে পালানো সম্ভব, কিন্তু পরকালের আদালতে তা সম্ভব নয়।

মূল কথা এইযে, যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের বিষয়টিই আলাদা, কিন্তু যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে সর্বদা ঐ বড় আদালতে উপস্থিতির জন্য চিন্তিত থাকা উচিত। কোন না কোন দিন গ্রেফতার হতে হবে, আবার এক দিন না এক দিন বড় আদালতে উপস্থিত ও হতে হবে। আর ঐ আদালতের ফায়সালাও হুবহু মেনে নিতে হবে। তাহলে ঐ উপস্থিতির জন্য আজ থেকেই কেন প্রস্তুতি নেয়া শুরু করা হবে না?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মৃত্যুর কথা বেশি বেশি করে স্মরণকারী, মৃত্যুর পর আগত পরিস্থিতির ব্যাপারে প্রস্তুত গ্রহণকারী সর্বাধিক জ্ঞানী (ইবনু মাযা)

মুনাফেক ও পুলসিরাত

মুনাফেক তার নেফাকীর কারণে দুনিয়াতে ইজ্জত ও মর্যাদা পায় না, বরং পরবর্তী জেনারেশন তাদের প্রতি সর্বদা অভিসম্পাত করতে থাকে, পৃথিবীর জীবনের পর আগত স্তর কবর ,হাশর, পুলসিরাত ও জাহান্নামেও মুনাফেকদের সাথে কাফের মুশরেকদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি খারাপ ও লাঞ্ছনাময় আচরণ করা হবে। কবরে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমার আক্বীদা কি? তখন সে উত্তরে বলবে ঃ আমি তাঁর ব্যাপারে তাই বিশ্বাস করতাম যা অন্যরা বিশ্বাস করত, এ উত্তর শুনে ফেরেশ্তারা তার উভয়কানের মাঝে (মস্তিষ্কে) লোহার হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করতে থাকবে, যার ফলে সে খুব উঁচু স্বরে চিল্লাতে থাকবে"। (বোখারী)

হাশরের মাঠেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে, তখন সে খুব মিষ্টি ভাষায় নিজের নামায, রোযা, হজ্ব, দান ইত্যাদির প্রশংসা করবে, তখন আল্লাহ্ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন, আর তার অঙ্গ পতেঙ্গ তার মুনাফেকীর সাক্ষী দিবে। (মুসলিম)

পুলসিরাতেও তাকে লাঞ্ছিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। পুলসিরাত অতিক্রম করার পূর্বে সর্বত্র অন্ধকার ছেয়ে যাবে। সমস্ত সৃষ্টিকে পুলসিরাত অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হবে, ঈমানদার ও মুনাফেক সকলকেই নূর দেয়া হবে, কিন্তু পুলসিরাতে চড়া মাত্রই মুনাফেকদের নূর বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তারা ঈমানদারদের সাথে নিম্নোক্ত কথা বার্তা বলতে থাকবেঃ

মুনাফেকঃ ভাই আমাদের প্রতিও একটু করুনার দৃষ্টি দাও, যাতে তোমাদের আলো দিয়ে আমরাও একটু উপকৃত হতে পারি, (দুর্ভাগ্যবসত আমাদের নূর (আলো) বন্ধ হয়ে গেছে)

মোমেনঃ ধমক দিয়ে বলবে পিছনে যাও অন্য কারো কাছ থেকে তোমাদের আলো নিয়ে আস।

এর পর উভয় দলের মাঝে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, মুনাফেক এপাশ থেকে মোমেনদেরকে আওয়াজ দিতে থাকবে।

মুনাফেকঃ আমরা কি দুনিয়াতে তোমাদের সাথে ছিলাম না? (আমরা কি দুনিয়াতে কালেমা পড়ি নাই, তোমাদের সাথে নামায আদায় করি নাই, রোযা রাখি নাই, তোমাদের সাথে উঠা বসা করি নাই, এর পরও আমাদের সাথে কেন এ আচরণ করছ?

মোমেনঃ হা এগুলো সবই ঠিক আছে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফেতনায় ফেলেছ, (মুসলিম বলে দাবী করা সত্ত্বেও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব বজিয়ে রেখেছ) সুযোগ মত আমল করেছ,(ইসলাম ও কুফরীর ব্যাপারে পার্থিব বিষয় গুলোকে প্রধান্য দিয়েছ) সন্দেহের মধ্যে ডুবে ছিলে, (যে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণে কল্যাণ আছে না নাই)।

মিথ্যা কামনা তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে(কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব)আমাদেরকে দুনিয়াতে সম্মান ও মর্যাদা দিবে। এমন কি আল্লাহ্র ফায়সালা (মৃত্যু) এসে গেছে, অথচ শয়তান তখনো

তোমাদেরকে ধোঁকায় রেখেছে যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু, আর আমরা কালেমা পাঠ করেছি। তিনি অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। অতএব এখন আমাদের পিছন থেকে দূরে চলে যাও, তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা।[20]

কিয়ামতের দিন মুনাফেকদেরকে কাফের ও মুশরেকদের চেয়েও কঠিন আযাব দেয়া হবে। আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾(سورة النساء: ١٤٥)

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে মুনাফেক জাহান্নামের সর্ব নিন্ম স্তরে থাকবে। আর তোমরা কোন সাহায্যকারীও পাবে না।" (সূরা নিসাঃ ১৪৫)

পুলসিরাত অতিক্রম করার পূর্বে মুনাফেকদেরকে আলোও দেয়া হবে, কেবল তাদের লঞ্ছনা ও অপমানের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্যে। আর তাদেরকে রাগানো হবে এবলে যে, আজ তোমরা আমাদের দেয়া আলো থেকে এমনভাবে বঞ্চিত হতে চলছ, যেমন দুনিয়তে তোমরা আমার দেয়া নে'মতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছিলা।

আখেরাতে মুনাফেকদের এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এ জন্য হবে যে, কাফের ও মুশরেকরা তো ইসলামের খোলা দুশমন, কিন্তু মুনাফেকরা ইসলামের জন্য আস্তিনের সাপের ন্যায়, মুসলমানদের যখনই পরাজয় হয়, সেটা ঐ মুনাফেকদের কারণেই হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগেও এ আস্তিনের সাপেরা মুসলমানদেরকে কোথায় কোথায় এবং কিভাবে যখম করেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলঃ

১- উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের এক হাজার সৈন্যের মধ্যে থেকে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তিনশ মুনাফেকের একটি দল পৃথক করে ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল, আর মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত কাফেরদের তিন হাজার সৈন্য, যুদ্ধের সর্বশেষ প্রস্তুতির শেষ মূহর্তে মুনাফেকরা গাদ্দারী করে মুসলমানদেরকে পরাজিত কারার ষড়যন্ত্র করছিল।

২ - ৩য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধ, ৪হিজরীতে রাজি' ও বির মাউনার ঘটনার পর শত্রুদের প্রতিশোধের কামনা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে বনী নাযিরের ইহুদীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল, আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তা জানিয়ে দেন, তখন তিনি ইহুদীদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছাড়ার নিদের্শ দিলেন, মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই ইহুদীদেরকে প্রস্তাব দিল, মদীনা থেকে কোন অবস্থাতেই বের হবে না, নির্ভয়ে থাক, আমাদের নিকট দু'হাজার যুদ্ধা রয়েছে, যারা তোমাদেরকে সংরক্ষণ করবে, অবশ্য আবদুল্লাহ্ বিন উবায়ের এ ষড়যন্ত্র তার জন্য কোন ফল বয়ে আনতে পরে নাই। বনু নাযির গোত্রের সাথে যুদ্ধে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে পূর্ণ

[20] - সূরা হাদীদ,১৩-১৫ আয়াত।

বিজয় দান করেছেন, কিন্তু মুসলমানদেরকে পরাজিত করার জন্য মুনাফেকরা কোন চেষ্টাই বাদ দেয় নাই।

৩ - ৫ হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, তারা মদীনায় আক্রমণ করল, যাতে করে ইসলামী রাষ্ট্রকে পিষে দেয়া যায়, সে সময় মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে পরাজিত করার জন্য বিভিন্ন রকম প্রপাগান্ডা শুরু করল, তাদের কেউ কেউ বললঃ আমাদেরকে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে কিসরা ও কায়সার বিজয়ের, অথচ আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনই মিটাতে পারি না। কেউ কেউ এ বলে শুধু যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কামনা করতে ছিল যে, আমাদের ঘর বিপদ গ্রস্ত আমাদের উচিত পশ্চাতে ঘর সামলানো। কোন কোন মুনাফেক এও বলতে লাগলঃ আক্রমণ কারীদের সাথে সন্ধি করে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাদের হাতে তুলে দাও।

মুনাফেকদের এসমস্ত হীনমনতা ও গাদ্দারীরমূল আচরণের উদ্দেশ্য শুধু জিহাদ থেকে পলায়নই নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মুসলমানদের সাথে গাদ্দারী করে ইসলামকে খতম করা।

৪- ৫ম হিযরীতে বানী মুসতালেক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাস্তায় এক স্থানে তাবু টানানো হল, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ সফরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলেন, তিনি পায়খানা বা পেসাবের জন্য বের হলে, সেখানে তাঁর গলার হার হারিয়ে গেল, তিনি হারের তালাশে বের হলে, সে সময় কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তাঁর খালী পালকী উঠিয়ে উটের ওপর রেখে দেয়া হল, তিনি ওজনে হালকা হওয়ার কারণে কেউ অনুভব করতে পারে নাই, যে তিনি পালকীতে নেই। তিনি যখন সেখান থেকে ফিরে আসলেন তখন দেখলেন যে, ততক্ষণে কাফেলা ফিরে চলে গেছে, তখন তিনি চাদার দিয়ে নিজেকে আবরিত করে সেখানেই শুয়ে পড়লেন, সাফওয়ান বিন মোয়াত্তালকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেনাদলের পিছনে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে রেখে ছিলেন, তিনি আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে দেখেই ইন্না লিল্লাহ্ পড়ে ঘোড়া তার কাছে এনে বসালেন, তিনি তাতে আরোহন করার পর, সে তাকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। যখন সাফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেনাদলের সাথে মিলিত হতে হতে দুপুর হয়ে গিয়ে ছিল, মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই নবী পরিবারে আগুন লাগাতে ষড়যন্ত্র শুরু করল, "আল্লাহ্র কসম! সে রক্ষা পাবে না, দেখ তোমাদের নবীর স্ত্রী পর পুরুষের সাথে রাত্রি যাপন করেছে, সে তাকে নিয়ে প্রকাশ্যে চলা ফেরা করছে।" [21]

নবী পরিবারে এ মিথ্যা অপবাদ শুধু একটি শয়তানী চক্রান্তই ছিল না বরং তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের পবিত্র বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটন করা।

---

[21] - বিস্তারিতের জন্য সূরা নূর ১১-২০ নং আয়াত দ্রঃ।

৫ - ৯- হিযরীতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন, তখন প্রচন্ড গরম ছিল, ফসলও কাটার সময় হয়ে এসে ছিল, অস্ত্র সস্ত্রের সল্পতা ছিল, ৩০হাজার সৈনিক ছিল, আরোহনের জন্য প্রত্যেক আঠার জনে একটি করে উট ছিল, রসদ এত কম ছিল যে, উট যবেহ করে তার পেটে জমা পানি পান করা হত, ইসলাম ও কুফরীর মাঝে যুদ্ধের চরম মূহর্তেও মুনাফেকরা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে গাদ্দারী এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করত, জিহাদ থেকে আত্ম রক্ষার জন্য নুতন নুতন চাল চালত, এক মুনাফেক যাদ বিন কায়েস এসে বললঃ আমি একজন সুন্দর যুবক, রূমী নারীদেরকে দেখে ফেতনায় পড়ে যাব, তাই আপনি আমাকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিন। মুনাফেকরা শুধু নিজেরাই জিহাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ফন্দী আঁটত না, বরং নিজেদের বৈঠকসমূহে মুজাহিদদেরকে জিহাদের ময়দান থেকে পিছপা করার জন্য সূফীসুলভ আলোচনাও করত, তারা বলত মুসলমানরা রূমীদেরকে আরবদের ন্যায় মনে করতেছে, দেখা যাবে যে, যুদ্ধের ময়দানে সমস্ত মুজাহিদরা বন্দী হয়ে যাবে, এক মুনাফেক আরো বলেছে, যদি শত শত বেত্রাঘাত শরীরে লাগে, তাহলে মজাই হবে, কোন মুনাফেক এও বলেছে যে, দেখ জনাব! এরা হল ঐ সমস্ত লোক যারা রূম ও শামের কেল্লা বিজয় করতে যাচ্ছে। তাদের এ বিষাক্ত উক্তি স্বয়ং প্রমাণ করছে যে, মুনাফেকদের অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কত হিংসা ছিল। নবী যুগে মুনাফেকদের ফেতনা ও গাদ্দারীর কিছু নমুনা আমরা এখানে উদহারণ সরূপ পেশ করলাম মাত্র, মূলত মদীনা যুগের পূর্ণটাই মুনাফেকদের ইসলাম বিদ্বেষী ও ষড়যন্ত্রে ভর পূর। আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) যুগে যাকাত আদায় না কারী ও মোরতাদদের ফেতনার সৃষ্টিকারীরাও এ মুনাফেকরাই ছিল, ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগের ফেতনা ও সাহাবাগণের মধ্যে ঘটে যাওয়া রক্ত পাতেও আবদুল্লাহ্ বিন সাবার ষড়যন্ত্র ছিল, উল্লেখ্যঃ আবদুল্লাহ্ বিন সাবা ইয়ামেনের ইহুদী ছিল, যে মুনাফেকী নিয়ে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বা ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করে ছিল। আজ থেকে প্রায় সাতশত বছর পূর্বে ১২৩৬ হিঃ বাগদাদের পতন ও মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রের ফলেই হয়েছে। নিকট অতীতের ইতিহাসে টিপু সুলতানের শাহাদাত, নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার শাহাদাত,শহিদী আন্দোলনের পতন, ঢাকার পতন, বাগদাদের পতন, কাবুলের পতন, ২০০৩ইং সালে বাগদাদের পুনঃপতন এ সবই বিশ্ব মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রেরই ফল।

মুনাফেকদের এ অভিশপ্ত গ্রুপ মুসলিম মিল্লাতের মাঝে এমন এক রাস্তা তৈরী করল, যা সর্বকালেই অপুরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে, তাই কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিফলও কঠিন বেদনা দায়ক হবে।[22]

---

22 - এটা যেমন ঠিক যে, যে,মুনাফিকদের গাদ্দারীর ফলে মুসলিম মিল্লাত কঠিন ব্যথা প্রাপ্ত হয়েছে তেমনিভাবে তারাও পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি পেয়েছে। ৬৪১ হিঃ (১২৩৬ ইং) আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ ক্ষমতায় ছিল, তার মন্ত্রী মুয়িদউদ্দীন আলকামী কট্টর পন্থী শিয়া ছিল, আর সে চাইত আব্বাসী খিলাফত খতম করে ওলুবী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে, এ লক্ষ্যে সে চেঙ্গিস খাঁনের নাতি হালকু খাঁন কে চিঠি লিখল যে, তুমি যদি ইরাকের ওপর হামলা কর তাহলে আমি অত্যন্ত সহজ ভাবে বিনা রক্ত পাতে ইরাক তোমার হস্তগত করে দিব। হালাকু খাঁন আরবদের বীরত্ব ও সাহসে ভীত সন্ত্রস্ত

মোনাফেকদের পরিণতির কারণে অনেক সময় সাহাবাগণও চিন্তায় পড়ে যেতেন যে, আল্লাহ্ না করে নাজানি আমাদের মধ্যেও মোনাফেকের কোন আলামত আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুযাইফা বিন ইয়ামেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মোনাফেকদের নাম বলে দিয়ে ছিলেন। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করল, হুযাইফা আমাকে এতটুকু বল যে, মোনাফেকদের নামের মধ্যে আমার নাম আছে কি?

এতে অনুমান করা যায় যে, সাহাবাগণ মোনাফেকীর ব্যাপারে কত ভীত ছিলেন। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অভ্যাস ছিল যে, কোন মুসলমানের জানাযায় হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত না হলে, ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে উপস্থিত হতেন না।

ছিল, তাই সে এজন্য ওয়ারেন্টি চাইল, আলকামী তার উত্তর পাঠল যে, খলীফাকে দিয়ে বাজেট কম করে সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি দাবী অপূরণ করে তাদের মাঝে বেতন কমের ঘোষণা করেছি, খলীফা তা মঞ্জুর করেছেন, এর পর আলকামী কিছু কিছু শিয়া মন্ত্রীদের মাধ্যমে হালাকু খাঁনকে ইরাকে আক্রমণ করার জন্য চিঠি লেখাল, সাথে সাথে সে হালুকু খাঁনের নিকট নিজের নিরাপত্বাও কামনা করল, আর হালাকু খাঁন তা খুশী মনে মেনে নিল, ইরাক বাসীরা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাতারদের প্রতিরোধ করল, ঐ সময় আলকামী বাগদাদে থেকে গোপনে গোপনে হালুকু খাঁনকে খবর প্রাচার করতে থাকল, যখন মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে গেল, তখন আলকামী হালাকু খাঁনের নিকট গিয়ে শুধু নিজের নিরাপত্ব কামনা করল, ফিরে এসে খলীফাকে বললঃ আমি আপনার জন্যও নিরাপত্ব চেয়েছি, অতএব হালাকু খাঁনের নিকট চলুন, সে তার নির্দেশ মানার শর্তে আপনাকেই ইরাকের ক্ষমতায় বাহাল রাখবে। খলীফা তার ছেলেকে নিয়ে হালাকু খাঁনের নিকট গেল, তখন হালাকু খলীফাকে বললঃ আপনার মন্ত্রী পরষদ, শহরের আলেম ওলামা ও ফিকাহ্ বিদ দেরকে নিয়ে আশুন, খলীফা বিনা বাক্য বেয়ে সবাইকে ডেকে আনল, এর পর হালাকু খাঁন খলীফার সামনে এক এক কওে তাদেরকে হত্যা করে, এর পর হালাকু খলীফাকে প্রস্তাব দিল যে, শহরে নির্দেশ পাঠাও যে, সৈন্যরা যেন অস্ত্র ছেড়ে শহর থেকে বের হয়ে আসে, খলীফা এ নির্দেশওমাথা পেতে মেনে নিল, সৈন্যরা বাহিরে আসার পর তাদের সকলকে তাতারীরা হত্য করে ফেলল, এর পর শহরে প্রবেশ করে সাধারণ লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্য করল। নারী ও শিশুরা মাথায় কোরআ'ন নিয়ে বের হল কিন্তু তাতাররা তাদেরকেও কতল করল। হিযরী ৬৫৬ শুক্রবার সফর মাসে হালাকুখান বিজয়ীর বেশে বাগদাদে প্রবেশ করে খলীফাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত অবস্থায় নযর বন্দী করল। খলীফা খাবার চাইল তখন হালাকু খাঁন সোনা রূপা ভরপূর একটি পাত্র এ বলে পাঠিয়ে দিল যে,"এটা খাও"খলীফা বলল আমি এগুলো কিভাবে খাব? হালাকু খাঁন বললঃ যে জিনিস তুমি খেতে পারবে না তা দিয়ে লাখ মুসলমানের জান বাঁচানোর জন্য কেন খরচ করলে না। হালাকু খলীফাকে হত্যার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে সমস্ত মন্ত্রীরা তাকে হত্যার ব্যাপারে পরমর্শ দিল, কিন্তু আলকামী ও হালাকুর শিয়া মন্ত্রী নাসীরুদ্দীন তুসী বললঃমুসলমানদের খলীফার রক্তে তলোয়ার রক্তাক্ত না করে বরং তাকে চটে পেচিয়ে পদদলিত করে মেরে ফেল। হালাকু তাই করল। তার মৃত্যুর পর খলীফার লাস কুফার গলিতে রেখে তাতারী সৈন্যরা পদদলিত করে ছিল। ইরাকে হামলা করার পূর্বে হালাকু আলকামীকে এ আশ্বাস দিয়ে ছিল যে, সে বাগদাদে উলবী বংসীয় কাউকে হাকেম বানিয়ে তাকে খলীফা উপাধী দিবে আর আলকামীকে তার উপখলীফা করবে। কিন্তু যখন হালুকু ইরাক দখল করে নিল তখন সর্বত্র তার বিশ্বস্ত লোকদেরকে বসাল। আলকামী তা দেখে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে কটুচাল চালতে লাগল। হালাকুর দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুনয় বিনয় প্রকাশ করল, কিন্তু হালাকু তাকে সেখান থেকে এমনভাবে তাড়িয়ে দিল যেমন কুকুরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আলকামী কিছু দিন সাধারণ খাদেমের ন্যায় তাতারীদের জুতা মুছে দিত, শেষে তার সমস্ত গাদ্দারী ও কটুচালে অকৃতকার্যতার হায়হুতাসে অকাল মৃত্যু হয়। হে জ্ঞানবনরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। (মাওলানা আকবর শাহ খাঁন নজীবাবাদী লিখিত তারিখ ইসলামী ২য় খঃ সারসংক্ষেপ)

• **মোনাফেকের আলামতঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোনাফেকের চারটি আলামতের কথা উল্লেখ করেছেনঃ

(১) মিথ্যা বলা। (২) ওয়াদা ভঙ্গ করা। (৩) আমানতের খিয়ানত করা। (৪) ঝগড়া করলে গালী গালাজ করা। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে "তাফহিমুস সুন্না" সিরিজের ১৯ তম গ্রন্থ "কিয়ামতের বর্ণনা"। পূর্ণতা লাভ করল, আমি আল্লাহ্র নিকট এ মহান অনুগ্রহের জন্য সেজদা শুকর আদা করছি, এ গন্থের সমস্ত ভাল দিক গুলো মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল, আর সমস্ত ত্রুটি সমূহ আমার সল্প জ্ঞান ও অলসতার কারণ, আল্লাহ্র নিকট দূয়া করছি যে, তিনি যেন এ গ্রন্থের ভাল দিক গুলো কবুল করে আমার গোনাহ গুলোকে ক্ষমা করেন, আর তা একমাত্র তাঁরই জন্য মানান সই।

পূর্বের ন্যায় এ গ্রন্থের হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্ভন করে, শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ্র) বিশ্লেষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এর পরও হাদীসের বিশুদ্ধতা, অনুবাদ ও মাসআলা ইস্তেমবাতের ব্যাপারে কোন ভুল-ভ্রান্তি পাঠকদের দৃষ্টি গোচর হলে, আর তা আমাকে অবগত করালে, আমি তাদের জন্য কৃতজ্ঞ হব।

আমি ঐ সমস্ত সম্মানিত ওলামাগণের কৃতজ্ঞতা পেশ করছি যারা আমাকে এ গ্রন্থ প্রস্তুত ও পূর্ণতার ব্যাপারে সহযোগীতা করেছে, ঐ সমস্ত সাথীদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগীতা করে যাচ্ছে, আল্লাহ্ তাফহিমুস্সুন্না সিরিজের লিখক, প্রকাশক, বন্টনকারী, পাঠক,তাদের পিতা-মাতা সকলের জন্য তা সাদকা জারিয়া হিসেবে কবুল করেন, আমীন!

মোহাম্মদ ইকবাল কিলানী (আফাল্লাহু আনহু)

১৯ রবিউস্সানী ১৪২৪ হিঃ।

রিয়াদ, সৌদী আরব।

وجوب الايمان بالاخرة

পরকালের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব

মাসআলা-১ঃ পরকালে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিবঃ

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرنى عن الايمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره (رواه مسلم)

অর্থঃ "ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হল, তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুল ছিল মিশ কালো। সফর করে আসার কোন চিহ্নও তার মধ্যে দেখা যায়নি, আমাদের কেউ তাকে চিনেও না। অবশেষে সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের)সামনে বসল, তার হাঁটুদ্বয় নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিল এবং দুই হাতের তালু তাঁর বা নিজের উরুর ওপর রাখল, আর বললঃ হে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ঈমান হচ্ছে এই তুমি আল্লাহ্, সমস্ত ফেরেশ্তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখবে, তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে"। (মুসলিম)

নোটঃ উল্লেখিত হাদীসটি একটি লম্বা হাদীসের অংশ বিশেষ, প্রশ্নকর্তা জিবরীল (আঃ), সে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সাহাবাগণকে দ্বীন শিখাতে এসেছিল।

تقوم الساعة بغتة

কিয়ামত হঠাৎ কায়েম হবে

মাসআলা-২ঃ কিয়ামত হঠাৎ করে কায়েম হবে ফলে কেউ কোন ওসিয়ত করার বা আবাস স্থলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবে নাঃ

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ (سورة يس:٤٨-٥٠)

অর্থঃ "তারা বলেঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে, এরাতো অপেক্ষায় আছে এক বিকট শব্দের, যা এদেরকে আঘাত করবে বাক-বিতন্ডা কালে, তখন তারা অসিয়ত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের মাঝে ফিরে আসতেও পারবে না।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৪৮-৫০)

মাসআলা-৩ঃ ফেরেশ্‌তা শিঙ্গা মুখে নিয়ে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় কান তাক করে রেখেছে, নির্দেশ হওয়া মাত্রই শিঙ্গায় ফুঁ দিতে শুরু করবেঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحتى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি কিভাবে আরাম উপভোগ করব, ফেরেশ্‌তা শিঙ্গা মুখে নিয়ে স্বীয় কপাল নিচু করে আল্লাহ্‌র প্রতি কান তাক করে অপেক্ষা করছে যে, তাকে নির্দেশ দেয়া মাত্র সে শিঙ্গায় ফুঁ দিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সময় আমাদের কি করা উচিত হবে? তিনি বললেনঃ তখন তোমরা বলবেঃ "আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্বশীল, আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি। (তিরমিযী)[23]

মাসআলা-৪ঃ লোকেরা তাদের অভ্যাস মোতাবেক কাজে রত থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামত হয়ে যাবেঃ

---

[23] -আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন,সূরা যুমার(৩/২৫৮৫)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الاناء الى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايا عانيه حتى تقوم والرجل يلط فى حوضه فما يصدر حتى تقوم (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামত এত হাঠাৎ কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি হয়ত তার উটের দুধ দোহন করে তা পান করার জন্য মুখে উঠাবে, আর তা পান করার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে, দু ব্যক্তি কাপড় বেচা-কেনা করতে থাকবে, তাদের লেন-দেন শেষ না হতেই কিয়ামত হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি তার হাউজ ঠিক করতে থাকবে, সেখান থেকে ফিরার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে"। (মুসলিম)[24]

اعاجيب المنكرين

কিয়ামত অস্বীকার কারীদের অবাকতা

মাসআলা-৫ঃ পুনরুত্থান হওয়া কত অবাক বিষয়ঃ

﴿فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ، أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ (سورة ق:٢-٣)

অর্থঃ "কাফেররা বলে এটা তো এক আশ্চার্য ব্যাপার, আমরা মৃত্যুবরণ করলে বা মৃত্তিকায় পরিণত হলে(আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব) সে প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত।" (সূরা ক্বাফঃ ২-৩)

মাসআলা-৬ঃ আর কিয়ামত যদি এসেই যায় তাহলে ওখানেও আমাদের আরাম হবেঃ

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا﴾ (سورة الكهف:٣٥-٣٦)

অর্থঃ "এভাবে নিজেদের প্রতি যলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল, সে বললঃ আমি মনে করিনা যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে,আমি মনে করিনা যে কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতি পালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।" (সূরা আল ক্বাহাফঃ ৩৫-৩৬)

মাসআলা-৭ঃ আমরা পানা-হার কারী মানুষ আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দিবেন নাঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ (سورة سبأ:٣٤-٣٥)

[24] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া,বাব কুরবিস্সায়া।

অর্থঃ "যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছেঃ তোমরা যাসহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না।" (সূরা সাবা-৩৪-৩৫)

اغاليط المنكرين

কিয়ামতকে অস্বীকার কারীদের ভ্রান্তি

মাসআলা-৮ঃ কিয়ামতকে অস্বীকারকারীরা দুনিয়ার জীবনকে খুব বেশি হলে ১০দিন বা এক দিন বা এক ঘন্টা মনে করবেঃ

﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا،نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ (سورة طه:١٠٢-١٠٤)

অর্থঃ "যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলা বলি করবে তোমরা মাত্র দশ দিন (পৃথিবীতে) অবস্থান করছিলে"। তারা কি বলবে তা আমি ভাল করে জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল, সে বলবেঃ তোমারা মাত্র এক দিন অবস্থান করছিলে।" (সূরা ত্বাহাঃ ১০২-১০৪)

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ (سورة الروم:٥٥)

অর্থঃ "যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবেঃ যে তারা মূর্হতকালের বেশি অবস্থান করেনি, এভাবেই তারা সত্য ভ্রষ্ট হত।" (সূরা রূমঃ ৫৫)

الاستهزاء بوقوع القيامة

কিয়ামত হওয়া নিয়ে ঠাট্টা করা

মাসআলা-৯ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হওয়া যুক্তি সঙ্গত বিষয় নয়ঃ

﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة المؤمنون: ٣٥-٣٨)

অর্থঃ "সেকি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। এক মাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না? সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।" (সূরা মু'মিনুন-৩৫-৩৮)

মাসআলা-১০ঃ মৃত্যুর পর আমরা যদি বাস্তবেই পুনরুত্থিত হই তাহলে তা হবে যাদুর খেলাঃ

﴿وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (سورة هود: ٧)

অর্থঃ "আর যদি তুমি বল নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যারা কাফের তারা বলে এটাতো নিছক স্পষ্ট যাদু।" (সূরা হুদঃ ৭)

﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَءَابَاؤُنَا الأَوَّلُونَ﴾ (سورة الصافات: ١٥-١٧)

অর্থঃ "তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে এবং বলে এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়, আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও?" (সূরা সাফ্‌ফাতঃ ১৫-১৭)

মাসআলা -১১ঃ পুনরুত্থান হওয়া তো হবে আমাদের জন্য সর্বনাশ প্রত্যাবর্তনঃ

﴿يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ (سورة النازعات: ١٠-١٢)

অর্থঃ "তারা বলে আমরা কি পূর্ব অবস্থায় প্রত্যাববর্তিত হবই, গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও, তারা বলেঃ তা যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশ প্রত্যাবর্তন।" (সূরা নাযিআ'তঃ ১০-১২)

মাসআলা-১২ঃ যদি পুনরুত্থান সত্যই হয় তাহলে হাজার বছর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী আমাদের পূর্ব পুরুষরা কেন পুনরুত্থিত হচ্ছে নাঃ

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورة الدخان:٣٥-٣٦)

অর্থঃ "কাফেরার বলেই থাকে, আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হব না। অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।" (সূরা দুখানঃ ৩৫-৩৫)

মাসআলা -১৩ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পাগলের প্রলাপঃ

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ (سورة سبأ:٧-٨)

অর্থঃ "কাফেররা বলে আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নুতন সৃষ্টি রূপে উত্থিত হবে। সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে বা সে কি উন্মাদ? বস্তুত যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা আযাবে ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (সূরা সাবাঃ ৭-৮)

মাসআলা-১৪ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হওয়া কেবল কাল্পনিক জান্নাতে প্রবেশ কারীদের কথাঃ

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ،وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ (سورة الجاثية :٣٢-٣٤)

অর্থঃ "যখন বলা হয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিতো সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানিনা কিয়ামত কি? আমরা মনে করি এটা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে যাবে, আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। বলা হবে আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব, যেমন তোমরা এ দিবসের সাক্ষাত কারকে বিস্মৃত হয়ে ছিলে, তোমাদের আশ্রয় স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা জাসিয়াঃ ৩২-৩৪)

براهين القيامة

কিয়ামতের দলীলসমূহ

মাসআলা-১৫ঃ যেভাবে আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত যমিনকে পুনরুজ্জিবিত করে তেমনি তিনি মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করবেঃ

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (سورة فاطر :٩)

অর্থঃ"আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর আমি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর আমি ওটা দ্বারা যমিনকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি, পুনরুত্থান এরূপেই হবে" ।(সূরা ফাতের-৯)

মাসআলা-১৬ঃ মানুষকে প্রথম মাটি থেকে সৃষ্টিকারী, এরপর বির্য থেকে রক্ত পিন্ড, এরপর রক্ত পিন্ড থেকে মাংসের টুকরা, এরপর মাংসের টুকর থেকে মানুষ সৃষ্টিকারী, এরপর বাচ্চাকে যুবকে পরিণতকারী, এরপর যুবককে বার্ধক্যে পরিণতকারী আল্লাহই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করবেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة الحج:٥-٦)

অর্থঃ "হে মানুষ পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমরা যদি সন্দিহান হও তবে অনুধাবন কর, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, অতঃপর শুক্র থেকে এরপর রক্ত পিন্ড থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নিদৃষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনিত হও, তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় অকর্মণ্য বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে ব্যাপারে তারা সজ্ঞান থাকে না, তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য -শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়না ভিরাম উদ্ভিদ" । (সূরা হাজ্জঃ ৫-৬)

মাসআলা-১৭ঃ আকাশ ও যমিন সৃষ্টি কারী সত্বা (আল্লাহ্)মানুষকে পুনরুত্থানে সক্ষমঃ

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة الأحقاف :٣٣)

অর্থঃ "তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম, কেন নয় বস্তুত তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান"। (সূরা আহক্বাফঃ ৩৩)

মাসআলা-১৮ঃ মানুষকে পুনরুত্থান সম্পর্কে কোরআ'নের কিছু উদাহরণঃ

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة البقرة :٢٦٠)

অর্থঃ "এবং যখন ইবরাহিম বলে ছিল, হে আমার প্রভূ! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন? তা আমাকে প্রদর্শন করুন, তিনি বললেনঃ তবে তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? সে বললঃ হাঁ। কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, তিনি বললেনঃ তাহলে চারটা পাখী গ্রহণ কর। এর পর তাদেরকে সম্মিলিত কর, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের ওপর ওদের এক এক খন্ড রাখ, এর পর ওদেরকে আহ্বান কর, ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত বিজ্ঞান ময়।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৬০)

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة البقرة :٢٥٩)

অর্থঃ "অথবা ঐ বক্তির অনুরূপ যে কোন জনপদ অতিক্রম করছিল এবং তা ছিল শুণ্য এবং নিজ ভিত্তির ওপর পতিত, সে বললঃ এই নগরের মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আবার তাকে কিভাবে জীবন দান করবেন। অনন্তর আল্লাহ্ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন, এর পর তাকে পুনর্জীবিত করলেন, তিনি বললেনঃ এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করেছ? সে বললঃ এক দিন বা এক দিনের কিয়দাংশ অতিবাহিত করেছি, তিনি বললেনঃ বরং তুমি শত বর্ষ অতিবাহিত করেছ, অতএব তোমার খাদ্য পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর, ওটা বিক্রিত হয়নি, তোমার গর্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আর আমি যেহেতু তোমাকে মানবের জন্য নিদর্শন করতে চাই-আরো লক্ষ্য কর অস্থিপুঞ্জের পানে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি, এর পর তাকে মাংসাবৃত্ত করি, অনন্তর যখন ওটা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বললঃ আমি জানি যে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৯)

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة:٧٢-٧٣)

অর্থঃ "এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর তদ্বিষয়ে বিরোধ করছিলে আর তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করলেন, তৎপর আমি বলছিলাম ওর (গাভীর) এক টুকর (মাংস) দিয়ে তাকে (মৃতকে) আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।" (সূরা বাক্বারাঃ ৭২-৭৩)

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ.ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (سورة البقرة:٥٥-٥٦)

অর্থঃ "এবং যখন তোমরা বলছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহ্ কে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করব না, তখন বিদুৎ তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তৎপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করে ছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। (সূরা বাক্বারা-৫৫-৫৬)

الشبهات حول القيامة والرد عليها

কিয়ামতের ব্যাপারে ভ্রান্তির অপনোধন

মাসআলা-১৯ঃ সংশয়ঃ যখন আমরা মৃত্যুর পর মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব তখন কে আমাদেরকে পুনর্জীবিত করবে?

উত্তরঃ ঐ সত্বা (আল্লাহ) যিনি প্রথম সৃষ্টি করে ছিলেন,তিনি দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেনঃ

﴿وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا.أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾ (سورة الإسراء:٤٩-٥١)

অর্থঃ "তারা বলে আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব? বলঃ তোমরা হয়ে যাও পাথর বা লৌহ। অথবা এমন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন, তারা বলবেঃ কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে, বলঃ তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন, অতপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে ওটা কবে? বলঃসম্ভবত শীঘ্রই হবে।" (সূরা ইসরাঃ ৪৯-৫১)

মাসআলা-২০ঃ সংশয় ঃ মৃত্যুর পর আমাদেরকে কিভাবে পুনরুত্থান করা হবে?

উত্তরঃ অস্তীত্ব হীন থেকে অস্তীত্ব দাতা মহান সত্বাই (আল্লাহ্) পুনরুত্থান করবেনঃ

﴿وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ (سورة مريم:٦٦-٦٧)

অর্থঃ "মানুষ বলে আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না।" (সূরা মারইয়ামঃ ৬৬-৬৭)

মাসআলা-২১ঃ সংশয়ঃ মৃতদেরকে আল্লাহ্ কখনো জীবিত করবেন না।

উত্তরঃ দ্বিতীয় বার জীবত করার কথা আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন আর তা পূর্ণ করা তাঁর দায়িত্বঃ

﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل :٣٨)

অর্থঃ "তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র কসম করে বলেঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না, কেন নয়, তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" (সূরা নাহালঃ ৩৮)

الزجر والتوبيخ على شبهات المنكرين

কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ্ পোষন কারীদের প্রতি ধমক

মাসআলা-২২ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উচ্চপদস্ত কর্মকর্তারা বলবেঃ হায় আজ কোথায় পালাবঃ

﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ،كَلَّا لَا وَزَرَ،إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ (سورة القيامة: ٦-١٢)

অর্থঃ "সে প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত দিবস আসবে? যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে এবং চন্দ্র হয়ে যাবে জ্যোতিবিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে, সেদিন মানুষ বলবেঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয় স্থল নেই, সেদিন ঠাই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।" (সূরা কিয়ামাহঃ ৬-১২)

মাসআলা-২৩ঃ কিয়ামত ঐ দিন যেদিন (তা অস্বীকার কারীদেরকে) মেহমানদারী করা হবে অত্যুষ্ণ পানি দিয়েঃ

﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،أَوَءَابَآؤُنَا الأَوَّلُونَ، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ،لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ،ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، لَآكِلُونَ مِن

شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ،فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ،فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ،هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (سورة الواقعة:٤٧-٥٦)

অর্থঃ "তারা বলত মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণও, বলঃ অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ। সকলকে একত্রিত করা হবে, এক নির্ধারিত দিনের এক নির্ধারিত সময়ে, অতপর হে বিভ্রান্ত ও মিথ্যা আরোপ কারীরা ! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, এর পর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি। পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়, কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।" (সূরা ওয়াকিয়াঃ ৪৭-৫৬)

মাসআলা-২৪ঃ কিয়ামত সেদিন যেদিন তা অস্বীকার কারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবেঃ

﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ،يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ،ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (سورة الذاريات :١٢-١٤)

অর্থঃ "তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? (বল) সেদিন যেদিন তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। (আর বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা এ শাস্তিই তরান্বিত করতে চেয়ে ছিলে।" (সূরা যারিয়াতঃ ১২-১৪)

মাসআলা-২৫ঃ কিয়ামত তখন হবে যখন কর্মফল দেখে তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবেঃ

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ﴾ (سورة الملك :٢٥-٢٧)

অর্থঃ" তারা বলেঃতোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলঃএই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? বল এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখ মন্ডল ম্লান হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে বলা হবে এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে"। (সূরা মুলক-২৫-২৭)

মাসআলা-২৬ঃ কিয়ামত তখন হবে যখন (কিয়ামত অস্বীকার কারীদের) নরম ও কোমল চেহারা আগুনে ভুনা হবে, পিঠে বেত্রাঘাত পড়বে, আর তাদের সেবা করার মত কোন সেবিকা থাকবে নাঃ

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (سورة الأنبياء:٣٨-٣٩)

অর্থঃ "আর তারা বলেঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলঃ এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? হায় যদি কাফেররা এসময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।" (সূরা আম্বীয়া-৩৮-৩৯)

মাসআলা-২৭ঃ কিয়ামত তখন হবে যখন (কিয়ামত অস্বীকার কারীদেরকে)লাঞ্ছিত করা হবে আর তারা তাদের অতীতকে স্মরণ করতে থাকবেঃ

﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،أَوَءَابَآؤُنَا الأَوَّلُونَ،قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ،فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ،وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (سورة الصافات:١٦-٢٠)

অর্থঃ "আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনো কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও? বলঃ হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। ওটা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে এবং তারা বলবেঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো কর্মফল দিবস।" (সূরা সাফ্ফাতঃ ১৬-২০)

মাসআলা-২৮ঃ কিয়ামত তখন হবে যখন কিয়ামত অস্বীকার কারীদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ،يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا،هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ،أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الطور:١٢-١٦)

অর্থঃ "যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, এটাই সে অগ্নি যেটাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে, এটা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখছ না? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর বা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান, তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।" (সূরা তূরঃ ১২-১৬)

মাসআলা-২৯ঃ কিয়ামত সেদিন হবে যেদিন প্রথম ধমকেই কিয়ামত অস্বীকার কারীরা মাথা নত করে সেখানে উপস্থিত হয়ে যাবেঃ

﴿يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ،أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ،فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ،فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾ (سورة النازعات:١٠-١٤)

অর্থঃ "তারা বলে আমরা কি পূর্ব অবস্থায় প্রত্যা বর্তিত হবই, গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও, তারা বলেঃ তা যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশ প্রত্যাবর্তন। এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র, ফলে তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।" (সূরা নাযিআ'তঃ ১০-১৪)

اهوال يوم القيامة

কিয়ামতের ভয়াবহতা

মাসআলা-৩০ঃ কিয়ামতের ভয়াবহতার ফলে বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবেঃ

﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ (سورة المزمل :١٧-١٨)

অর্থঃ" তবে কি করে আত্ম রক্ষা করবে সেদিন, যেদিন কিশোর কে পরিণত করব বৃদ্ধে, যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ, তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে" । (সূরা মুয্যাম্মিল-১৭-১৮)

মাসআলা-৩১ঃ মানুষের অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাবেঃ

﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (سورة النـور :٣٧)

অর্থঃ "সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসা বানিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং নামায কায়েম করা থেকে ও যাকাত আদায় থেকে বিরত রাখতে পারে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা নূরঃ ৩৭)

মাসআলা-৩২ঃ চক্ষু স্থির হয়ে যাবেঃ

﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (سورة الأنبياء : ٩٧)

অর্থঃ" অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে আকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবেঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এবিষয়ে উদাসীন, আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম" । (সূরা আম্বীয়া-৯৭)

মাসআলা-৩৩ঃ কলিজা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবেঃ

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورة غافر :١٨-٢٠)

অর্থঃ "তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন (কিয়ামত) সম্পর্কে, দুঃখে-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। আল্লাহ্ বিচার করেন সঠিক ভাবে, আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা-মুমেনঃ ১৮-২০)

মাসআলা-৩৪ঃ অন্তর কাঁপতে থাকবেঃ

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ,تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ,قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ,أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾

(سورة النازعات :٦-٩)

অর্থঃ "সেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে, তাকে অনুকরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গা ধ্বনী। কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে, তাদের দৃষ্টিসমূহ(ভীত হয়ে) অবনমিত হবে।" (সূরা-নাযিয়াত-৬-৯)

মাসআলা-৩৫ঃ চোখ ভয়ে ভীত হয়ে অবনমিত হবেঃ

﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ,خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ,مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ (سورة القمر :٦-٨)

অর্থঃ "অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, যেদিন আহ্বানকারী(ইস্রাফীল) আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে, অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন তারা কবরসমূহ থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গ পালের ন্যায়। তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহবল হয়ে কাফেররা বলবেঃ কঠিন এই দিন।" (সূরা আল কামার-৬-৮)

মাসআলা-৩৬ঃ লোকেরা ভয়ে নতজানু হয়ে থাকবেঃ

﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الجاثية : ٢٨)

অর্থঃ" এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে"। (সূরা জাসিয়া-২৮)

মাসআলা-৩৭ঃ তা হবে দুর্ভোগের দিনঃ

﴿هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ,وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ,وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ (سورة المرسلات :٣٥-٣٧)

অর্থঃ "এটা এমন এক দিন যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না তাওবা করার, সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপ কারীদের জন্য।" (সূরা মুরসালাতঃ ৩৫-৩৭)

মাসআলা-৩৮ঃ সেদিন হবে সংকটময় দিনঃ

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ,فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ,عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ (سورة المدثر :٨-١٠)

অর্থঃ "যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন, যা কাফেরদের জন্য সহজ নয়।" (সূরা মুদ্দাস্সিরঃ ৮-১০)

মাসআলা-৩৯ঃ সেদিন কোন আশ্রয় স্থল থাকবে নাঃ

﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ﴾ (سورة الشورى :٤٧)

অর্থঃ"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিবস আসার পূর্বে যা আল্লাহ্র বিধানে অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না"। (সূরা শূরা-৪৭)

﴿يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ (سورة القيامة:١٠-١١)

অর্থঃ "সেদিন মানুষ বলবে আজ পালাবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নেই।" (সূরা কিয়ামাঃ ১০-১১)

মাসআলা-৪০ঃ সেদিন কোন চাতুরতা, সর্তকতা, বাক পটুতা, চক্রান্ত কোন কাজে আসবে নাঃ

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (سورة الطور :٤٦)

অর্থঃ"সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না"। (সূরা তূর-৪৬)

মাসআলা-৪১ঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং উচ্চ পদ কোন কাজে আসবে নাঃ

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ (سورة الحاقة :٢٥-٢٩)

অর্থঃ "কিন্তু যার আমল নামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত, আমার আমল নাম। আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত, আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।" (সূরা হাক্কাঃ ২৫-২৯)

মাসআলা-৪২ঃ সেদিন স্ত্রী সন্তান অন্তরঙ্গ বন্ধু ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে নাঃ

﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (سورة البقرة : ٤٨)

অর্থঃ" এবং তোমরা সেদিবসের ভয় কর যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে কিছু মাত্র উপকৃত হবে না এবং কোন ব্যক্তি থেকে কোন সুপারিশও গৃহিত হবে না, কোন ব্যক্তি থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না"। (সূরা বাক্বারা-৪৮)

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ،وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ،وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (سورة عبس:٣٣-٣٧)

অর্থঃ" যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি এসে যাবে সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভায়ের কাছ থেকে এবং তার মা ও পিতা থেকে, তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে, সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে"। (সূরা আবাসা-৩৩-৩৭)

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ،إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾(سورة الشعراء:٨٨-٨٩)

অর্থঃ "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে যে, আল্লাহ্‌র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" (সূরা শুআ'রাঃ ৮৮-৮৯)

মাসআলা-৪৩-অন্তরঙ্গ বন্ধু একে অপরের শত্রু হয়ে যাবেঃ

﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة الزخرف:٦٧)

অর্থঃ "বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মোত্তাকীরা ব্যতীত।" (সূরা যুখরূফ-৬৭)

মাসআলা-৪৪ঃ সেদিন মানুষ তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে নিজে বাঁচতে চাইবেঃ

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ،وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ،وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ،وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ،وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ،كَلَّا إِنَّهَا لَظَى،نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى﴾ (سورة المعارج:٨-١٦)

অর্থঃ "সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত, আর সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না, তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টি গোচর। অপরাধী সেদিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে সন্তান সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তি পন তাকে মুক্তি দেয়। না কখনো না এটাতো লেলিহান অগ্নি, যা গাত্র থেকে চামড়া খসিয়ে দিবে।" (সূরা মা'আরিজঃ ৮-১৬)

মাসআলা-৪৫ঃ কিয়ামত অত্যন্ত ভয়ানক ও তিক্ততর ঃ

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ،إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (سورة القمر :٤٦-٤٨)

অর্থঃ "অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতম ও তিক্ততর। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও আযাবে নিপতিত, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (সেদিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রনা আস্বাদন কর।" (সূরা কামারঃ ৪৬-৪৮)

মাসআলা-৪৬ঃ কিয়ামত সম্পর্কে বর্ণিত সূরা সমূহ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বৃদ্ধ করে দিয়ে ছিলঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال ابوبكر رضى الله عنهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قد شبت قال شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتسالون واذا الشمس كورت (رواه الترمذى)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেনঃ আমাকে সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, মোরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইযাস সামছু কুব্বিরাত বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" (তিরমিযী)[25]

মাসআলা-৪৭ঃ কিয়ামতের ভয়াবহতা শিশুকে বৃদ্ধ করে দিবে গর্ববতী নারীর গর্বপাত হয়ে যাবে লোকদেরকে দেখে মাতাল বলে মনে হবেঃ

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل يا آدم فيقول لبيك و سعديك والخير فى يديك قال يقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسع مائة وتسعة وتسعين قال فذالك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال فاشتد ذالك عليهم قالوا يا رسول الله اينا ذاك الرجل فقال ابشروا فانا من ياجوج وماجوج الفا ومنكم رجل(رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃকিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আদম (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলবেনঃ হে আদম, আদম (আঃ) বলবেনঃ হে আল্লাহ্ আমি আপনার খেদমতে ও অনুসরণে উপস্থিত, আর সর্বময় কল্যাণ আপনারই হাতে, তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ মানুষের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর, আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করবে জাহান্নামী কত জন? আল্লাহ্ বলবেঃ প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এটা ঐ সময় যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ববতী সন্তান গর্ভপাত করে ফেলবে, আর লোকদেরকে দেখ মনে হবে তারা যেন মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়, বরং আল্লাহ্র আযাবই এত বেদনাদায়ক হবে।

[25] -আবওয়াব তাফসীররুল কোরআ'ন বাব সূরাতুল ওয়াকিয়া।

আবুসাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ একথা শুনে সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেল এবং বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহলে আমাদের মাঝে ঐ সুভাগ্যবান কে হবে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বললেনঃ নিশ্চিন্ত থাক ইয়াজুজ মাজুজের মধ্য থেকে হবে ৯৯৯ জন, আর তোমাদের মধ্য থেকে এক জন নিয়ে এক হাজার পূর্ণ হবে"। (মুসলিম)[26]।

القيامة والاجرام السماوية

কিয়ামত ও আকাশের অবস্থা

আকাশ

মাসআলা-৪৮ঃ আকাশ ফেটে লাল চামড়ার মত হয়ে যাবেঃ

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (سورة الرحمن :٣٧)

অর্থঃ "যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা রক্ত রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ নিবে।" (সূরা রহমান-৩৭)

মাসআলা-৪৯ঃ সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবেঃ

﴿وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ (سورة الحاقة :١٦)

অর্থঃ" এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে"। (সূরা হাক্কা-৩৭)

মাসআলা-৫০ঃ আকাশ গলিত স্বর্ণের ন্যায় হয়ে যাবেঃ

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ (سورة المعارج :٨)

অর্থঃ" সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর ন্যায়"। (সূরা মাআ'রিজ-৭০)

মাসআলা৫১ঃ সেদিন আকাশ প্রবল ভাবে প্রকম্পিত হবেঃ

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ (سورة الطور :٩)

অর্থঃ "সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবল ভাবে।" (সূরা তূরঃ ৯)

সূর্য

মাসআলা-৫২ঃ সেদিন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবেঃ

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (سورة التكوير :١)

---

[26] -কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান কাওনি হাজিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।

অর্থঃ" যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে" (সূরা তাকভীর-১)

চাঁদ

মাসআলা-৫৩ ঃ চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবেঃ

﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (سورة القيامة :٨)

অর্থঃ "চাঁদ জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।" (সূরা কিয়ামাঃ ৮)

মাসআলা-৫৪ঃ চাঁদ ও সূর্যকে আলোহীন করে একত্রিত করে দেয়া হবেঃ

﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (سورة القيامة :٩)

অর্থঃ"এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে"(সূরা কিয়ামা-৯)

তারকারাজী

মাসআলা-৫৫ঃ তারকারাজী আলোহীন হয়ে যাবেঃ

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ (سورة المرسلات : ٨)

অর্থঃ "অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে।"(সূরা মুরসালাতঃ ৮)

﴿وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ﴾ (سورة التكوير :٢)

অর্থঃ "যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে।" (সূরা তাকভীরঃ ২)

মাসআলা-৫৬ঃ নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বেঃ

﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ﴾ (سورة الإنفطار :٢)

অর্থঃ "যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে।" (সূরা ইনফিতারঃ ২)

القيامة والاجرام الارضية

কিয়ামত ও পৃথিবী

পৃথিবী

মাসআলা-৫৭ঃ পৃথিবী প্রবল ভাবে প্রকম্পিত হবেঃ

﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا﴾ (سورة الواقعة : ٤)

অর্থঃ"পৃথিবী যখন প্রবল ভাবে প্রকম্পিত হবে"(সূরা ওয়াকিয়াঃ ৪)

মাসআলা-৫৮ঃ আল্লাহ্র ভয়ে পৃথিবী কাঁপতে থাকবেঃ

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ (سورة المزمل:١٤)

অর্থঃ "যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ।" (সূরা মুয্যাম্মিলঃ ১৪)

মাসআলা-৫৯ঃ পৃথিবী তার ভান্ডারসমূহ উন্মুক্ত করে দিবেঃ

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا،وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (سورة الزلزلة : ١-٢)

অর্থঃ" যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দিবে" (সূরা যিলযালঃ ১-২)

মাসআলা-৬০ঃ মাত্র একটি ফুৎকারে পৃথিবী চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবেঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ (سورة الحاقة :١٣-١٤)

অর্থঃ "যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তলিত হবে এবং চুর্ণ বিচুর্ণ করে দেয়া হবে।" (সূরা হাক্কাঃ ১৩-১৪)

মাসআলা-৬১ঃ পৃথিবীকে এমন মসৃণ ভাবে সম্প্রসারিত করা হবে যে তাতে কোন মোড় ও টিলা থাকবে নাঃ

﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾ (سورة الإنشقاق :٣)

অর্থঃ" এবং যখন পৃথিবী সম্প্রসারিত করা হবে" (সূরা ইনশিকাক-৩)

﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ (سورة طه:١٠٦-١٠٧)

অর্থঃ "অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতল ভূমি করে ছাড়বেন তুমি তাতে মোড় ওটিলা দেখবে না।"(সূরা তূরঃ ১০৬-১০৭)

﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ (سورة الكهف :٨)

অর্থঃ "এবং অবশ্যই আমি তা উদ্ভিদ শুন্য মাটিতে পরিণত করে দিব।" (সূরা কাহাফঃ ৮)

পাহাড়

মাসআলা-৬২ঃ পাহাড় মেঘমালার ন্যায় সচল হবেঃ

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ (سورة النمل : ٨٨)

অর্থঃ"তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে, এটা আল্লাহ্‌র, যিনি সব কিছুকে করছেন সুসংহত"। (সূরা নামল-৮৮)

মাসআলা-৬৩ঃ পাহাড়সমূহ মরিচীকায় পরিণত হবেঃ

﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ (سورة النبأ : ٢٠)

অর্থঃ "এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।" (সূরা নাবাঃ ২০)

মাসআলা-৬৪ঃ পাহাড়সমূহ ধূলিকণায় পরিণত হবেঃ

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (سورة طه:١٠٥)

অর্থঃ "তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে অতএব আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা পাহাড় সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।" (সূরা ত্বাহাঃ ১০৫)

মাসআলা-৬৫ঃ পাহাড়সমূহ ভেংগে চুরমার হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবেঃ

﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا،فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا﴾ (سورة الواقعة:٥-٦)

অর্থঃ "এবং পর্বতমালা ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।" (সূরা ওয়াকেয়াঃ ৫-৬)

মাসআলা-৬৬ঃ পাহাড়সমূহ ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায় হবেঃ

﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ (سورة القارعة:٥)

অর্থঃ "এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত।" (সূরা কারেয়াঃ ৫)

সমুদ্র

মাসআলা-৬৭ঃ সমুদ্রের পানিকে উত্তাল করা হবেঃ

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ (سورة التكوير:٦)

অর্থঃ "যখন সমুদ্রসমূহকে উদ্বেলিত করা হবে।"(সূরা তাকভীর-৬)

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ (سورة الإنفطار: ٣)

অর্থঃ "যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে।" (সূরা ইনফেতারঃ ৩)

الصور

শিঙ্গা

মাসআলা-৬৮ঃ শিঙ্গায় ফুঁৎকারের মধ্য দিয়ে কিয়ামত শুরু হবেঃ

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾ (سورة ق: ٢٠)

অর্থঃ "এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন।"(সূরা ক্বাফঃ ২০)

মাসআলা-৬৯ঃ শিঙ্গার আকৃতি কোন প্রাণীর শিংয়ের ন্যায় হবে যাতে ফুঁ দেয়া হবেঃ

عن عبد الله ابن عمرو رضى الله عنه قال قال اعرابى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক বেদুইন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিঙ্গা কি? তিনি বললেনঃ(কোন প্রাণীর) শিং তাতে ফুঁ দেয়া হবে।" (তিরমিযী)[27]

মাসআলা-৭০ ঃ শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সময় ফুঁ দাতার ডান পাশে জীবরীল (আঃ) এবং বাম পাশে মিকাঈল (আঃ) থাকবেঃ

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور قال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل(رواه رزين)

অর্থঃ "আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিঙ্গায় ফুঁ দাতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ তার ডান দিকে থাকবে জিবরীল এবং বাম দিকে থাকবে মীকাঈল।" (রাযিন)[28]

মাসআলা-৭১ঃ শিঙ্গার আওয়াজ এত বিকট হবে যে মানুষ তা শোনা মাত্রই মৃত্যুবরণ করতে শুরু করবে।

---

[27] - আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন-সূরা যুমার(৩/২৫৮৬)

[28] -আলবানী লিখিত-মেশকাতুল মাসাবীহ কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামা,বাব আন্নাফখু ফিস্‌সুর (আল ফাসলুস্ সালেস।

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا قال اول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله قال فيصعق ويصعق الناس (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে আর তা শোনা মাত্রই মানুষ স্বীয় গর্দান এক দিকে হেলিয়ে দিবে এবং অপর দিকে উঠাবে (মৃত্যুবরণ) করবে। সর্ব প্রথম যে বক্তি শিঙ্গার আওয়াজ শুনবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যে তার উটের হাউজ মেরামত করতে ছিল, সে আওয়াজ শোনা মাত্রই পড়ে যাবে এবং অন্য লোকেরাও তা শোনে পড়ে যেতে থাকবে।" (মুসলিম)[29]

মাসআলা-৭২ঃ শিঙ্গার আওয়াজ শ্রবণকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নে'মাল ওকীল" বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৩ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা-৭৩ঃ ইস্রাফীল (আঃ) তাঁর জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত শিঙ্গা তাঁর মুখে নিয়ে আছে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ফুঁ দিবেঃ

عن البراء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق ينتظر متى يؤمر ان ينفخ فيه فينفخ (رواه احمد والحاكم)

অর্থঃ "বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃশিঙ্গায় ফুঁ দাতা তার জন্ম থেকে শিঙ্গা মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছে, নির্দেশ পাওয়া মাত্র তাতে ফুঁ দিবে।" (আহমদ, হাকেম)[30]

মাসআলা-৭৪ঃ শুক্র বারে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবেঃ

عن ابى لبابة بن عبد المنذر رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة سيد الايام واعظمها عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال ، خلق الله فيه آدم واهبط الله فيه آدم الى الارض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا اعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعة (رواه ابن ماجة)

---

[29] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া,বাব যিকরু দ্দাজ্জাল।

[30] - আরবানী লিখিত সহীহ আল জামে'আস্সাগরি খঃ৩ হাদীস নং-৩৬৪৬।

অর্থঃ "আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনযির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শুক্রবার দিন সমূহের সর্দার ও আল্লাহ্র নিকট মর্যাদা পূর্ণ, তা আল্লাহ্র নিকট ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফেতেরের দিনের চেয়ে উত্তম, তার মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট রয়েছে, এদিনে আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, আর এদিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়েছেন এবং এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এদিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন কোন বান্দা যে দুয়া করবে আল্লাহ্ তাই কবুল করবেন, যদি তা হারাম কোন কিছু না হয়। এ দিনেই কিয়ামত হবে, আল্লাহ্র এমন কোন প্রিয় ফেরেশ্তা, আকাশ, যামিন, বাতাশ, পাহাড় সমুদ্র নেই যা শুক্র বারে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত না থাকে।" (ইবনে মাযা)[31]

كم ينفخ فى الصور

শিঙ্গায় কতবার ফুঁ দেয়া হবে

মাসআলা-৭৬ঃ শিঙ্গায় দু'বার ফুঁ দেয়া হবে প্রথম ফুঁয়ের পর সমস্ত সৃষ্টি জীব মারা যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁয়ের পর সমস্ত সৃষ্টি জীব জীবিত হবেঃ

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ (سورة الزمر : ٦٨)

অর্থঃ "শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে ফলে আকাশ ও যমিনে যারা আছে সবাই বেঁহুশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, অতপর শিঙ্গায় আবার ফুঁক দেয়া হেব তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডয়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমারঃ ৬৮)

عن عبد الله ابن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا قال اول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله قال فيصعق و يصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل او الظل نعمان الشاك فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, আরা যারাই তা শুনতে পাবে তারা স্বীয় গর্দান এক দিকে ঝুকিয়ে দিবে এবং অন্য দিকে উঠাবে (মারা যাবে), সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এ আওয়াজ শুনতে পাবে, সে তার উটের হাউজ মেরামত করতে থাকবে, এমতাবস্থায় সে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে অন্য লোকেরাও বেহুঁশ হয়ে যাবে, এর পর আল্লাহ্ কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টি পাঠাবেন বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ফলে মানুষের

[31] - আবওয়াব ইকামাতুস্সালা, বাব ফি ফাযলিল জুমআ(১/৮৮৮)।

শরীর সতেজ হবে, অতপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন লোকের সাথে সাথে উঠে দেখতে থাকবে।" (মুসলিম)[32]

মাসআলা-৭৭ঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার মাঝে কত সময় থাকবে তার সঠিক জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহ্ই ভাল রাখেনঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين اربعون قالوا يا ابا هريرة! اربعون يوما؟ قال ابيت قالوا اربعون شهرا؟ قال ابيت قالوا اربعون سنة؟ قال ابيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الانسان شئ الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة (رواه مسلم)

"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দু'টি ফুঁৎকারের মাঝে চল্লিশ, (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল হে আবুহুরাইরা চল্লিশ দিন? তিনি বললেনঃ আমি জানিনা, তারা আবার জিজ্ঞেস করল চল্লিশ মাস? তিনি বললেনঃ আমি জানিনা,তারা আবার জিজ্ঞেস করল চল্লিশ বছর? তিনি বললেনঃ আমি জানিনা, অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন, এরপর মানুষের শরীর এমন ভাবে সতেজ হবে যেমন মাটি থেকে সবুজ সতেজ চারা উৎপন্ন হয়। আবুহুরাইরা আরো বলেনঃ মানুষের শরীরের একটি হাড্ডি ব্যতীত সমস্ত শরীর মাটি হয়ে যাবে, আর তাহল মেরুদন্ডের হাড্ডি, কিয়ামতের দিন ঐ হাড্ডি থেকেই লোকদেরকে পুনরুত্থান করা হবে।" (মুসলিম)[33]

প্রথম ফুঁৎকারের পর কি হবে?

মাসআলা-৭৮ঃ শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকারের আওয়াজ শোনা মাত্র লোকেরা চিন্তিত হয়ে যাবে এর পর এ আওয়াজ যত স্পষ্ট এবং বিকট হতে থাকবে মানুষ তখন মরতে শুরু করবেঃ

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ (سورة الزمر : ٦٨)

অর্থঃ "শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে ফলে আকাশ ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন।" (সূরা যুমারঃ ৬৮)

মাসআলা-৭৯ঃ প্রথম ফুঁৎকারের পর আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত প্রাণী মৃত্যু বরণ করবেঃ

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (سورة القصص:٨٨)

---

[32] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া,বাব যিকরি দ্দাজ্জাল।

[৩৩] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া, বাব মা বাইনা নাফখাতাইন।

অর্থঃ"আল্লাহ্‌র চেহারা (সত্বা) ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল, বিধান তারই এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তীত হবে"। (সূরা কাসাস-৮৮)

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (سورة الرحمن :٢٦-٢٧)

অর্থঃ "ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্বা) যিনি মহিমাময় মহানুভব।" (সূরা রহমানঃ ২৬-২৭)।

মাসআলা-৮০ঃ প্রথম ফুঁৎকারের পর আল্লাহ্ পৃথিবীতে বাদশাহীর দাবীদার দেরকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ আজ গৌরব অহংকার কারীরা কোথায়?

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى الله عزوجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الارض بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আকাশসমূহকে গুছিয়ে স্বীয় ডান হাতে রাখবেন, অতপর জিজ্ঞেস করবেন আমি বাদশাহ, পৃথিবীতে গৌরব ও অহংকার কারীরা আজ কোথায়? এরপর তিনি পৃথিবীকে গুছিয়ে স্বীয় বাম হাতে নিয়ে বলবেনঃ আমি বাদশাহ গৌরব ও অহংকার কারীরা আজ কোথায়?" (মুসলিম)[34]

মাসআলা-৮১ঃ প্রথম ফুঁৎকারের পর আল্লাহ্ বলবেনঃ আজকের বাদশাহী কার? শেষে নিজেই উত্তরে বলবেনঃ এক মাত্র মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌রঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عزوجل اذا قبض ارواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حنئذ يقول لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টির রূহ কবজ করে নিবেন, তখন এক মাত্র অদ্বিতীয় তিনি ব্যতীত আর কেউ থাকবে না, তখন তিনি বলবেনঃ আজকের বাদশাহী কার? এভাবে তিন বার বলে, শেষে নিজেই উত্তরে বলবেনঃ এক মাত্র একক মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র" ।(ত্বাবারানী)[35]

---

[34] -কিতাব সিফাতুল মোনাফেকীন,বাব সিফাতুল কিয়ামা ওয়াল জান্না ওয়া ন্নার।

[35] -তাফসীর ইবন কাসীর,সূরা গাফের,১৬।

মাসআলা-৮২ঃ প্রথম ফুঁৎকারের কিছুক্ষণ পর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে যার ফলে মানুষের মেরু দন্ডের হাড্ডি থেকে তাদের শরীর পুর্নগঠিত হবে কিন্তু তখনো তাতে রূহ দেয়া হবে নাঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৭৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

ماذا يكون بعد النفخة الثانية

শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর কি হবে?

মাসআলা-৮৩ঃ শিঙ্গায় দ্বিতীয় বার ফুঁৎকারের পর সমস্ত শরীর গুলো জিবীত মানুষের আকারে উঠে দাঁড়াবেঃ

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾ (سورة النازعات:١٣-١٤)

অর্থঃ "অতএব এটাতো একটি বিকট শব্দ মাত্র, তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।" (সূরা নাযিয়াতঃ ১৩-১৪)

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ (سورة يس :٥١)

অর্থঃ" শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে"(সূরা ইয়াসীন-৫১)

মাসআলা-৮৪ঃ শিঙ্গায় দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়ার পর লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র আদালতে উপস্থিত হতে শুরু করবেঃ

﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ (سورة النبأ: ١٨)

অর্থঃ "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।" (সূরা নাবাঃ ১৮)

মাসআলা-৮৫ঃ শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর সর্ব প্রথম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর থেকে উঠবেন এর পর অন্যান্য লোকেরা উঠবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فاكون اول من رفع رأسه فاذا موسى آخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادرى ارفع رأسه قبلى ام كان ممن استثنى الله (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রথম বার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের পর আকাশ ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টি জীব মারা যাবে, শুধু তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্‌ রাখতে চাইবে, দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের পর লোকেরা উঠে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমারঃ ৬৮)

সর্বপ্রথম কবর থেকে আমি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা উঠাব, ঐ সময় মূসা (আঃ) আরশের খুঁটি সমূহের একটি খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি জানিনা যে তিনি আমার আগে কবর থেকে উঠবেন, না তিনি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ চিন্তা মুক্ত রাখবেন"। (তিরমিযী)[36]

النشور

পুনরুত্থান

মাসআলা-৮৬ঃ লোকেরা স্ব স্ব কবর থেকে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় উঠবেঃ

﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾ (سورة النمل :٨٧)

অর্থঃ "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, অতপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীত বিহবল হয়ে পড়বে এবং সবাই তার নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।" (সূরা নামলঃ ৮৭)

মাসআলা-৮৭ঃ যাকে কোন প্রাণী খেয়ে ফেলে ছিল সে ঐ প্রাণীর পেট থেকে বের হবে, যে পানিতে ডুবে মারা গেছে সে সেখান থেকে উত্থিত হবে, যাকে জ্বালিয়ে ছাই করে বাতাশে উড়িয়ে দেয়া হয়ে ছিল, সে সেখান থেকে উত্থিত হবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم احد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا ان تجد صفية فى نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর লাশের নিকট এসে দেখল, তাঁকে মোসলা (নাক কান কেঁটে ফেলা হয়েছে), তখন তিনি বললেনঃ যদি সাফিয়া তার মনে ব্যাথা অনুভব না করত, তাহলে আমি হামযাকে এ অবস্থায়ই রেখে দিতাম, যাতে করে তাকে কোন জানোয়ারে খেয়ে ফেলে এবং কিয়ামতের দিন তার পেট থেকে সে বের হয়।" (তিরমিযী)[37]

মাসআলা-৮৮ঃ ঃ লোকেরা তাদের কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগ পালের ন্যায়ঃ

---

[36] -আবওয়াব তাফসীররুল কোরআ'ন, সূরা যুমার (৩/২৫৮৭)

[37] - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু,বাব ফানাউদ্দুনিয়া ওয়া বায়ানুল হাশর ইয়াওমুল কিয়ামা।

﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ،خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ،مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ (سورة القمر :٦-٨)

অর্থঃ "অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে, বিক্ষিপ্ত পংগ পালের ন্যায়। তারা আহ্বান কারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে।" (সূরা আলকামারঃ ৬-৮)

মাসআলা-৮৯ঃ লোকেরা স্ব স্ব কবর থেকে উলঙ্গ, খালী পা, ও খাতনাহীন অবস্থায় উঠবেঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة وعراة غرلا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال يا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে উলঙ্গ, খালী পা, ও খাতনাহীন অবস্থায় উঠানো হবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সমস্ত নারী ও পুরুষরা একে অপরের দিকে দেখতে থাকবে না? তিনি বললেনঃ হে আয়শা সে দিনটি এত ভয়াবহ হবে যে, একে অপরের দিকে তাকানোর মত হুশ থাকবে না।" (মুসলিম)[38]

মাসআলা-৯০ঃ কোন কোন লোককে তার কবর থেকে অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবেঃ

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً،قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ (سورة طه :١٢٤-١٢٦)

অর্থঃ "এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেনঃ এমনি ভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, এর পর তুমি তা ভুলে গিয়ে ছিলা, তেমনি ভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।" (সূরা ত্বাহাঃ ১২৪-১২৬)

মাসআলা-৯১ঃ কিছু কিছু লোককে বধির মুক ও অন্ধ করে তোলা হবেঃ

নোটঃএসংক্রান্ত হাদীসটি ১০৪ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৯২ঃ কবর থেকে বের হওয়া মাত্র দু'জন ফেরেশ্‌তা তাদের সাথে থেকে তাদেরকে আল্লাহ্‌র আদালতে নিয়ে আসবেঃ

[38] -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু,বাব আদ্দুনইয়া ওয়া বায়ানুল হাশর ইয়াওমুল কিয়ামা।

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ (سورة سبأ:٥١)

অর্থঃ"যদি আপনি দেখতেন যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, এর পর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে" (সূরা সাবা-৫১)

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (سورة ق :٢١)

অর্থঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী।" (সূরা ক্বাফঃ ২১)

মাসআলা-৯৩ঃ কাফেররা কবর থেকে উঠার পর অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে হাশরের মাঠ পর্যন্ত পৌঁছবেঃ

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ،خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ (سورة المعارج:٤٣-٤٤)

অর্থঃ "সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্য স্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে, তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত তারা হবে হীনতা গ্রস্ত, এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত।" (সূরা মাআ'রেজঃ ৪৩-৪৪)

মাসআলা-৯৪ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য আহাজারী কারী নারীরা কবর থেকে এমনভাবে উঠবে যেন তাদের শরীরে চুলকানীর কারণে তারা তাদের শরীর যখম করছেঃ

عن ابى مالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারী মহিলা, তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তাহলে এমনভাবে সে তার কবর থেকে উঠবে, যেন তার শরীরে আলকাতরার চাদর ও খস খসে চামড়ার ওড়না থাকবে।" (মুসলিম)[39]

মাসআলা-৯৫ঃ ঈমান দাররা তাদের কবর থেকে দাড়ি হীন গোঁফ হীন লাজুক চোখ নিয়ে ৩০ বছরের যুবকের ন্যায় কবর থেকে উঠবেঃ

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يبعث المؤمنون يوم القيامة جرادا مردا مكحلين بنى ثلاثين سنة (رواه احمد)

---

[39] -কিতাবুল জানায়েয,বাব তাসদীদ ফিন্নীয়াহা।

অর্থঃ "মোয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মোমেন ব্যক্তিরা তাদের কবর থেকে দাড়ি গোঁফ হীন, লাজুক চোখ নিয়ে ৩০ বছরের যুবকের ন্যায় উঠবে"। (আহমদ)[40]

মাসআলা-৯৬ঃ কবর থেকে উঠার পর সর্ব প্রথম ইবরাহীম (আঃ) কে কাপড় পরানো হবে, এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে, এর পর অন্যান্য নবীগণকে, এর পর ঈমানদারদেরকে পালাক্রমে কাপড় পরানো হবেঃ

عن ابن عباس رى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تحشرون حفاة عراة و اول من يكسى من الجنة ابراهيم يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسى فيطرح عن يمين العرش ويؤتى بى فاكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر ثم اوتى بكرسى فيطرح لى على ساق العرش (رواه البيهقى)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা উলঙ্গ ও খালী পায়ে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, সর্ব প্রথম যাকে জান্নাতের পোশাক পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (আঃ)। তাকে জান্নাতের পোশাক পরানো হবে, এরপর তার জন্য একটি চেয়ার এনে আরশের ডান পার্শ্বে রাখা হবে, এর পর আমার জন্য জান্নাত থেকে পোশাক আনা হবে এবং আমাকে তা পরানো হবে, যা অন্য কাউকে পরানো হবে না, এর পর আমার জন্য একটি চেয়ার আনা হবে এবং আরশের খুঁটির পার্শ্বে রাখা হবে।" (বাইহাকী)[41]

নোটঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে নমরূদ যখন আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তাঁর শরীর থেকে পোশাক খুলে নিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন তাঁকে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে।" (ফাতহুল বারী-৬/৩৯০)

মাসআলা-৯৭ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কবর থেকে সে অবস্থায় উঠবে যে অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করে ছিলঃ

عن جابر رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه (رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক বান্দা যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, ঐ অবস্থায় তার পুনরুত্থান হবে।" (মুসলিম)[42]

---

40 -মাযমাউয্‌যাওয়ায়েদ, খঃ১০, হাদীস নং-১৮৩৪৬।

41 -আত্তাযকিরা লি কোরতুবী, আবওয়াবুল মাউত, মাযায়া ফি হাশরিন্নাস ইলাল্লাহ তাআলা।

42 -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাবুল আমর বিহুসনিজ্জন্ন বিল্লাহ তা'লা ইন্দাল মাওত।

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یبعث الناس علی نیاتهم (رواه احمد)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ লোকেরা তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে"। (আহমদ)[43]

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا اراد الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে শাস্তি দিতে চান, তখন পুরা জাতিকেই শাস্তি দেন, এরপর কিয়ামতের দিন লোকেরা স্ব স্ব আমল অনুযায়ী কবর থেকে উঠবে এবং তারা আলাদা আলাদা শাস্তি বা আরাম ভোগ করবে।" (মুসলিম)[44]

نشور من مات فی سبیل الله

আল্লাহ্র পথে শহীদদের পুনরুত্থান

মাসআলা-৯৯ঃ শহীদ স্বীয় কবর থেকে শরীর থেকে রক্ত ঝড়া অবস্থায় উত্থিত হবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال والذی نفسی بیده لایکلم احد فی سبیل الله والله اعلم بمن یکلم فی سبیله الا جاء یوم القیامة واللون لون الدم والریح ریح المسك (رواه البخاری)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আর আল্লাহ্ ভাল করে জানেন কে আল্লাহ্র পথে আঘাত পেয়েছে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার রক্তের রং তো রক্তের মতই হবে, কিন্তু তা থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণ আসবে।" (বোখারী)[45]

---

[43] - সহীহুল জামে আস্‌সাগীর,ওয়া যিয়াদতুহু,খঃ৬,হাদীস নং-৭৮৭১।

[44] -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাবুল আমরি বিহুসনি জ্জন বিল্লাহি তা'লা ইন্দাল মাওত।

[45] -কিতাবুল জিহাদ,বাব মান ইয়াখরুজু ফি সাবীলিল্লাহ।

মাসআলা-১০০ঃ ইহরামরত অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী হাজী তার কবর থেকে তালবীয়া পাঠ করতে করতে উঠবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رجلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة مليبا (رواه النسائى)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্বের সময় এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিল, তার উট তাকে ফেলে দিয়ে গর্দান ভেঙ্গে দিয়ে ছিল এবং এতে সে মারা গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তাকে পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে গোসল করাও, ইহরামের উভয় কাপড়ে তাকে কাফন দাও, তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না, তার মাথা ও ঢাকবে না, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে"। (মুসলিম)[46]

الحشر

হাশর

মাসআলা-১০১ঃ কিছু কিছু লোক তাদের কবর থেকে উঠে পায়ে হেঁটে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول انكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا (رواه البخارى)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা উলঙ্গ, খালী পায়ে, হেঁটে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (বোখারী)[47]

মাসআলা-১০২ঃ কিছু লোক স্বীয় কবর থেকে উঠে সোয়ারীর ওপর আরোহন করে হাশরের মাঠে আসবেঃ

মাসআলা-১০৩ঃ কাফেরদেরকে আগুন হাশরের মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে আসবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير و عشرة على بعير

---

[46] -কিতাবুল হাজ্জ বাব গোসলুল মোহরেম বিসসিদির ইযা মাতা।

[47] - কিতুবুর রিকাক,বাব কাইফাল হাশর।

وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا و تصبح معهم حيث اصبحوا و تمسى معهم حيث امسوا (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ লোকদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে, একটি দল হবে জান্নাতের প্রতি আসক্ত, দ্বিতীয় দলটি জাহান্নামের প্রতি ভীত, (এউভয় দল হবে মুসলমানদের) তাদের মধ্যে কিছু লোক একটি উটে আরোহন করে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে, আবার কিছু একটি উটে তিন জন করে আরোহন করে সেখানে উপস্থিত হবে, আবার কিছু একটি উটে চারজন করে আরোহন করে সেখানে উপস্থিত হবে, আবার কিছু একটি উটে দশজন করে আরোহন করে সেখানে উপস্থিত হবে। আর বাকী লোকেরা (কাফের) তাদেরকে আগুন তাড়িয়ে নিয়ে আসবে হাশরের মাঠে। যেখানেই তারা ক্লান্ত হয়ে আরামের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে, আগুনও সেখানে থেমে যাবে, যেখানে তারা রাত্রি যাপনের জন্য দাঁড়াবে আগুনও সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে, যেখানে তারা প্রভাত করবে আগুনও সেখানে প্রভাত করবে, যেখানে তারা সন্ধা করবে আগুনও সেখানে সন্ধা করবে"। (বোখারী)[৪৮]

মাসআলা-১০৪ঃ কিছু লোক অন্ধ ও মুক হওয়া সত্ত্বেও মুখে ভর করে চলে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেঃ

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ (سورة الإسراء :٩٧)

অর্থঃ" কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, মুক, ও বধির করে, তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম, যখনই তা অস্তিমিত হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব"। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৯৭)

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رجلا قال يا نبى الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال اليس الذى امشاه على الرجلين فى الدنيا قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة قال: قتادة رضى الله عنه بلى وعزة ربنا (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ্‌র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফের কিভাবে তার মুখের ওপর ভর করে চলে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে? তিনি বললেনঃ ঐ সত্বা যিনি তাকে পৃথিবীতে দু'পায়ের ওপর চালিয়েছেন তিনি কি তাকে কিয়ামতের দিন তার মুখের ওপর ভর করে চালাতে পারবেন না? কাতাদা বললঃ হাঁ আমার রবের ইজ্জতের কসম"! (বোখারী)[49]

---

[48] -কিতাবুর রিকাক ,বাব কাইফাল হাশর।

[49] -কিতাবুর রিকাক, বাব কাইফাল হাশর।

মাসআলা-১০৫ঃ কিছু কিছু লোককে তাদের মুখের ওপর ভর করা অবস্থায় ফেরেশ্তাগণ হা্শরের মাঠে একত্রিত করবেনঃ

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (سورة الفرقان:٣٤)

অর্থঃ" যাদেরকে মুখে ভর করে চলা অবস্থায় জাহান্নামে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই সর্বাধিক পথ ভ্রষ্ট"। (সূরা ফুরকান-৩৪)

عن بهز بن حكيم رضى الله عنه عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم (رواه الترمذى)

অর্থঃ "বাহায বিন হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ তোমরা পায়ে হেঁটে, আরোহন করে এবং তোমাদের মুখের ওপর ভর করে হাশরের মাঠে জমা হবে।" (তিরমিযী)[50]

মাসআলা-১০৬ঃ সমস্ত সৃষ্টি জীবকে আল্লাহ্ এমনভাবে হা্শরের মাঠে একত্রিত করবেন যে এক জন সৃষ্টিও অবশিষ্ট থাকবে নাঃ

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (سورة الكهف :٤٧)

অর্থঃ "স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত, আর তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর, সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না।" (সূরা কাহ্ফঃ ৪৭)

[50] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা,বাব মাযায়া ফি সা'নিল হাশর (২/১৯৭৬)

ارض الحشر

হাশরের মাঠ

মাসআলা-১০৭ঃ সিরিয়া লোকদেরকে একত্রিত করার স্থান (হাশরের মাঠ) হবেঃ

عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تحشرون رجالا وركبانا و تجرون على وجوهكم ههنا واوما بيده نحو الشام (رواه احمد والحاكم)

অর্থঃ "মোয়াবিয়া বিন হাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা পায়ে হেঁটে, আরোহন করে, মুখের ওপর ভর করে এখানে একত্রিত হবে, একথা বলে তিনি সিরিয়ার দিকে ইশারা করলেন।" (হাকেম)[51]

عن ميمونة بنت سعد رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام ارض المحشر والنشر (رواه احمد)

অর্থঃ "মাইমুনা বিনতে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সিরিয়া একত্রিত হওয়া এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থান।" (আহমদ)[52]

মাসআলা-১০৮ঃ হাশরের মাঠের আকাশ ও যমিন বর্তমান আকাশ ও যমিন থেকে ভিন্ন হবেঃ

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٤٨) سورة إبراهيم

অর্থঃ "যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশ মন্ডলী ও মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সামনে, যিনি এক পরাক্রমশালী।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৪৮)

عن مسروق رضى الله عنه قال : تلت عائشة رضى الله عنها هذه الاية يوم تبدل الارض غير الارض قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين يكون الناس قال على الصراط (رواه الترمذى)

অর্থঃ "মাসরুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ আয়াতটি তেলওয়াত করলেন, "যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে" এবং

---

[51] - সহীহ আলজামে আস সাগীর, লি আরবানী খঃ২, হাদীস নং-২২৯৮।

[52] - সহীহ আলজামে আস সাগীর, লি আলবানী খঃ২, হাদীস নং-৩৬২০।

জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তখন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেনঃ পুল সিরাতের ওপর"। (তিরমিযী)[53]

মাসআলা-১০৯ঃ হাশরের মাঠ আলোক উজ্জল সাদা পরিষ্কার গোলবের ন্যায় পৃথিবীতে সমবেত করা হবেঃ

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (سورة الزمر: ٦٩)

অর্থঃ"বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমল নামা পেশ করা হবে এবং নবী ও সাক্ষীগণকেও হাজির করা হবে, সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না"। (সূরা যুমার-৬৯)

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم لاحد (رواه مسلم)

অর্থঃ "কিয়ামতের দিন লোকদেরকে সাদা উজ্জল পরিষ্কার গোলবের ন্যায় পৃথিবীতে সমবেত করা হবে যেখানে কারো কোন মালিকানার চিহ্ন থাকবে না।" (মুসলিম)[54]

মাসআলা-১১০ঃ নুতন পৃথিবী সর্বপ্রকার পাপাচার যুলম অবিচার মুক্ত হবে সেখানে সমস্ত ফায়সালা ইনসাফ ভিত্তিক হবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قول الله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض قال ارض بيضاء لم يسفق عليها دم ولم عليها خطيئة(رواه البزار)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ "যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে" তিনি বললেনঃ সাদা উজ্জল যমিন হবে যেখানে কোন রক্ত পাত হয় নাই এবং যেখানে কোন পাপাচার হয় নাই।" (বায্যার)[55]

মাসআলা-১১১ঃ হাশরের মাঠে প্রত্যেকে খুব কষ্ট করে দু'পা রাখার মত স্থান পাবেঃ

عن على بن حسين رضى الله عنه قال اذا كان يوم القيامة مد الله الارض مد الاديم حتى لايكون لاحد من البشر الا موضع قدميه (ذكره فى الزهد لابن مبارك)

---

[53] -আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন, বাব সূরা ইবরাহীম(৩/২৪৯৬)

[54] - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন ওয়া আহকামিহিম, বাব ফিল বা'সি ওয়ান্নুসুর ওয়া সিফাতুল আরয ইয়ামুল কিয়ামা।

[55] - মাযমাউয্যাওয়ায়েদ,খ:১০, হাদীস নং-১৮৩৬৫।

অর্থঃ "আলী বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পৃথিবীকে টেনে চামড়ার ন্যায় করে দিবেন, ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে শুধু তার দু'পা রাখার মত স্থান পাবে।" (বায্যার)[56]

اهوال الحشر

হাশরের মাঠের ভয়াবহতা

মাসআলা-১১২ঃ হাশরের মাঠের ভয়াবহতা মৃত্যু ও কবরের কষ্টের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি হবেঃ

عن انس رضى الله عنه لاعلمه الا رفعة قال صلى الله عليه وسلم لم يلق ابن ادام شيئا منذ خلقه الله عزوجل اشد عليه من الموت ثم ان الموت اهون مما بعده وانهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجمهم العرق حتى ان السفن لو اجريت فيه اجرت (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন থেকে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে তার ওপর মৃত্যুর চেয়ে বেদনাদায়ক সময় আর কখনো আসে নাই, আর মৃত্যুর পরের স্তরসমূহ মৃত্যুর চেয়েও বেদনা দায়ক, নিশ্চয়ই লোকেরা হাশরের দিনের কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, শরীর থেকে ঘাম ঝড়তে থাকবে, ঘাম এত অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হবে যে, যদি কেউ ঘামের মাঝে নৌকা চালাতে চায় তাহলে তাও সম্ভব হবে।" (ত্বাবারানী)[57]

মাসআলা-১১৩ঃ হাশরের মাঠের গরম ঘামে দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে লোকেরা নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্র নিকট দুয়া করবে, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে হাশরের মাঠ থেকে মুক্তি দিন, যদিও তা জাহান্নামেই হোকনা কেনঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول يا رب ارحنى ولو الى النار (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন ঘাম কোন কোন লোকের মুখমন্ডল পর্যন্ত হবে, তখন সে দুয়া করতে থাকবে, হে আমার প্রভূ এ মুসিবত থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও, যদিও তা জাহান্নামেই হোকনা কেন"। (ত্বাবারানী)[58]

---

[56] -আত্তাযকিরাতুল কুরতুবী,আবওয়াবুল মাউত,বাব আইনা ইয়াকুনুন্নাস।

[57] -মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত্তারগিব ওয়াততার হিব, খঃ৪,হাদীস নং-৫২৫৮।

[58] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত্তারগিব ওয়াততার হিব, খঃ৪,হাদীস নং-৫২৬০।

মাসআলা-১১৪ঃহাশরের মাঠে সমস্ত নারী পুরুষ উলঙ্গ শরীর, জুতাহীন, খাতনাহীন হবে, কিন্তু ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কারণে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারবে নাঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৮৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১১৫ঃ কাফেরদের ভয় ভীতিকে বৃদ্ধি করার জন্য জাহান্নামকে হাশরের মাঠের পাশে রাখা হবেঃ

﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ (سورة الشعراء: ٩١)

অর্থঃ "এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।" (সূরা শোয়ারাঃ ৯১)

মাসআলা-১১৬ঃ হাশরের মাঠে ভয়াবহতা দেখে কাফেরদের চেহারা কাল হয়ে যাবেঃ

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (سورة يونس:٢٧)

অর্থঃ "আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ, অসৎ কর্মের বদলায় যে পরিমাণ অপমান তাদের তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে, কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহ্‌র হাত থেকে। তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে, এরা হল জাহান্নামী, এরা এতেই থাকবে অনন্ত কাল।" (সূরা ইউনুসঃ ২৭)

﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ،تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ،أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ (سورة عبس :٤٠-٤٢)

অর্থঃ "এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।" (সূরা আবাসাঃ ৪০-৪২)

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (سورة الزمر:٦٠)

অর্থঃ "যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন, অহংকারকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি?" (সূরা যুমারঃ ৬০)

﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ،تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ (سورة القيامة:٢٤-٢٥)

অর্থঃ "কোন কোন মুখ মন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ এ আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।" (সূরা কিয়ামাঃ ২৪-২৫)

মাসআলা-১১৭ঃ তীর যেমন ধনুকে খুব কষ্ট করে রাখা হয় তেমনি লোকেরাও হাশরের মাঠে খুব কষ্ট করে ৫০ হাজার বৎসর থাকবেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم يقوم الناس لرب العالمين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا جمعكم الله كما يجمع النبل فى الكنانة خمسين الف سنة ثم لا ينظر الله اليكم (رواه الحاكم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত তেলওয়াত করে বললেনঃ" যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।" (সূরা মোতাফ্ফিফীনঃ ৬)

তিনি বললেনঃ তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে? যখন আল্লাহ্ ৫০ হাজার বছরের জন্য এমন ভাবে একত্রিত করে রাখবেন, যেমন তীর ধনুকের সাথে মিশে থাকে, আর এসময়ে আল্লাহ্ তোমাদের দিকে তাকাবেনও না।" (হাকেম)[59]

মাসআলা-১১৮ঃ কাফের মুশরেকদের জন্য হাশরের মাঠের অর্ধেক দিন ৫০ হাজার বছরের ন্যায় মনে হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين: مقدار نصف يوم من خمسين الف سنة فيهون ذالك على المؤمن كتدلى الشمس للغروب الى ان تغرب (رواه ابو يعلى وابن حبان)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে" তার ব্যাখ্যায় বলেছেন এর অর্ধেক দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের ন্যায় হবে, আর এ পরিমাণ মুমেনদের জন্য অত্যন্ত সাধারণ হবে, সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়ার সময়ের পরিমাণ হবে।"[60]

মাসআলা-১১৯ঃ কাফেরদের জন্য হাশরের মাঠের কষ্ট মৃত্যু যন্ত্রনায় বেহুশ হয়ে যাওয়ার মত হবে আর মুমেনের জন্য শর্দির মত মনে হবেঃ

عن انس رضى الله عنه قال حدثنى نبى الله صلى الله عليه وسلم انى لقائم انتظر امتى تعبر الصراط اذ جاء عيسى عليه السلام قال فقال هذه الانبياء قد جاءتك يا محمد يسألون او قال يجتمعون اليك يدعون الله ان يفرق بين جمع الامم الى حيث يشاء لغم ما هم فيه فالخلق ملجمون فى العرق فاما المؤمن فهو عليه كالزكمة واما الكافر فيتغشاه الموت (رواه احمد)

---

[59] - কিতাবুল আহওয়াল, বাব লা-ইদখুলু আহলুল জান্না হাত্বা ইয়ানকু আন মাযালিমিলদ্দুনইয়া।

[60] -মহিউদ্দীন আদীব লিখিত আত্তারগীব ওয়াত্তার হিব,খঃ৪, হাদীস নং-৫২৫৮।

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেনঃ আমি আমার উম্মতের জন্য পুলসিরাতের ওপর অপেক্ষা করতে থাকব, যাতে করে তারা পুল অতিক্রম করতে পারে, হঠাৎ করে ঈসা (আঃ) এসে বলবেনঃ হে মুহাম্মদ এটি নবীদের দল তারা এসেছে, বা বলবেনঃ সমস্ত নবীগণ আপনার নিকট এসেছে আপনি আল্লাহ্র নিকট দুয়া করুন, যেন তিনি সৃষ্টির মাঝে ফায়সালা করে তাদেরকে যেখানে তিনি চান সেখানে যেন পাঠিয়ে দেন, যাতে করে তারা বর্তমানে যে কষ্টে আছে তা থেকে মুক্তি পায়। সৃষ্টি জীব ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, ঈমানদারদের জন্য হাশরের মাঠের কষ্ট শর্দির কষ্টের মত মনে হবে। অথচ কাফেরদের নিকট হাশরের মাঠের কষ্ট মৃত্যু যন্ত্রনায় বেঁহুশ হওয়ার মত কষ্ট কর হবে।" (আহমদ)[61]

حر الشمس فى الحشر

হাশরের মাঠে সূর্যের তাপ

মাসআলা-১২০ঃ হাশরের মাঠে সূর্য মানুষ থেকে এক মাইল দূরে থাকবে লোকেরা স্ব স্ব আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবেঃ

عن المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منه كمقدار ميل قال فيكون الناس على قدر اعمالهم فى العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم الى حقويه منهم من يلجمه العرق الجاما قال واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه (رواه مسلم)

অর্থঃ "মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের কাছ থেকে এক মাইল দূরে থাকবে, আর লোকেরা স্ব স্ব আমল মোতাবেক ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে, কারো টখনা পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত, একথা বলে তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করলেন।" (মুসলিম)[62]

মাসআলা-১২১ঃ ঘাম কোন কোন লোকের পায়ের পাতা পর্যন্ত হবে, কোন কোন লোকের টাখনার নিচ পর্যন্ত হবে, কোন কোন লোকের হাটু পর্যন্ত, কোন কোন লোকের পেট পর্যন্ত, কোন কোন লোকের কোমর পর্যন্ত, কোন কোন লোকের কাঁধ পর্যন্ত, কোন কোন লোকের মুখ পর্যন্ত, কোন কোন লোক ঘামের মাঝে সাতার কাঁটবেঃ

---

[61] - মাযমাউযযাওয়ায়েদ, বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ দরবেশ, কিতাবুল বা'স বাব ফিশিফা (১০/১৮৫০৬।

[62] -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু,বাব সিফাত ইয়ওমুল কিয়ামা।

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس من الارض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقيبيه ومنهم من يبلغ نصف الساق ومنهم من يبلغ الى العجز ومنهم من يبلغ الى الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ عنقه ومنهم من يبلغ وسطه واشار بيده الجمها فاه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده واشار وامر يده فوق رأسه من غير ان يصيب الرأس دور راحتيه يمينا وشمالا (رواه احمد والطبرانى وابن حبان والحاكم)

অর্থঃ "ওকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সূর্য পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়ে যাবে, মানুষের শরীর থেকে ঘাম ঝড়তে থাকবে, ঘাম কারো পায়ের পাতা পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম টাখনার নিচ পর্যন্ত হবে, কারো হাটু পর্যন্ত হবে, কারো পিট পর্যন্ত, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, কারো কাঁধ পর্যন্ত, কারো গর্দান পর্যন্ত, কারো মুখ পর্যন্ত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করলেন যেমন কারো মুখে লাগাম লাগানো থাকে, ওকবা বিন আমের বলেনঃ আমি দেখলাম তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, কেউ ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে।" (আহমদ,ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, হাকেম)[63]

মাসআলা-১২২ঃ কোন কোন লোকের মুখের ওপরে কানের নিচ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবেঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم فى الرشح الى انصاف اذنيه (رواه الترمذى)

অর্থঃ "ইবনে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।" এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ কোন কোন লোক কানের নিচ পর্যন্ত ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে।" (তিরমিযী)[64]

মাসআলা-১২৩ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের শরীর থেকে এত ঘাম ঝড়বে যে তা মাটির ওপর ১৪০ মিটার উঁচু হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العرق يوم القيامة ليذهب فى الارض سبعين باعا وانه ليبلغ الى افواه الناس او الى اذانهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃকিয়ামতের দিন ঘাম মাটি থেকে ১৪০ মিটার উচুঁ হবে, আর তা কোন কোন লোকের মুখ বা কান পর্যন্ত হবে।" (মুসলিম)[65]

---

63 - মহিউদ্দীন আদীব লিখিত আত্তারগীব ওয়াত্তারহিব,কিতাবুল বা'স, ফাসল ফিল হাশর (৪/৫২৫৭)।

64 -আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন, বাব সূরা ওয়াইলুল লিল মোতাফইফফীন (৩/২৬৫৬)।

الاعمال التى تعز اهلها فى الحشر

হাশরের মাঠে সম্মানিত করবে এমন কতিপয় আমল

মাসআলা-১২৪ঃ সৎ আমল কিয়ামতের দিন সর্ব প্রকার ভয়াবহতা থেকে মানুষকে রক্ষা করবেঃ

﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (سورة النمل:٨٩)

অর্থঃ "যে কেউ সৎ কর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতার প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে।" (সূরা নামলঃ ৮৯)

মাসআলা-১২৫ঃ নিম্নোক্ত সাত প্রকার লোক হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে স্থান পাবেঃ

(১) ন্যায় পরায়ন বাদশা (২) যৌবনকালে ইবাদত কারী (৩) যার অন্তর মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে (৪) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে (৫) পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য সুন্দরী নারীর আহ্বানকে আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রত্যাখ্যান করে (৬) গোপন ভাবে দান খয়রাত করে (৭) একা একা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে অশ্রু ঝড়ায় এমন ব্যক্তি।

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا فى عبادة ربه ورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحابا فى الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امراة ذات منصب وجمال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়াতলে ছায়া দিবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায় পরায়ন বাদশা (২) ঐ যুবক যে তার যৌবন কালকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে অতিক্রম করেছে (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে (৪) ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে এবং এ উদ্দেশ্যেই একে অপরকে অপছন্দ করে (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য কোন সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি (৬) ঐ ব্যক্তি যে এমন ভাবে দান খয়রাত করে যে, তার বাম হাত জানেনা যে তার ডান হাত কি দান করেছে।(৭) ঐ ব্যক্তি যে একা একা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে অশ্রু ঝড়ায়।" (বোখারী)[66]

---

65 -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাব সিফাত ইয়ামুল কিয়ামা।

66 -কিতাবুল আযান,বাব মান জালাসা ফিল মাসজিদ ইয়ানতাযিরুস্‌সালা ওয়া ফাযলুল মাসাজিদ।

মাসআলা-১২৬ঃ অভাবী ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ আদায়ে সময় দাতা বা ঋণের কিছু অংশ ক্ষমাকারীও হাশরের মাঠে আল্লাহ্র আরশের ছায়া তলে ছায়া পাবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের সময় দেয়, বা ঋণের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে তাঁর আরশের ছায়া তলে ছায় দিবেন, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।" (তিরমিযী)[67]

عن ابى اليسر رضى الله عنه صاحب النبى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يظله الله فى ظله فلينظر معسرا او ليضع له (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবী আবুল ইয়ুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ্ তাকে তাঁর আরশের ছায়া তলে স্থান দেন, সেযেন ঋণ গ্রহিতাকে সুযোগ দেয় বা ঋণের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়।" (ইবনু মাযা)[68]

মাসআলা-১২৭ঃ উত্তম চরিত্রের লোকেরা হাশরের মাঠে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খুব নিকটে থাকবেঃ

عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الى واقربكم منى مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا وان من ابغضكم الى وابعدكم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون (رواه الترمذى)

অর্থঃ "যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আমার নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার খুব নিকটে থাকবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং কিয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে তারা, যারা অধিক কথা বলে, ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ও অহংকারকারী।" (তিরমিযী)[69]

মাসআলা-১২৮ঃ বিনয় নম্রতা বসত সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে হাশরের মাঠে তার ইচ্ছা মত পোশাক পরানো হবেঃ

---

[67] - আবওয়াবুল হিবাত,বাব ইনযারুল মো'সের(২/১৯৬৩)

[68] -আবওয়াবুল হিবাত, বাব ইনযার আল মো'সের (২/১৯৬৩)

[69] -আবওয়াবুল বির ওয়াসসিলা,বাব মাযায়া ফি মায়ালী আল আখলাক(২/১৬৪২)

عن معاذ بن انس الجهنی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو یقدر علیه دعاه الله یوم القیامة علی رؤوس الخلائق حتی یخیره من ای حلل اهل الایمان شاء یلبسها (رواه الترمذی)

অর্থঃ "মোয়ায বিন আনাস আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিনয় ও নম্রতা দেখিয়ে, তার তাওফীক থাকা সত্ত্বেও দামী পোশাক ব্যবহার করল না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মানুষের সামনে ডাকবেন, যাতে করে সে ঈমানদারদের পোশাকের মধ্য থেকে যে ধরণের পোশাক খুশী তা ব্যবহার করতে পারে।" (তিরমিযী)[70]

মাসআলা -১২৯ঃ হাশরের মাঠে ঈমানদারদের ওজুর অঙ্গসমূহ উজ্জল ও সাদা হবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال انی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من اثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل (رواه البخاری)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতদেরকে ওযুর কারণে তাদের অঙ্গ পতঙ্গগুলো উজ্জল অবস্থায় ডাকা হবে, অতএব যে ব্যক্তি তার উজ্জলতাকে বাড়াতে সক্ষম সেযেন তা করে।" (বোখারী)[71]

নোটঃ উল্লেখ্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতদেরকে ওযুর অঙ্গ পতঙ্গের উজ্জলতা দেখেই চিনতে পারবেন। (ইবনু মাযা)

মাসআলা-১৩০ঃ হাশরের মাঠে আযান দাতার গর্দান লম্বা হবেঃ

عن معاویة بن ابی سفیان رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤذنون اطوال الناس اعناقا یوم القیامة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "মোয়াবিয়া বিন আবুসুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুয়ায্যিন (আযান দাতা) কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা গলা বিশিষ্ট হবে।" (ইবনু মাযা)[72]

মাসআলা-১৩১ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একে অপরকে মোহাব্বতকারী আলোকউজ্জল আসনে আসিন হবেঃ

---

[70] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা,বাব ১৫ (২/২০১৭)

[71] -কিতাবুল ওযু, বাব ফযলুল ওযু।

[72] -কিতাবুল আযান,বাব ফযলুল আযান (৩/২৫১৬)

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عزوجل المتحبون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء (رواه الترمذى)

অর্থঃ "মোয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে মোহাব্বতকারী এমন নূরের মিম্বরের ওপর আসীন হবে, যা নবী ও শহীদগণও কামনা করবে।" (তিরমিযী)[73]

মাসআলা-১৩২ঃ সর্বপ্রকার আচার আচরণে ইনসাফ কারীরা আল্লাহ্র ডান পর্শ্বে নূরের মিম্বরে আসীন হবেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم واهليهم وماولوا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই ইনসাফ কারীরা আল্লাহ্র নিকট তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরসমূহের ওপর আসীন থাকবে। তাঁর উভয় হাতই ডান হাত, আর তারা হবে ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের বিচার ফায়সালা ও প্রত্যেক ঐ সমস্ত কাজ যেখানে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা তারা ইনসাফের সাথে পালন করেছে।" (মুসলিম)[74]

মাসআলা-১৩৩ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে মোহাব্বত কারীদের চেহারা হাশরের মাঠে আলোক উজ্জল হবে,তারা নূরের মিম্বরের ওপর আরোহি হবে তাদের কোন ভয় ভীতি থাকবে নাঃ

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لاناسا ما هم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرنا من هم ؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم على نور لايخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرء هذه الاية الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون(سورةيونس-٦٢ ابوداود)

---

[73] - কিতাবুযযিকর ওয়াদ্দুয়া, বাব ফযলুল ইযতেমা আলা তিলওয়াতিল কোরআ'ন।

[74] -কিতাবুল ইমারা,বাব ফযিলাতুল ইমাম আল আদেল।

অর্থঃ "ওমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন হবে, যারা না নবী না শহীদ, কিন্তু কিয়ামতের দিন নবী ও শহীদগণও তাদের প্রশংসা করবে, তাদের ঐ সম্মানের কারণে যা তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করেছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে বলুনঃ কারা ঐ সুভাগ্যবান? তিনি বললেনঃ তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের মাঝে কোন আত্নীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্বেও, তারা একে অপরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মোহাব্বত করে, তাদের মাঝে অর্থ লেন-দেনেরও কোন সম্পর্ক নেই, (সেদিন) তাদের চেহারা নূরানী হবে এবং তারা নূরের মিম্বরের ওপর আসীন হবে, যখন লোকেরা ভয়ে ভীত থাকবে তখন তাদের কোন ভয়ই থাকবে না এবং লোকেরা যখন চিন্তিত থাকবে, তখন তাদের কোন চিন্তাই থাকবে না। এর পর তিনি এ আয়াত তেলওয়াত করলেন, "আল্লাহ্র ওলীদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না।" (সূরা ইউনুস-৬২ , আবুদাউদ)[75]

মাসআলা-১৩৪ঃ প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ নেয় নাই এমন ব্যক্তিকে হাশরের মাঠে তার পছন্দ মত হুর দেয়া হবেঃ

عن معاذ بن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ماشاء (رواه احمد)

অর্থঃ "মোয়ায বিন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয়ায় সক্ষম হওয়া সত্বেও প্রতিশোধ নেয় নাই, বরং রাগ দমন করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মানুষের সামনে ডেকে, তার পছন্দ মত হুরঈন চয়ন করার সুযোগ দিবেন, তাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা তাকে সে বিয়ে করবে।" (আহমদ)[76]

মাসআলা-১৩৫ঃ নিম্নোক্ত তিনটি আমল হাশরের মাঠে সম্মানের কারণ হবেঃ (১)কোন বিপদ গ্রস্তের বিপদ দূর করা (২) ঋণ আদায়ে অপারগ ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের জন্য সময় দাতা (৩) কারো দোষ গোপন রাখাঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة (رواه مسلم)

[75] -কিতাবুল ইযাযা ফিররেহেন (২/৩০১২)

[76] -আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস্‌সাগীর খঃ৫, হাদীস নং-৬৩৯৪।

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদ সমূহের কোন বিপদ দূর করে, আল্লাহ্ তার কিয়ামতের বিপদসমূহের একটি বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ গ্রহিতাকে তা আদায়ের জন্য সুযোগ দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাত তার জন্য সহজ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন দোষ গোপন রাখে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।" (মুসলিম)[77]

الاعمال المخزية فى الحشر

পরকালে লাঞ্ছিত হওয়ার আমলসমূহ

মাসআলা-১৩৬ঃ সোনা ও রূপার যাকাত আদায় না কারীদেরকে হাশরের মাঠে সোনা ও রূপার গরম পাত দিয়ে দাগ দেয়া হবেঃ

মাসআলা-১৩৭ঃ উট গরু মহিষ বকরী ও ভেড়ার যাকাত আদায় না কারীদেরকে এ সমস্ত প্রাণীরা পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত হাশরের মাঠে পদদলিত করতে থাকবেঃ

মাসআলা-১৩৮ঃ হাশরের মাঠের অবস্থান পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفاح من نار فاحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدى منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لايفقد منها فصيلا واحدا تطؤه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لايؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لايفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا غضباء تنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها كلما مر عليه اولادها رد عليه اخراها فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار (رواه مسلم)

---

[77] -কিতাবুযযিকর ওয়াদ্দুয়া। বাব ফযলুল ইজতেমা আলা তিলওয়াতিল কোরআ'ন।

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সোনা ও চাঁদির মালিক কিন্তু তার হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ সোনা ও চাঁদির পাত তৈরী করা হবে, এর পর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, এর পর তা দিয়ে তার ললাট, পার্শ্বদেশ, ও পিঠে দাগ দেয়া হবে, যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন তা আবার গরম করার জন্য জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাকে আবার ঐ শাস্তি দেয়া হবে,(আর তা করা হবে এমন এক দিনে) যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তার এ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে, এর পর তাদের কেউ পথ ধরবে জান্নাতের দিকে, আর কেউ জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ উটের মালিকের কি অবস্থা হবে? তিনি বললেনঃ যে উটের মালিক, তার উটের হক আদায় করবে না, আর উটের হক গুলোর মধ্যে পানি পানের দিন তার দুধ দোহন করে তা অন্যদেরকে দান করাও একটি, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটা তাজা হয়ে আসবে, এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে, এগুলো তাদের পা দিয়ে তাকে পদদলিত করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে, এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে, তখন অপরটি অগ্রসর হবে, সারা দিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে, এদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে, তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামে যাবে।

এর পর জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গরু ছাগলের মালিকদের কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ যেসব গরু ছাগলের মালিক এর হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে, আর তার সেসব গরু ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে, এবং খুর দিয়ে পদদলিত করতে থাকবে, সেদিন তার একটি গরু বা ছাগলের শিং বাঁকা বা ভাঙ্গা হবে না এবং তাকে পদদলিত করার ব্যাপারেও একটি বাদ থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে তখন দ্বিতীয়টি এর পিছে পিছে এসে যাবে। সারা দিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে, তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে"। (মুসলিম)[78]

মাসআলা-১৩৯ঃ হাশরের মাঠে মুনাফেক ও বে-নামাযীদের লাঞ্ছনা ও অপমানের দৃশ্যঃ

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ (سورة القلم:٤٢-٤٣)

অর্থঃ "গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত

[78] - কিতাবুয্যাকাত,বাব ইসমু মানে' যাকাত।

থাকবে, তারা লাঞ্ছনা গ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হত।" (সূরা কালামঃ ৪২-৪৩)।

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما اراد ان يسجد خر على قفاه (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাঁর পায়ের গোছা খোলবেন, তখন যারা (দুনিয়াতে) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে সেজদা করত তাদেরকে আল্লাহ্ সেজদা করার তাওফীক দিবেন, কিন্তু যারা নিজেদেরকে রক্ষা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সেজদা করত, তাদের পিঠকে আল্লাহ্ কাঠ করে দিবেন, তখন তারা সেজদা করতে চাইলে পড়ে যাবে।" (মুসলিম)[79]

মাসআলা-১৪০ঃ হত্যাকারী ও নিহত হাশরের মাঠে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে নিহতের শরীর থেকে রক্ত ঝড়তে থাকবে আর হত্যা কারীর মাথা ও কপাল নিহতের হাতে থাকবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يجئ المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده واوداجه تشخب دما يقول يارب قتلنى هذا حتى يدنيه من العرش (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে এমনভাবে নিয়ে আসবে যে, হত্যাকারীর কপাল ও মাথা তার হাতে থাকবে, আর তার রগ সমূহ দিয়ে রক্ত ঝড়তে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হে আমার প্রভূ সে আমাকে হত্যা করে ছিল, এ কথা বলতে বলতে সে হত্যাকারীকে আরশের নিকটবর্তীস্থানে নিয়ে আসবে।" (তিরমিযী)[80]

মাসআলা-১৪১ঃ কারো যমিন বা বাড়ি যবর দখল কারী কিয়ামতের দিন সাত তবক যমিন কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেঃ

عن ابى سعيد بن زيد رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا طوقه من سبع ارضين (رواه البخارى)

অর্থঃ "সাঈদ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জোরপূর্বক করো

---

[79] - কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমেনীন ফিল আখেরা রাব্বুহুম।

[80] -আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন,বাব ওয়ামিন সূরাতিন্নিসা (৩/২৪২৫)

যমিন ছিনিয়ে নিব, কিয়ামতের দিন তার কাঁধে সাত তবক যমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" (বোখারী)[81]

মাসআলা-১৪২ঃ সুদখোর কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে এমনভাবে উপস্থিত হবে যেন তাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়ঃ

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾(سورة البقرة: ٢٧٥)

অর্থঃ "যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দন্ডয়মান হবে যেভাবে দন্ডয়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।" (সূরা বাকারাঃ ২৭৫)

মাসআলা-১৪৩ঃ অহংকার কারীরা হাশরের মাঠে পিপীলিকার ন্যায় হয়ে উপস্থিত হবেঃ

عن عمرو بن شعيب رضى الله عنه عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আমর বিন শুআইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন অহংকার কারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় মানব আকৃতিতে একত্রিত করবেন, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও অপমানে তারা পতিত হবে, তাদেরকে জাহান্নামের বন্দীশলায় আনা হবে যার নাম হবে 'বুলিশ' সেখানে উত্তপ্ত আগুন তাদেরকে ঘিরে রাখবে, আর তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ খাওয়ানো হবে। এখাবারকে 'তীনাতুল খাবাল' বলা হয়।" (তিরমিযী)[82]

মাসআলা-১৪৪ঃ নেতাদেরকে হাশরের মাঠে তাদের হাত গর্দানের সাথে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসা হবেঃ

عن ابى امامة رضى الله عته عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يلى امر عشرة فما فوق ذالك الا اتاه الله عزوجل مغلولا يوم القيامة يده الى عنقه فكه بره او اوبقه اثمه (رواه احمد)

অর্থঃ "আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দশ বা তার অধিক লোকের দায়িত্বশীল ছিল, সে কিয়ামতের

81 _ কিতকাবুল মাযালেম,বাব ইসমু মান যলামা সাইআন মিনাল আরয।

82 _আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা,বাব নং১০(৩/২০২৫)

দিন আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে গর্দানে তার হাত বাঁধা অবস্থায়, শেষে হয় তার নেক আমল এ অবস্থা থেকে মুক্ত করবে, অন্যথায় তার পাপ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" (আহমদ)[83]

মাসআলা-১৪৫ঃ ওয়াদা ভঙ্গকারী তার পিঠে ওয়াদা ভঙ্গের পতাকা বহন করে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেঃ

عن ابی سعید رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لکل غادر لواء عند استه یوم القیامة (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর সাথে একটি করে পতাকা থাকবে।" (মুসলিম)[84]

মাসআলা-১৪৬ঃ একাধিক স্ত্রীর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে না পারা ব্যক্তি হাশরের মাঠে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উপস্থিত হবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من کانت له امراتان فمال الی احداهما جاء یوم القیامة وشقه مائل (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যার দুজন স্ত্রী ছিল, আর সে তাদের কোন এক জনের প্রতি বেশি সম্পর্ক রাখত (উভয়ের মাঝে ইনসাফ করে নাই) কিয়ামতের দিন সে তার অর্ধেক দেহ বিকল অবস্থায় উপস্থিত হবে।" (আবুদাউদ)[85]

মাসআলা-১৪৭ঃ অপরের প্রতি যুলুম কারী হাশরের মাঠে অন্ধকারে থাকবেঃ

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامة (رواه البخاری)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্‌ বিন ওমার(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারে রূপ নিবে।" (বোখারী)[86]

মাসআলা-১৪৮ঃ চোর হাশরের মাঠে চুরির মাল কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হবেঃ

---

83 -আরবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ,কিতাবুল ইমারা ওয়াল কাযা, রুফাসল আস্‌সালেস। (২/৩৭১৪)

84 - কিতাবুল জিহাদ,বাব তাহরীমিল গাদর।

85 -সহীস সুনান আবুদাউদ,খঃ২,হাদীস নং-১৮৬৮।

86 -কিতাবুল মাযালেম, বাব যুলমু যুলমাতু ইয়ামাল কিয়ামা।

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه بعثه على الصدقة فقال ياابا الوليد اتق الله لاتأتى يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء او بقرة لها خوار او شاة لها ثغاء قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذالك كذالك قال اى والذى نفسى بيده قال فوالذى بعثك بالحق لا اعمل لك على شئ ابدا (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "উবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে যাকাত আদায়ের জন্য দায়িত্ব দিলেন এবং বললেনঃ হে আবু ওলীদ, (যাকাতের মাল সম্পর্কে) আল্লাহ্কে ভয় করবে, কিয়ামতের দিন এমন ভাবে আসবে না যে তুমি নিজের কাঁধে উট বহন করে নিয়ে আসবে, আর তা আওয়াজ করতে থাকবে, বা গরু বহন করে নিয়ে আসবে, আর তা হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, বা বকরী কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসবে, আর তা ম্যা ম্যা করতে থাকবে, আর আমাকে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করবে। ওবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাতের মালে হের ফের করার কারণে এ পরিণতি হবে? তিনি বললেনঃ হাঁ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ অবস্থা হবে। ওবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ ঐ সত্বার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি কখনো যাকাত আদায়ের কাজ করব না।" (ত্বাবারানী)[87]

মাসআলা-১৪৯ঃ পেশাদার ভিক্ষুক হাশরের ময়দানে এমন ভাবে উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় কোন মাংস থাকবে নাঃ

عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه سمع اباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم (رواه مسلم)

অর্থঃ "হামযা বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ লোকেরা মানুষের নিকট হাত পাততে থাকবে এমনকি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন মাংস থাকবে না।" (মুসলিম)[88]

মাসআলা-১৫০ঃ লোক দেখানো আমলকারীকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবেঃ

عن المستورد رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من قام برجل مقام سمعة ورياء فان الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة(رواه ابوداود)

---

87 - আলবানী লিখিত, সহীহ্ আত্ তারগীব ওয়াত্ত তারহিব,খঃ১, হাদীস নং-৭৭৮।

88 -কিতাবুয্যাকাত,বাব নাহি আনিল মাসআলা।

অর্থঃ "মোস্তাওরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাউকে (স্বার্থ হাসিলের জন্য) লৌকিকতার পর্যায়ে তুলে দিল, কিয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে ও লৌকিকতার স্তরে উঠাবেন।" (আবুদাউদ)[89]

মাসআলা-১৫১ঃ কাউকে ব্যভিচারের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দাতাকে হাশরের মাঠে মিথ্যা অপবাদরে শাস্তি দেয়া হবেঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال ابول القاسم صلی الله عليه وسلم من قذف مملوكة بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার কর্মচারীকে ব্যভীচারের অপবাদ দিল, কিয়ামতের দিন তাকে ব্যভীচারের শাস্তি দেয়া হবে, তবে যদি সে যা বলেছে তা সত্য হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না।" (মুসলিম)[90]

নোটঃ মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হল ৮০টি ব্যত্রাঘাত।

মাসআলা-১৫২ঃ নিম্নোক্ত পাপে লিপ্ত বক্তিদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কোন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিও দিবেন না ঃ

(১) টাখনার নিচে কাপড় পরিধান কারী (২) অনুগ্রহ করে খোঁটা দাতা (৩) মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয় কারীঃ

عن ابی ذر عن النبی صلی الله عليه وسلم قال ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কোন কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তও করবেন না, এমনকি তাদের প্রতি দৃষ্টি পাতও করবেন না। (১) টাখনার নিচে কাপড় পরিধান কারী (২)অনুগ্রহ করে খোঁটা দাতা (৩) মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয়কারী।" (মুসলিম)[91]

মাসআলা-১৫৩ঃ নিম্নোক্ত তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবেঃ

(১) বৃদ্ধ ব্যভীচারী (২) অধিনস্তদের সাথে মিথ্যাবাদী শাসক (৩) অহংকারী ফকীরঃ

---

[89] - কিতাবুল আদাব, বাব ফিল গীবা (৩/৪০৪৮)

[90] -কিতাবুল আঈমান,বাব সোহবাতুল মামালীক।

[91] -কিতাবুল আইমান,বাব গিলয তাহরীমি ইসবালিল ইযার ওয়াল মান্ নিল আতিয়া।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال ابو معاوية ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, এমনকি তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তও করবেন না। আবু মোয়াবিয়া বললঃ তাদের দিকে তাকাবেনও না আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১)বৃদ্ধ ব্যভীচারী (২)মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী ফকীর।" (মুসলিম)[92]

মাসআলা-১৫৪ঃ হাশরের মাঠে লাঞ্ছনা ও অপমান কারী দুটি আমল ঃ (১)কোন মুসাফিরকে এমন স্থানে পানি পান না করানো যেখানে অন্য পানি পাওয়া যাচ্ছে না (২)অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের সাথে থাকাঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لايبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يف (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, এমনকি তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তও করবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১) ঐ ব্যক্তি যে জঙ্গলে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে, অথচ মুসাফিরকে সেখান থেকে পানি নিতে বাধা দেয়। (সেখানে ঐ পানি ব্যতীত আর কোন পানিও নেই)।

(২) ঐ ব্যক্তি যে আসরের পর আল্লাহ্র নামে (মিথ্যা) কসম করে মাল বিক্রি করল যে, আমি তা এত দিয়ে খরীদ করেছি, আর ক্রেতা তা সত্য মনে করে ক্রয় করে নিল, অথচ দোকানী ঐ মাল ঐ দামে কিনে নাই। (৩)ঐ ব্যক্তি যে শুধু পার্থিব স্বার্থেই কোন শাসকের নিকট বাইয়াত করে , যদি শাসক তাকে কোন সুবিধা দেয় তাহলে সে তাকে মেনে চলে, আর কোন সুবিধা না দিলে তাকে অমান্য করে"। (মুসলিম)[93]

---

92 - কিতাবুল আইমান,বাব গিলয তাহরীমি ইসবালিল ইযার ওয়াল মান্ নিল আতিয়া।

93 - কিতাবুল আইমান,বাব গিলয তাহরীম ইসবাল ওয়া বায়ান আস্সালাসা আল্লাযিনা লা ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লাহ্ ইয়ামুল কিয়ামা।

মাসআলা-১৫৫ঃ হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র করুনাময় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত আরো তিন বদ নসীবঃ (১) পিতা-মাতার অবাধ্য (২) পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী (৩) দাইয়ুসঃ

عن ابن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر اليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث (رواه النسائى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃকিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তিন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (১) পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি (২)পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী (৩) দাইয়ুস।" (নাসায়ী)[94]

নোটঃ দাইয়ুস ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী বে-পর্দা হয়ে গাইর মাহরামদের (যাদের সাথে বিয়ে যায়েয) সামনে আসে অথচ তার আত্মমর্যাদাবোধ জাগেনা।

زمر الناس فى الحشر

হাশরের মাঠে লোকদের বিভিন্ন দলে ভাগ হওয়া

মাসআলা-১৫৬ঃ হাশরের মাঠে সমস্ত লোকদেরকে তাদের আক্বীদা ও আমল মোতাবেক বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবেঃ

﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة يس : ٥٩)

অর্থঃ" হে অপরাধীরা আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও"(সূরা ইয়াসীন-৫৯)

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (سورة النمل:٨٣)

অর্থঃ "যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে, সেসব সম্প্রদায় থেকে যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত, অতপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে।" (সূরা নামল-৮৩)

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة اذن موذن لتتبع كل امة ماكانت تعبد فلا يبقى احد كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا يتساقطون فى النار حتى اذا لم يبقى الا من كان يعبد الله من بر اوفاجر وغير اهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيربن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم الا تردون؟ فيحشر

---

[94] - কিতাবুয্‌যাকাত,বাব আলমান্নান বিমা উ'তিয়া (২/২৪০২)

الى النار كانها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار ثم تدعى النصرى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟قالوا كنا نعبدوا المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم الا تردون؟ فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر و فاجر اتاهم الله فى ادنى صورة من التى راوه فيها قال فما تنتظرون؟ تتبع كل امة ما كانت تعبد قالوا ياربنا فارقنا الناس فى الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه أية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما اراد ان يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول فى صورته التى رواه فيها اول مرة فقال انا ربكم فيقولون: انت ربنا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এক জন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক উম্মত যারা যার ইবাদত বা পূজা করত তারা তার অনুসরণ কর। ফলে মুশরেকরা কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তি ও মূর্তিপূজার বেদীতে উপাসনা করত তাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, অবশেষে যারা এক মাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করত তারা পাপী বা নেক কার যাই হোকনা কেন থেকে যাবে, আর তাদের সাথে থাকবে আহলে কিতাবদের কিছু লোক, এরপর ইহুদীদের ডাকা হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা দুনিয়াতে কার ইবাদত করতে, তারা বলবে আমরা আল্লাহ্র পুত্র ওযাইরের ইবাদত করতাম, তখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা জগন্যতম মিথ্যা কথা বলছ, কেননা আল্লাহ্র কোন স্ত্রী বা সন্তান কিছুই নেই। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে আমরা পিপাসিত, হে প্রভূ আপনি আমাদেরকে পানি পান করান, এর পর তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হবে যাও পানি পান কর, তখন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নাম দেখে তাদের নিকট মরিচিকার ন্যায় মনে হবে, আগুনের লেলিহান শিখা পানির মত ঢেউ খেলবে এবং দেখে মনে হবে যেন একটি আরেকটিকে গ্রাস করছে। এর পর তারা পানির আশায় জাহান্নামে পড়ে যাবে। এর পর নাসারাদের ডাকা হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহ্র পুত্র মসীহ (ঈসার) ইবাদত করতাম, তাদেরকে বলা হবে তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। কেননা আল্লাহ্র তো কোন স্ত্রী বা সন্তান নেই, তাদেরকেও জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা এখন কি চাও। তারা বলবে আমরা পিপাসিত, হে প্রভূ আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন, এর পর তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হবে যাও পানি পান কর গিয়ে, তখন তাদেরকেও জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামে দেখে তাদের নিকট

মরীচিকার ন্যায় মনে হবে, আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মনে হবে, পানির মত তা ঢেউ খেলছে আর একটি অপরটিকে যেন গ্রাস করছে। তখন তারা জাহান্নামে পড়ে যাবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে এক মাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কারীরা তাদের মাঝে পাপীরাও থাকবে, নেককাররাও থাকবে, রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে পরিচিত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলবেনঃ তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? তোমরা প্রত্যেকে যার ইবাদত করতে সে তার সাথে মিলে যাও। তখন তারা বলবে হে আমাদের প্রভূ! দুনিয়াতে আমরা তাদের থেকে আলাদা ছিলাম, আমরা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলাম, কিন্তু তবুও এদের অনুসরণ করিনি। তিনি বলবেন আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে 'নাউযুবিল্লাহি মিনকা'। আমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করব না, একথাটি দু'বার বা তিন বার বলা হবে, তাদের কেউ কেউ ফিরে যেতে চাইবে, তখন তাদেরকে ডেকে নিয়ে আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমাদের নিকট কোন পরিচয় আছে কি যা দেখে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে হাঁ। তখন তাঁর পায়ের নীচের অংশ (গোছা খোলা হবে) তখন যারা স্বেচ্ছায় পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে দুনিয়াতে তাঁকে সেজদা করত, তাদেরকে সেজদা করার অনুমতি দেয়া হবে, আর সাথে সাথেই সবাই সেজদায় পড়ে যাবে। কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু যারা লোকদেখানেরা জন্য সেজদা করত তারাও সেজদা করতে চাইবে কিন্তু তাদের মেরুদন্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি কাঠের ন্যায় হয়ে যাবে। ফলে তারা সেজদা করতে চাইলে পেছনের দিকে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। অতপর সেজদায় অবনতরা মাথা তুলে প্রথমে আল্লাহ্কে যে আকৃতিতে দেখেছিল ঠিক সেই আকৃতিতে দেখতে পাবে, তিনি বলবেনঃ আমিই তোমাদের রব। তারাও বলবেঃ হাঁ আপনিই আমাদের রব।" (মুসলিম)[95]

মাসআলা-১৫৭ঃ চাঁদ সূর্য দেব-দেবী ইত্যাদি বাতেল মা'বুদের ইবাদত কারীরা হাশরের মাঠে স্ব স্ব মা'বুদদের সাথে থাকবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتياهم الله عزوجل فيقول انا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتيانا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فيأتياهم الله فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيدعوهم (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে একত্রিক করে বলা হবে, যে যার ইবাদত করত সে তার অনুসরণ করুক। তখন লোকদের মধ্যে কিছু সূর্যের অনুসরণ করবে, কিছু চন্দ্রের, কিছু অনুসরণ করবে বাতিল মা'বুদদের। শুধু এ উম্মত(মোহাম্মদী)বাকী থাকবে, তাদের মধ্যে মুনাফেকরাও থাকবে, আল্লাহ্ তাদের সামনে নুতন আকৃতিতে আসবেন এবং বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রভূ । লোকেরা বলবে যতক্ষণ আমাদের প্রভূ না আসবে ততক্ষণ আমরা

[95] - কিতাবুল ঈমান বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমিনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম।

এখানেই থেকে যাব ,আমাদের রব যখন আসবে তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। তখন আল্লাহ্ তাদের সামনে পূর্বের আকৃতিতে আসবেন এবং বলবেন আমি তোমাদের প্রভূ! তারা বলবেঃ হাঁ। আপনিই আমাদের প্রভূ। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে নিবেন।" (বোখারী)[96]

মাসআলা- ১৫৮ঃ বে-নামাযীরা হাশরের মাঠে কারুন ফেরআউন হামান উবাই ইবনে খালফ এর সাথে থাকবেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهان ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان و فرعون وابى ابن خلف (رواه ابن حبان)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এক দিন নামাযের কথা বলতে গিয়ে বললেনঃ যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে তা তার জন্য কিয়ামতের দিন আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে তা সংরক্ষণ করবে না, কিয়ামতের দিন তার কোন আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় থাকবে না। সে কিয়ামতের দিন কারুন, হামান, ফেরআউন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে।" (ইবনু হিব্বান)[97]

মাসআলা-১৫৯ঃ হাশরের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব নবীর সাথে থাকবে সবচেয়ে বেশি লোক হবে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يمر معه الامة والنبى يمر معه النفر والنبى يمر معه العشرة والنبى يمر معه الخمسة والنبى يمر وحده فنظرت فاذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء امتى قال لا؟ ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد كثير قال هؤلاء امتك (رواه البخارى)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার সামনে সমস্ত নবীগণের উম্মতদেরকে পেশ করা হল, কোন কোন নবীর সাথে অনেক লোক যাচ্ছে, আবার কোন কোন নবীর সাথে অল্প কিছু লোক যাচ্ছে, আবার কোন কোন নবীর সাথে শুধু দশ জন লোক ছিল, আবার কারো সাথে মাত্র পাঁচ জন লোক ছিল, আবার কোন কোন নবী একাই ছিল। এর পর আমি বিরাট একটি দল দেখতে পেলাম, আমি জিবরীল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম হে জিবরীল এরাকি আমার উম্মত? জিবরীল

[96] - কিতাবুল আযান বাব ফযলিস্‌সুজুদ।

[97] - কিতাবুল আযান বাব ফযলিস্‌সুজুদ।

বললঃ না একটু ঐ দিকে আকাশের কিনারার দিকে দেখুন, আমি তাকিয়ে বিরাট এক জনসমুদ্র দেখতে পেলাম। জিবরীল বললঃ এরা আপনার উম্মত।" (বোখারী)[98]

الحشر واهل الايمان

হাশরের মাঠে ঈমানদারদের অবস্থা

মাসআলা-১৬০ঃ সমস্ত নবীগণ হাশরের মাঠে নূরের মীম্বরে আসীন থাকবেন আর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিম্বর সবচেয়ে উঁচু হবে এবং অধিক আলোক উজ্জল হবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبى يوم القيامة منبرا من نور وانى لعلى اطولها وانورها (رواه ابن حبان)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীর জন্য নূরের মিম্বর থাকবে, আর আমি তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক আলোকিত মিম্বরে থাকব।" (ইবনু হিব্বান)[99]

মাসআলা-১৬১ঃ হাশরের মাঠে সমস্ত নবীদের পতাকা থাকবে আর সবচেয়ে বড় ও উঁচু পতাকা হবে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য অন্যান্য নবীগণও তাঁর পতাকা তলে থাকবেঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادام يوم القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائى وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান, তবে এতে গৌরবের কিছু নেই, আমার হাতে প্রশংসিত পতাকা থাকবে, এতেও গৌরবের কিছু নেই, ঐ দিন আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আমার পূর্ব পর্যন্ত এমন কোন নবী হবে না, যে আমার পতাকা তলে থাকবে না, আর সর্ব প্রথম আমার কবরই উন্মুক্ত করা হবে, এটাও গৌরবের কিছু নয়।" (তিরমিযী)[100]

---

[98] - কিতাবুর রিকাক,বাব ইয়াদখুলুনাল জান্না সাবউনা আলফ বিগাইরি হিসাব।

[99] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফাসলু ফি শ্শাফায়া (৪/৫৩২৮)

[100] -আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন আল কারীম, বাব ওয়া মিন সূরা বানী ইসরাঈল (৩/২৫১৬)।

মাসআলা-১৬২ঃ ঈমানদারগণ হাশরের মাঠে সর্বপ্রকার দুঃশ্চিন্তা, লাঞ্ছনা ও অপমান মুক্ত থাকবেঃ

﴿لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (سورة الأنبياء:١٠٣)

অর্থঃ "মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, আজ তোমাদের দিন যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।" (সূরা আম্বীয়াঃ ১০৩)

﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (سورة النمل:٨٩)

অর্থঃ "যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে সেদিন উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে।" (সূরা নামলঃ ৮৯)

মাসআলা-১৬৩ঃ ঈমানদারগণকে অধিক আনন্দিত করার জন্য হাশরের মাঠে তাদেরকে জান্নাত দেখানো হবেঃ

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة الشعراء:٩٠)

অর্থঃ "জান্নাত মোত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে।" (সূরা শুআরাঃ ৯০)

মাসআলা-১৬৪ঃ হাশরের মাঠে ঈমানদারগণের চেহারা তরুতাজা ও আলোকউজ্জল এবং হাসি খুশি থাকবেঃ

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ،ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴾ (سورة عبس: ٣٨-٣٩)

অর্থঃ "অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে।" (সূরা আবাসাঃ ৩৮-৩৯)

মাসআলা-১৬৫ঃ হাশরের মাঠের পঞ্চাশ হাজার বছরের দীর্ঘ সময় ঈমানদারদের নিকট এক ঘন্টার ন্যায় মনে হবেঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قالوا فاين المؤمنون يومئذ؟ قال توضع لهم كراسى من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم اقصر على المؤمنون من ساعة من نهار (رواه الطبرانى وابن حبان)

অর্থঃ "সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের দিন মোমেন ব্যক্তিরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেনঃ তাদের জন্য নূরের চেয়ার রাখা হবে, বাদল তাদেরকে ছায় দিয়ে থাকবে, ঈমানদারদের জন্য হাশরের মাঠের লম্বা দিন এক ঘন্টার মত মনে হবে।" (তাবারানী ও ইবনু হিব্বান)

মাসআলা-১৬৬ঃ হাশরের দিনটি ঈমানদারদের জন্য সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সমান হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১২০নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৬৭ঃ হাশরের মাঠের লম্বা দিনটি ঈমানদারদের জন্য জোহর থেকে আসরের মধ্যবর্তী সময়ের সমান হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر (رواه الحاكم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মোমেনদের জন্য কিয়ামতের দিন, জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মত মনে হবে।" (হাকেম)[101]

নোটঃ ঈমানদারদের প্রতি হাশরের দিনের দৈর্ঘ তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী পার্থক্য হবে"।

মাসআলা-১৬৮ঃ হাশরের মাঠের কষ্ট ঈমানদারদের জন্য শর্দি লাগার ন্যায় হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৯নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৬৯ঃ এক সুভাগ্যবান নারীর হাশরের মাঠে পর্দায় আবরিত থাকার কামনা এবং তার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুয়াঃ

عن الحسن بن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة فقالت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يرى بعضنا بعضا؟ فقال ان الابصار شاخصة فرفع بصره الى السماء فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله ان يستر عورتى قال اللهم استر عورتها (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে খালী পা, ও উলংগ শরীরে উঠানো হবে। এক মহিলা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আমাদের এক জন অপর জনের প্রতি কিভাবে তাকাবে? তিনি বললেনঃ সেদিন চোখ ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। (কারো দিকে তাকানোর মত ফুরসত থাকবে না) ঐ মহিলা তার দৃষ্টি আকাশের দিকে ফিরিয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি

---

[101] -আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা,খঃ৫, হাদীস নং-২৪৫৫।

যেন সেদিন আমাকে পর্দায় রাখেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি তাকে পর্দায় রাখ।" (তাবারানী)[102]

منظر العدالة الالهية فى الحشر

হাশরের মাঠে আল্লাহ্র আদালতের দৃশ্য

মাসআলা-১৭০ঃ আদালত স্থাপনের পূর্বে আকাশ ফেটে যাবে চর্তুদিকের খোলা ময়দানে বাদল বিস্তারিত হবে আর আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের সাথে হাশরের মাঠে অবতরণ করবেনঃ

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا،الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ (سورة الفرقان :٢٥-٢٦)

অর্থঃ "সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশ্তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্র আর কাফেরের জন্য দিনটি হবে কঠিন।" (সূরা ফোরকানঃ ২৫-২৬)

মাসআলা-১৭১ঃ আল্লাহ্র আদালতের আসে পাশে ফেরেশ্তারা পাহাড়া দিতে থাকবেঃ

মাসআলা-১৭২ঃ আল্লাহ্র আরশ আট জন ফেরেশ্তা বহন করতে থাকবেঃ

﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ (سورة الحاقة:١٧)

অর্থঃ "আর ফেরেশ্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং আট জন ফেরেশ্তা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে।" (সূরা হাক্কাঃ ১৭)

মাসআলা-১৭৩ঃ কিছু ফেরেশ্তা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেঃ

﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (سورة الفجر :٢٢)

অর্থঃ "এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশ্তাগণ সারি বদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।" (সূরা ফাজরঃ ২২)

[102] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খঃ৪ হাদীস নং- (৫২৪৫)

الاشهاد للعدالة الالهية

আল্লাহ্‌র আদালতের সাক্ষীগণ

মাসআলা-১৭৪ঃ উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর সাক্ষী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিবেনঃ

মাসআলা-১৭৫ঃ অন্যান্য উম্মতদের নবীগণও তাদের নিজ নিজ কাউমের প্রতি ইসলাম পৌঁছানোর সাক্ষী দিবেঃ

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (سورة النساء : ٤١)

অর্থঃ "আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে সাক্ষ্যদাতা, আর আপনাকে ডাকব তাদের ওপর সাক্ষ্যদাতা হিসেবে।" (সূরা নিসাঃ ৪১)

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (سورة البقرة : ١٤٣)

অর্থঃ "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যম পন্থি সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্য দাতা হও, মানব মন্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্য দাতা হন তোমাদের জন্য।" (সূরা বাকারাঃ ১৪৩)

মাসআলা-১৭৬ঃ যে সমস্ত উম্মত তাদের নবীদেরকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করবে ঐ নবীগণের ব্যাপারে উম্মতে মোহাম্মদীর আলেমগণ সাক্ষী হবে যে ঐ নবীগণ সত্যিই আল্লাহ্‌র দ্বীন তাদের উম্মতদের নিকট পৌঁছিয়েছেঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم فيقال لامته هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وامته فيشهدون انه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذالك قوله عزوجل وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন নূহ (আঃ) কে ডাকা হবে, তিনি উপস্থিত হয়ে বলবেন লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক (আপনার নির্দেশ পালনের জন্য আমি উপস্থি) আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি আমার মিশন লোকদের নিকট পৌঁছাও নি? নূহ (আঃ) বলবেনঃহে আল্লাহ্ আমি তা পৌঁছিয়েছি। এর পর নূহ (আঃ) এর উম্মতদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে নূহ

(আঃ) কি তোমাদের নিকট আমার মিশন পৌঁছায় নি? তারা বলবেঃ আমাদের নিকট তো কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন আল্লাহ্ নূহ (আঃ) কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? তিনি বলবেনঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর উম্মত আমার সাক্ষী। তখন উম্মতে মোহাম্মদী সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আঃ) সত্যিই আল্লাহ্র মিশন তাঁর উম্মতদের নিকট পৌঁছিয়েছে, আর রাসূল তোমাদের এ সাক্ষ্যের সত্যায়ন করবেন এবং এটিই ঐ আয়াতের অর্থ "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যম পন্থি সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্য দাতা হও, মানব মন্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্য দাতা হন তোমাদের জন্য"। (সূরা বাকারাঃ ১৮৩)

মাসআলা-১৭৭ঃ ফেরেশ্তা, আম্বীয়া, সৎ লোক, শহীদগণও আল্লাহ্র আদালতের সাক্ষী হবেনঃ

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (سورة الزمر: ٦٩)

অর্থঃ "পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে,পয়গাম্বর ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" (সূরা যুমারঃ ৬৯)

মাসআলাঃ১৭৮ঃ কিরামান কাতেবীন (আমলানামা লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত দু'ফেরেশ্তার) লিখিত আমল নামাও মানুষের আমলের সাক্ষী হবেঃ

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ.كِرَامًا كَاتِبِينَ.يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾(سورة الإنفطار: ١٠-١٢)

অর্থঃ "অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবদায়ক নিযুক্ত আছে, সম্মানিত আমল লিখক বৃন্দ, তারা জানে যা তোমরা কর।" (সূরা ইনফিতারঃ ১০-১২)

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (سورة ق: ١٧-١٨)

অর্থঃ "যখন দুই ফেরেশ্তা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে, সে যে কথাই উচ্চারণ করে তাই গ্রহণ করার জন্য তার নিকট সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরা ক্বাফঃ ১৭-১৮)

মাসআলা-১৭৯ঃ মানুষের হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গও আল্লাহ্র আদালতে সাক্ষ্য দিবেঃ

﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (سورة فصلت: ٢٠-٢١)

অর্থঃ "তারা যখন জাহান্নামের নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কান, চক্ষু, ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য

দিলে কেন? তারা বলবে যে আল্লাহ্ সব কিছুকে বাক শক্তি দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে বাক শক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে।" (সূরা হামীম সাজদাঃ ২০-২১)

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورة يس:٦٥)

অর্থঃ "আজ আমি তাদের মুখে মোহর এটেঁ দিব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃত কর্মের সাক্ষ্য দিবে।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৬৫)

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(سورة النور:٢٤)

অর্থঃ "যেদিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, ও তাদের পা যা কিছু তারা করত।" (সূরা নূরঃ ২৪)

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اضحك قال قلنا الله ورسوله اعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ! الم تجرنى من الظلم ؟ قال يقول بلى قال فيقول فانى لااجيز على نفسى الا شاهدا منى قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لاركانه انطقى قال فتنطق باعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدالكن وسحقا كنت اناضل (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি হাসতে ছিলেন, আর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, তোমরাকি জান আমি কেন হাসতেছি? আমরা বললাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দা তার রবের সাথে কথপোকথনের কথা স্মরণ করে আমার হাসি পাচ্ছে। মানুষ বলবে হে আমার প্রভূ তুমিকি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেওনি?(তুমি ওয়াদা করেছ যে তুমি যুলম করবে না) আল্লাহ্ বললেনঃ হাঁ কেন নয়, মানুষ বলবেঃ আমি আমার বিরোদ্ধে অন্য কারো সাক্ষী বৈধ মনে করিনা, আমি শুধু আমার নিজের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করি। আল্লাহ্ বলবেনঃ আজ তোমার নিজের সাক্ষীই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এবং কিরামান কাতেবীনের সাক্ষী। তখন মানুষের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে (বন্ধ করে দেয়া হবে) এর পর মানুষের অঙ্গ পতঙ্গকে নিদের্শ দেয়া হবে যে বলঃ তখন তারা মানুষের আমল সম্পর্কে সাক্ষী দিতে থাকবে। এর পর মানুষকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে, তখন সে তার অঙ্গ পতঙ্গকে লক্ষ্য করে বলবেঃ তোমাদের ধ্বংস হোক ,

আমিতো তোমাদের সুবিধার জন্যই ঝগড়া করতে ছিলাম। (যাতে করে তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পার)।" (মুসলিম)[103]

মাসআলা-১৮০ঃ অঙ্গ পতঙ্গের মধ্যে সর্ব প্রথম বাম রান সাক্ষী দিবেঃ

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان اول عظم من الانسان يتكلم يوم يختم على الافواه فخذه من الرجل الشمال (رواه احمد والطبرانى)

অর্থঃ "ওকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেছেনঃ যেদিন যবান বন্ধ করে দেয়া হবে, ঐ দিন মানব অঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম বাম রান সাক্ষ্য দিবে।" (আহমদ, তাবারানী)[104]

মাসআলা-১৮১ঃ আযান দাতার আযান শ্রবণ কারী জ্বিন ইনসান পাথর বৃক্ষ সব কিছু তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেঃ

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايسمعه جن ولاانس ولا شجر ولا حجر الا شهد له (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবুসাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ মোয়াযি্যনের আযান শ্রবণকারী জ্বীন, মানুষ, পাথর, বৃক্ষ সবই তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে।" (ইবনু মাযা)[105]

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيئ الا شهد له يوم القيامة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ মোয়াযি্যনের আযান যে জ্বিন, মানুষ, বা যেই শুনুক সে কিয়ামতের দিন ঐ মোয়াযি্যনের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে।" (বোখারী)[106]

মাসআলা-১৮২ঃ হাতের যেসমস্ত আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা হয় ঐ সমস্ত আঙ্গুলসমূহ কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবেঃ

---

103 -কিতাবুয্যুহদ ওয়ার রাকায়েক,হাদীস নং-২৯৬৯।

104 - মাযমাউয্যাওয়ায়েদ,বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ্ আদ্দরবেস, কিতাবুল বা'স, বাব মাযায়া ফিল হিসাব (১০/১৮৩৯৯)

105 - আবওয়াবুল আযান,বাব ফযলিল আযান (১/৫৯১)

106 -কিতাবুল আযান বাব ফযলি তা'যিন।

عن يسرة رضى الله عنها كانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالانامل فانهم مسؤلات مستنطقات ولاتغفلن فتنسين الرحمة (رواه الترمذى وابوداؤد)

অর্থঃ "ইয়ুসরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি হিযরত কারী মাহিলাদের এক জন তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেনঃ তোমরা তাসবীহ্ পাঠ করবে(সুবহানাল্লাহ বলবে) তাহলীল বলবে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে) এবং তাকদীস করবে (সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস বলবে) তা নিয়মিত করবে এবং তা আঙ্গুলে গণনা করবে, কেননা কিয়ামতের দিন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এবং তারা উত্তর দিবে। এ তাসবীহ পাঠে অলসতা করবে না, তাহলে রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।" (তিরমিযী, আবুদাউদ)[107]

মাসআলা-১৮৩ঃ সিজদার স্থান কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال من سجد فى موضع عند شجر او حجر شهد له عند الله يوم القيامة (ذكره ابن المبارك فى زوائد الزهد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন পাথর বা বৃক্ষের নিকটবর্তী কোন স্থানে সিজদা দিবে, কিয়ামতের দিন তা আল্লাহ্র নিকট তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে"। (ইবনু মোবারক যাওয়ায়েদ আয্যুহদ নামক গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন)[108]

মাসআলা-১৮৪ঃ যমিনের টুকরাও আল্লাহ্র আদালতে সাক্ষী দিবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية (يومئذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا فهذه اخبارها (رواه احمد والترمذى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এ আয়াত "সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা কি? তারা বললঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হল, প্রত্যেক বান্দা ও বান্দী তার বুকে যে আমল

---

[107] - আলবানী লিখিত সহীহ সুনানে তিরমিযী ,খঃ৩, হাদীস নং-২৮৩৫।

[108] -কোরতুবী লিখিত আত্তাযকিরা পৃৎ নং-২৬৯।

করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া, সে বলবে যে ওমক দিন ওমক কাজ করেছে, এহল তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা।" (আহমদ ও তিরমিযী)[109]

মাসআলা-১৮৫ঃ হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) কিয়ামতের দিন তাকে স্পর্শকারীদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجر والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق (رواه الترمذى)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর)সম্পর্কে বলেছেনঃ আল্লাহ্র কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ হাজরে আসওয়াদকে এমনভাবে পেশ করবেন যে, তখন তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে, তার মুখ থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে, আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে, যারা তাকে স্পর্শ করেছে"। (তিরমিযী)[110]

الحضور فى العدالة الالهية

আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিতি

মাসআলা-১৮৬ঃ আল্লাহ্র আদালতে ছোট বড় সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবেঃ

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة الحجر: ٩٢-٩٣)

অর্থঃ "অতএব আপনার পালনকর্তার কসম! আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।" (সূরা হিযরঃ ৯২-৯৩)

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهو مسئول عن رعيته (رواه مسلم)

অর্থঃ "ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, যে ব্যক্তি মানুষের ওপর শাসক হবে, তাকে সমস্ত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, পুরুষ তার পরিবারের লোকদের ওপর শাসক, তাই তাকে তার ঘরের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, মহিলা তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের দায়িত্বশীল, তাই তাকে তার ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কাজের লোক তার মনিব ও তার সম্পদের

[109] - মাযমাউয্যাওয়ায়েদ,বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ্ আদ্দরবেস,কিতাবুল বা'স,বাব মাযায়া ফিল হিসাব (১০/১৮৩৯৯)

[110] -আবওয়াবুল হাজ্জ,বাবুস্সুজুদ আলাল হাজররিল আসওয়াদ,হাদীস নং-৯৬১।

দায়িত্বশীল, তাই তাকেও ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, সতর্ক হও তোমাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরিবারের দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেসিত হবে।" (মুসলিম)[1]

মাসআলা-১৮৭ঃ ফেরেশ্‌তাদের জওয়াব দেহিঃ

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ،قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (سورة سبأ : ٤٠-٤٢)

অর্থঃ "যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেনঃ এরাকি তোমাদেরই পূজা করত? ফেরেশ্‌তারা বলবেঃ আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা নিজেদের পূজা করত, তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী, অতএব আজ তোমরা একে অপরের কোন উপকার বা অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি যালেমদেরকে বলবঃ তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।" (সূরা সাবাঃ ৪০-৪২)

মাসআলা-১৮৮ঃ নবীগণের জওয়াব দেহিঃ

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾ (سورة المائدة: ١٠٩)

অর্থঃ "যেদিন আল্লাহ্ সমস্ত নবীগণ কে একত্রিত করবেন, অতপর বলবেনঃ তোমরা কি উত্তর পেয়ে ছিলে? তারা বলবেঃ আমরা অবগত নই, আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" (সূরা মায়েদাঃ ১০৯)

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾ (سورة المرسلات :١١)

অর্থঃ "যখন রাসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে।" (সূরা মোরসালাতঃ ১১)

মাসআলা-১৮৯ঃ ঈসা (আঃ) এর নিকট জওয়াব তলবঃ

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ،مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ

[1] - কিতাবুল ইমারাত,বাব ফযিলাতুল ইমামুল আদেল।

شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة المائدة:١١٦-١١٨)

অর্থঃ "যখন আল্লাহ্ বলবেন হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়ে ছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাশ্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেনঃ আপনি পবিত্র, আমার জন্য সোভা পায়না যে আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই, যদি আমি বলে থাকি তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত, আপনিতো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানিনা যা আপনার মনে আছে, নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমিতো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করে ছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর। যিনি আমার ও তোমার পালনকর্তা, আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, অতপর যখন আপনি আমাকে ওপরে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।" (সূরা মায়েদা-১১৬-১১৮)

মাসআলা-১৯০ঃ আল্লাহ্র ওলীদের নিকট জওয়াব তলবঃ

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ،قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ (سورة الفرقان:١٧-١٨)

অর্থঃ "সেদিন আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপশ্যদেরকে বলবেন তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে ছিলে? না তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়ে ছিল? তারা বলবে আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে অবিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারতাম না, কিন্তু আপনিইতো তাদেরকে এবং তাদের পিত্র পুরুষদেরকে ভোগসম্বার দিয়ে ছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে ছিল এবং তারা ছিল ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি।" (সূরা ফোরকানঃ ১৭-১৮)

মাসআলা-১৯১ঃ জ্বিনদের নিকট জওয়াব তলবঃ

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ (سورة الأنعام:١٢٨-١٢٩)

অর্থঃ "যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায় তোমরা মানুষের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ, তাদের মানব বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি, আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে

ছিলেন, আমরা তাতে উপনিত হয়েছি, আল্লাহ্ বলবেন আগুন হল তোমাদের বাসস্থান,তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী, এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দিব তাদের কাজ কর্মের কারণে।" (সূরা আনআ'মঃ ১২৮-১২৯)

মাসআলা-১৯২ঃ জ্বিন ও ইনসানের পক্ষ থেকে জওয়াব তলবঃ

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ﴾ (سورة الأنعام: ١٣٠)

অর্থঃ "হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গাম্বরগণ আগমন করেনি, যারা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এদ্বীনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন, তারা বলবেঃ আমরা স্বীয় পাপ স্বীকার করে নিলাম, পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে, তারা নিজেদের বিরোদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে তারা কাফের ছিল।" (সূরা আনআ'মঃ ১৩০)

মাসআলা-১৯৩ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন কারীদের নিকট জওয়াব তলবঃ

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، حَتَّى إِذَا جَاؤُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ﴾ (سورة النمل: ٨٣-٨٥)

অর্থঃ" যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে, সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত, অতপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে, যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন তোমরাকি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলছিলে, অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিলনা, না তোমরা অন্য কিছু করে ছিলে।" (সূরা নামলঃ ৮৩-৮৫)

মাসআলা-১৯৫ঃ মুশরেকদের নিকট জওয়াব তলবঃ

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءلُونَ﴾ (سورة القصص: ٦٢-٦٦)

অর্থঃ "যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক দাবী করতে তারা কোথায়? যাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে তারা বলবে হে

আমাদের পালনকর্তা! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করে ছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে ছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায় মুক্ত হচ্ছি, তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করত না, বলা হবে তোমরা তোমাদের শরীকদের আহবান কর, তখন তারা ডাকবে অতপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে হায়! তারা যদি সৎ পথ প্রাপ্ত হত, যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেনঃ তোমরা রাসূলগণকে কি জওয়াব দিয়ে ছিলে? অতপর তাদের কথা বার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।" (সূরা কাসাসঃ ৬২-৬৬)

মাসআলা-১৯৫ঃ কিয়ামত অস্বীকার কারীদের নিকট জওয়াব তলবঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه وعن ابی سعيد رضی الله عنه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الانعام و الحرث وتركت تراس وتربع فكنت تظن انك ملاقى يومك هذا؟ فيقول لا فيقول له اليوم انساك كما نسيتنى (رواه الترمذی)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ, সন্তান, দিই নি? তোমার জন্য বাসস্থান, আবাদ জমিনের ব্যবস্থাপনা করিনি, তোমাকে নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনাও করে দিয়ে ছিলাম, যাতে করে তুমি এক চর্তুথাংশ গ্রহণ করতে পার (জাহিলিয়্যাতের যুগে গোত্রীয়শাসকরা শাসিতদের কাছ থেকে এক চর্তুথাংশ পরিমাণে চাঁদা নিত)। এর পরও কি আজকের দিনে এসাক্ষাতের কথা তোমার মনে ছিল? সে বলবে না, তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে ঐ ভাবে ভুলে গেছি যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়ে ছিলা।" (তিরমিযী)[112]

মাসআলা-১৯৬ঃ মুনাফেকদের নিকট জওয়াব তলবঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد ربه فيقول ای فلان الم اكرمك واسودك وازوجك واسخرلك الخيل والابل وادرك ترأس وتربع؟ بكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنی بخير ما استطاع فيقول هاهنا اذا ثم يقول الآن نبعث شاهدا عليك فيتفكر فی نفسه من ذا الذی يشهد علی؟ فيختم علی فيه ويقال لفخذه انطقی فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذالك المنافق الذی يسخط الله عليه (رواه مسلم)

[112] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা,বাব মিনহু (২/১৯৭৮)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, তখন জিজ্ঞেস করবেন হে অমুক আমি কি তোমাকে দুনিয়াতে সম্মান দেইনি? তোমাকে নেতৃত্ব দেইনি? তোমাকে স্ত্রী দেইনি? আমি কি তোমার জন্য উট ও ঘোড়ার ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমাকে তোমার স্বজাতির শাসন ক্ষমতা দেইনি? যা থেকে তুমি এক চতুর্থাংশ পেতে? বন্দা বলবেঃ কেন নয় হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকে সব কিছুই দিয়ে ছিলে। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি আমার সাথে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করতে? বান্দা বলবেঃ হাঁ হে আমার প্রভূ, আমি তোমার প্রতি তোমার কিতাব সমূহের প্রতি তোমার রাসূলগণের প্রতি, বিশ্বাস রাখতাম। আমি নামায আদায় করেছি, রোযা রেখেছি, দান করেছি, ঐ ব্যক্তি যত দূর সম্ভব নিজের প্রশংসা করবে, নিজের ব্যাপারে ভাল ভাল কথা বলবে, আল্লাহ্ বলবেনঃ আচ্ছা একটু থাম আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষীর ব্যবস্থা করছি, বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে যে, আমার বিপক্ষে কে সাক্ষী দিবে? আল্লাহ্ বান্দার মুখে তালা লাগিয়ে দিবেন, আর তার রানকে নির্দেশ দিবেন, সে তখন সাক্ষী দিতে থাকবে, তার রান, তার মাংস, তার হাড্ডি, বান্দার আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ এসমস্ত সাক্ষী এজন্য ব্যবস্থা করবেন, যাতে করে বান্দার ওযর পেশ করার মত আর কোন রাস্তা না থাকে। এই মুনাফেক হবে যার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকবেন।" (মুসলিম)[113]

মাসআলা-১৯৭ঃ পাপিষ্ঠরা আল্লাহ্র আদালতে অপমান ও লাঞ্ছনার কারণে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকবেঃ

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (سورة السجدة : ١٢)

অর্থঃ "যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবেঃ হে আমাদের পালন কর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন আমরা সৎকর্ম করব, আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি।" (সূরা সাজদাঃ ১২)

মাসআলা-১৯৮ঃ কাফের মুশরেকরা তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্র আদালতে মিথ্যা কসম করবেঃ

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (سورة المجادلة : ١٨)

অর্থঃ "যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতপর তারা আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে, তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎ পথে আছে। সাবধান তারাইতো আসল মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুযাদালাহঃ ১৮)

মাসআলা-১৯৯ঃ আল্লাহ্র আদালতে কারো ওপর বিন্দু পরিমাণেও যুলুম করা হবে নাঃ

---

[113] -কিতাবুয্যুহদ ওয়াররিকাক।

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ،قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ،مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (سورة ق:٢٧-٢٩)

অর্থঃ "তার সঙ্গী শয়তান বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি, বস্তুত সে নিজেই ছিল সুদূর পথ ভ্রাষ্টতায় লিপ্ত। আল্লাহ্ বলবেনঃ আমার সামনে বাক বিতন্ডা কর না, আমিতো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করে ছিলাম। আমার নিকট কথা রদবদল হয়না এবং আমি বান্দাদের প্রতি যুলুম করি না।" (সূরা ক্বাফঃ ২৭-২৯)

মাসআলা-২০০ঃ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্র আদালতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে মেহমানের ন্যায় উপস্থিত করা হবেঃ

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا﴾ (سورة مريم:٨٥)

অর্থঃ "সেদিন দয়াময়ের নিকট মোত্তাকীদেরকে অতিথি রূপে সমবেত করব।" (সূরা মারইয়ামঃ ৮৫)

মাসআলা-২০১ঃ কিয়ামতের দিন আমল নামা পেশ এবং অপরাধীদের ওপর আল্লাহ্র কঠিন ফায়সালাঃ

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ،أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ،مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ،الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ (سورة ق:٢٣-٢٦)

অর্থঃ "তার সঙ্গী ফেরেশ্তারা বলবেঃ আমার নিকট যে আমল নামা ছিল তা এই, (বলা হবে) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরোদ্ধ বাদীকে, যে বাধা দিত মঙ্গল জনক কাজে সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" (সূরা ক্বাফঃ ২৩-২৬)

নোটঃ সঙ্গী ফেরেশ্তা বলতে বোঝানো হয়েছে যারা পৃথিবীতে মানুষের সাথে থেকে তাদের আমল নামা প্রস্তুত করত।

মাসআলা-২০২ঃ আল্লাহ্র আদালতের ফায়সালার ওপর পুর্নবিবেচনার সুযোগ নেইঃ

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (سورة الرعد:٤١)

অর্থঃ"আল্লাহ্ নির্দেশ দেন তাঁর নির্দেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন"। (সূরা রা'দ-৪১)

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (سورة الأنبياء:٢٣)

অর্থঃ"তিনি যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে"। (সূরা আম্বীয়াঃ ২৩)

﴿وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة آل عمران:١٢٩)

অর্থঃ "আর যা কিছু আকাশ ও যমিনে রয়েছে তা সবই আল্লাহ্‌র, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে আযাব দেন, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমা কারী করুনাময়।" (সূরা আল ইমরানঃ ১২৯)

الحوض الكوثر

হাউজ কাওসার

মাসআলা-২০৩ঃ হাশরের মাঠে প্রত্যেক নবীকে একটি করে হাউজ দেয়া হবে যেখানে তাদের উম্মতরা এসে পানি পান করবেঃ

عن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبى حوضا وانهم يتباهون ايهم اكثر وارده وانى ارجوا ان اكون اكثرهم واردة (رواه الترمذى)

অর্থঃ "সামুরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য হাউজ থাকবে, আর সমস্ত নবীগণ পরস্পরে গৌরব করবে যে, কার হাউজে সর্বাধিক লোক আসে, আমি আশা করছি যে তাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক লোক আসবে।" (তিরমিযী)[114]

মাসআলা-২০৪ঃ হাউজ কাউসারের পানি সর্ব প্রথম দয়ার নবী (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান করবেনঃ

عن عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه قال قام اعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك الذى تحدث عنه فقال هو كما بين الصنعاء الى بصرى ثم يمدنى الله فيه بكراع لايدرى بشر ممن خلق اى طرفيه قال فكبر عمر رضوان الله عليه فقال اما الحوض فيزدحم عليه فقراء المهاجرين الذين يقتلون فى سبيل الله ويموتون فى سبيل الله وارجو ان يوردنى الله الكراع فاشرب منه (رواه ابن حبان)

অর্থঃ "উতবা বিন আবদুস্‌সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, যে হাউজের কথা আপনি বলছেন তা কি? তিনি বললেনঃ তা সানআ' থেকে বাসরার দূরত্বের ন্যায়, ঐ হাউজ থেকে একটি নালা আমার নিকট পর্যন্ত প্রবাহিত হবে, কোন মানুষ জানবে না যে ঐ

---

[114] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম,বাব মাযায়া ফিসিফাতিল হাউজ (২/১৯৮৮)

নালাটি হাউজের কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। একথা শুনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নারে তাকবীর বলল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হাউজের পাশে গরীব মোহাজিরদের ভিড় হবে, যারা আল্লাহ্র পথে শহিদ হয়েছে, আর আমি আশা করছি যে, আল্লাহ্ ঐ নালাটি আমার নিকট পর্যন্ত প্রবাহিত করবেন, আর আমিই সর্ব প্রথম তা থেকে পানি পান করব।" (ইবনু হিব্বান)[115]

মাসআলা-২০৫ঃ গরীব মোহাজীরদের দল সর্ব প্রথম হাউজ কাওসার থেকে পানি পান কারী হবেঃ

عن ثوبان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا الدنس ثيابا الذين لاينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد (رواه الترمذى)

অর্থঃ "সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমার হাউজে পানি পান করার জন্য সর্ব প্রথম আসবে গরীব মোহাজীর দের দল, যারা এল কেশী হবে, ময়লা পোশাক পরিহিত, যারা সুখে শান্তিতে লালিত পালিত নারীদেরকে বিয়ে করার সমর্থ রাখত না, যাদের জন্য আমীর ওমারাদের দরজা বন্ধ থাকত।" (তিরমিযী)[116]

মাসআলা-২০৬ঃ মদীনার আনসারদেরকে তিনি তাঁর হাউজে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়েছেনঃ

عن انس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار موعدكم حوضى (رواه البزار)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ হে আনসাররা তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাত হবে আমার হাউজে।" (বায্যার)[117]

মাসআলা-২০৭ঃ হাউজ কাউসারের পানি মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় মধুর চেয়ে মিষ্টি বরফের চেয়ে অধিক ঠান্ডা এবং দুধের চেয়ে অধিক সাদা হবেঃ

মাসআলা-২০৮ঃ যে ব্যক্তি এক বার হাউজ কাওসার থেকে পানি পান করবে তার কখনো পানির পিপাসা লাগবে না আর যে ঐ পানি পান করে নাই সে কখনো তৃপ্ত হবে নাঃ

[115] মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খঃ৪ হাদীস নং- (৫৩০১)

[116] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল হাউজ (২/১৯৮৯)

[117] -কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাউজুন্নাবীয়িনা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضى من كذا الى كذا فيه الانية عدد النجوم اطيب ريحها من المسك، واحلى من العسل وابرد من الثلج، وابيض من اللبن من شرب منه شربة لم يظمأ ابدا ومن لم يشرب منه لم يرو ابدا (رواه البزار والطبرانى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার হাউজের আয়তন হবে ওমুক স্থান থেকে ওমুক স্থান পর্যন্ত, তাতে নক্ষত্রসম পাত্র থাকবে, তার সুগন্ধি মেশক আম্বরের চেয়েও অধিক হবে, মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে, বরফের চেয়েও ঠান্ডা হবে, দুধের চেয়েও সাদা হবে, যে ওখান থেকে এক বার পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না, যে ওখান থেকে পানি পান না করবে সে কখনো তৃপ্ত হবে না।" (বায্যার ও ত্বাবারানী)[118]

মাসআলা-২০৯ঃ যে ব্যক্তি হাউজ কাওসারের পানি পান করবে তার কখনো কোন চিন্তা বা ভয় থাকবে নাঃ

عن ابى امامة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب شربة لم يظمأ بعدها ابدا لم يسود وجهه ابدا (رواه ابن حبان)

অর্থঃ "আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওখান থেকে এক বার পানি পান করবে সে কখনো পিপাসিত হবে না এবং তার চেহারা কখনো কাল হবে না"। (ইবনু হিব্বান)[119]

মাসআলা-২১০ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাউজ কাওসারে সোনা ও চাঁদির পান পাত্র থাকবে যার সংখ্যা হবে আকাশের তারকাসমঃ

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه اباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হাউজ কাওসারে তুমি সোনা ও চাঁদির পান পাত্র দেখতে পাবে, যার পরিমাণ হবে আকাশের তারকা সম।" (মুসলিম)[120]

মাসআলা-২১১ঃ হাউজ কাউসারের আয়তন হবে মদীনা ও আম্মান (জর্ডানের)দূরত্বের সমানঃ

[118] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খঃ৪ হাদীস নং- (৫২৫৮)

[119] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খঃ৪ হাদীস নং- (৫২৪৫)

[120] -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ইসবাত হাউজি নাবিয়িনা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মাসআলা-২১২ঃ হাউজ কাউসারের পানি জান্নাত থেকে দু'টি নালার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আসবে তার একটি নালা হবে সোনার অপরটি চাঁদিরঃ

عن ثوبان ان النبى صلى الله عليه وسلم قال انى لبعقر حوضى اذودو الناس لاهل اليمن اضرب بعصاى حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامى الى عمان وسئل عن شرابه فقال اشدبياضا من اللبن واحلى من العسل يغث فيه ميزان يمدانه من الجنة احدهما من ذهب والاخر من ورق (رواه مسلم)

অর্থঃ "সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ হাউজ কাওসারের পাশে আমি ইয়ামেন বাসীদের সম্মানে অন্যদেরকে আমার লাঠি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিব। তখন হাউজের পানি ইয়ামেন বাসীদের প্রতি প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা তৃপ্তি সহকারে খাবে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল হাউজের প্রশস্ততা কেমন হবে, তিনি বললেনঃ মদীনা থেকে আম্মান পর্যন্ত, এর পর হাউজের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তা কেমন হবে? তিনি বললেনঃতা দুধের চেয়ে সাদা হবে, মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে, এর পর তিনি বললেনঃ আমার হাউজে জান্নাত থেকে দু'টি নালার মাধ্যমে পানি আসতে থাকবে, তার মধ্যে একটি নালা হবে সোনার অপরটি চাঁদির।" (মুসলিম)[121]

মাসআলা-২১৩ঃ কাফের পানি পান করার জন্য হাউজ কাওসারের নিকট আসতে চাইবে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ওখান থেকে দূরে সরিয়ে দিবেনঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده انى لاذودو عنه الرجال كما يزود الرجل الابل الغريبة حوضا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعرفنا؟ قال نعم تردون على غرا محجلين من آثر الوضوء ليست لاحد غيركم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আমি হাউজ থেকে অমুসলিমদেরকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে দিব, যেমন উটের মালিক তার আস্তানা থেকে অন্য মালিকদের উটকে দূরে সরিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহ্র রাসূল আপনিকি সেদিন আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেনঃ হাঁ। তোমরা যখন আমার নিকট আসবে তখন অজুর কারণে তোমাদের হাত, পা, কপাল চমকাতে থাকবে, এগুণ তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মতের মধ্যে থাকবে না।" (ইবনু মাযা)[122]

মাসআলা-২১৪ঃ মোরতাদরাও হাউজ কাউসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত থাকবেঃ

---

[121] - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ইসবাত হাউজি নাবিয়িনা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

[122] - কিতাবুযুহদ,বাব যিকরুল হাউজ (২/৩৪৭১)

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا انا قائم على الحوض اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال هلم فقلت اين؟ قال الى النار والله قلت وما شأنهم قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى ثم اذا زمرة اخرى حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال هلم قلت اين؟ قال الى النار والله قلت ما شأنهم قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি হাউজ কাউসারের নিকট দাঁড়িয়ে থাকব, লোকদের একটি দল আমার সামনে আসবে, আমি তাদেরকে চিনতে পারব যে, তারা আমার উম্মত, ইতি মধ্যে আমার মাঝে ও তাদের মাঝে একজন লোক আসবে (সে হবে আল্লাহ্র প্রেরিত ফেরেশ্তা) সে ঐ দলকে লক্ষ্য করে বলবেঃ এদিকে আস, আমি জিজ্ঞেস করব তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সে বলবেঃ জাহান্নামে, আল্লাহ্র কসম! তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করব তাদের অন্যায় কি? সে বলবেঃআপনার পর তারা পিছনে ফিরে গিয়ে ছিল (ইসলাম ত্যাগ করে ছিল)। এরপর আরেকটি দল আমার সামনে আসবে আমি তাদেরকেও চিনতে পারব, যে তারা আমার উম্মত, ইতিমধ্যে আমার ও তাদের মাঝে এক জন ব্যক্তি আসবে, সে তাদেরকে বলবেঃ এদিকে আস? আমি জিজ্ঞেস করব তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে? সে বলবেঃ জাহান্নামের দিকে, আল্লাহ্র কসম! তাদেরকে জাহান্নামের দিকেই নিয়ে যাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করব তাদের অন্যায় কি? সে বলবেঃতারা আপনার (মৃত্যুর)পর পিছনে ফিরে গিয়ে ছিল (ইসলাম ত্যাগ করে ছিল) আমি মনে করি লা ওয়ারিশ ওটের ন্যায় তাদের কেউ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।" (বোখারী)[123]

মাসআলা-২১৫ঃ বিদআ'তীরাও হাউজ কাওসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবেঃ

عن عبد الله رضى الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دونى فاقول يا رب اصحابى فيقال انك لا تدرى ما احدثوا بعدك (روا البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি তোমাদের আগে হাউজের নিকট পৌঁছে যাব, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক আমার সামনে আসবে, অতপর তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, আমি বলব হে আমার প্রভূ! এরাতো আমার উম্মত উত্তরে বলা হবে তুমি জাননা তারা তোমার পর কি কি বিদআ'ত আবিষ্কার করে ছিল।" (বোখারী)[124]

---

[123] -কিতাবুর রিকাক,বাব ফির হাউজ।

[124] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা,বাব মাযায়াফি সিফাতিল হাউজ। (২/১৯৮৮)

মাসআলা-২১৬ঃ মিথ্যুক ও জালেম শাসকদেরকে সহযোগীতা কারীরাও হাউজ কাউসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবেঃ

عن عبد الله بن خباب عن ابيه رضى الله عنه قال كنا قعودا على باب النبى صلى الله عليه وسلم فخرج عليها فقال اسمعوا قلنا قد سمعنا قال اسمعوا قلنا قد سمعنا قال انه سيكون بعدى امراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فان من صدقهم بكذبهم و اعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض (رواه الطبرانى وان حبان)

অর্থঃ আবদুল্লাহ্ বিন খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরজার সামনে বসা ছিলাম, তিনি আসলেন এবং বললেনঃ শোন, আমরা বললামঃ আমরা শোনর জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত আছি, তিনি আবার বললেনঃ শোনঃ আমরা বললামঃ আমরা শোনার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তু আছি, এর পর তিনি বললেনঃ আমার পরে যে সমস্ত শাসক আসবে তাদের মিথ্যাকে গ্রহণ করবে না, আর তাদের যুলুমে তাদেরকে সহযোগীতা করবে না। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে গ্রহণ করবে এবং তাদের যুলুমের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগীতা করবে, সে হাউজের নিকট আসতে পারবে না। (ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান)[125]

[125] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খঃ৪ হাদীস নং- (৩৩১৫)

الشفاعة

সুপারিশ

মাসআলা-২১৭ঃ হাশরের মাঠে দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করায় মানুষ পিপাসা,অত্যন্ত গরম এবং দুর্গন্ধময় ঘামে অতিষ্ট হয়ে বড় বড় নবীগণের নিকট উপস্থিত হবে যেন তাঁরা হিসাব শুরু করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করে সমস্ত নবীগণ সুপারিশ করতে অস্বীকার করবে শেষে লোকেরা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হবে আর তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হিসাব শুরু করার জন্য সুপারিশ করবেন একেই শাফায়াত কোবরা বা বড় সুপারিশ বলা হয়ঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكننا فيأتون آدم عليه السلام فيقولون انت الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا عليه السلام اول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا ابراهيم عليه السلام الذى اتخذه الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذى كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوننى فاستأذن على ربى فاذا رأيته وقعت ساجدا فيدعنى ما شاء الله ثم يقال لى ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فارفع رأسى فاحمد ربى بتحميد يعلمنى ثم اشفع (متفق عليه)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা একত্রিত হয়ে বলবে যে, আমাদের উচিত কারো দ্বারা আমাদের রবের নিকট সুপারিশের ব্যবস্থা করানো। যাতে করে আল্লাহ্ আমাদেরকে এ কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। তখন লোকেরা আদম (আঃ) এর নিকট যাবে এবং বলবেঃ আপনাকে আল্লাহ্ স্বীয় হস্তে তৈরী করেছেন, রূহ দান করেছেন, ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, তারা যেন আপনাকে সেজদা করে, আজ আপনি আমাদের রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন,(তিনি যেন হিসাব শুরু করেন এবং হাশরের মাঠের কষ্ট থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেন) আদম (আঃ) বলবেনঃ আমি এর উপযুক্ত নই, তিনি তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন, তিনি বলবেনঃতোমরা নূহ (আঃ) এর নিকট যাও, সে আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্ব প্রথম রাসূল। লোকেরা তখন নূহ (আঃ) এর নিকট যাবে, তখন তিনি বলবেনঃ আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না, তিনি তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন, তিনি বলবেনঃ তোমরা ইবরাহিম (আঃ) এর নিকট যাও, তাঁকে আল্লাহ্ স্বীয় বন্ধু রূপে গ্রহণ

করেছেন, লোকেরা ইবরাহিম (আঃ) এর নিকট আসবে, তিনি বলবেন আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। তিনিও তার ভুলের জন্য লজ্জিত হবেন। তিনি বলবেনঃ তোমরা মূসা (আঃ) এর নিকট যাও, আল্লাহ্ দুনিয়াতে তাঁর সাথে কথা বলেছেনঃ লোকেরা তখন মূসা (আঃ) এর নিকট যাবে, তখন তিনি বলবেন আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না, বরং তোমরা ঈসা (আঃ) এর নিকট যাও, লোকেরা ঈসা(আঃ) এর নিকট উপস্থিত হবে তিনিও ঐ একেই কথা বলবেন। যে আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না, তোমরা বরং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যাও, তার আগের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তখন লোকেরা আমার নিকট আসবে, আমি আল্লাহ্র নিকট অনুমতি চাইব, আমি তাঁকে দেখা মাত্র সেজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমি সেজদায় থাকব, এর পর তিনি আমাকে বলবেন তোমার মাথা উঠাও চাও, তোমাকে দেয়া হবে, তুমি বল তোমার কথা শোনা হবে, তুমি সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে, তখন আমি আমার মাথা উঠিয়ে আমার রবের প্রশংসা করব, এমন ভাষায় যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন, এর পর আমি সুপারিশ করব"। (মোত্তাফাকুন আলাইহি)[126]

মাসআলা-২১৮ঃ শাফায়াত কোবরার (বড় সুপারিশ) এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের দরজা খোলাবেন, তাঁর আরশের নিচে পৌঁছে সিজদায় পড়ে যাবেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে আল্লাহ্র গুণগান করবেন এর পর তাঁকে সুপারিশের জন্য অনুমতি দেয়া হবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول محمد فيقول بك امرت لا افتح لاحد قبلك (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার সামনে এসে তা খুলতে বলব, দারোয়ান জিজ্ঞেস করবে কে তুমি? আমি বলবঃ মোহাম্মদ, সে বলবে তোমার ব্যাপারেই আমি নির্দেশিত হয়েছি যে, তোমার পূর্বে অন্য কারো জন্য যেন এদরজা না খুলি।" (মুসলিম)[127]

মাসআলা-২১৯ঃ শাফায়াত কোবরার (বড় শাফায়ত) এর বদৌলতে সর্ব প্রথম উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্য থেকে ৪৯ লক্ষ লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবেঃ

---

126 -আল লুলু ওয়াল মারযান,খঃ১, হাদীস নং-১১৮।

127 - কিতাবুল ঈমান বাব ইসবাতুস্সাফায়া (২/১৯৮৪)

عن ابى امامة رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدنى ربى ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثيات ربى (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমার রব আমাকে ওয়াদা দিয়েছে যে আমার উম্মতের মধ্য থেকে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে নিবেন, আর এ প্রত্যেক হাজারের সাথে থাকবে আরো ৭০ হাজার এবং আমার রবের আঞ্জলি পূর্ণ তিন আঞ্জলি।"(তিরমিযী)[128]

মাসআলা-২২০ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশের বদৌলতে প্রথমে যবের পরিমাণ ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, এর পর পিপীলিকা বা বিন্দু পরিমাণ ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, এর পর যাদের অন্তরে পিপীলিকা বা বিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه فى حديث الشفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن على ربى فيؤذن لى ويلهمنى محامد احمده بها لا تحضرنى الآن فاحمده بتلك المحامد واخر له ساجدا فيقال يامحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول ياربى امتى فيقال: انطلق فاخرج من كان فى قلبه مثقال شعيرة من ايمان فانطلق فافعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يامحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول ياربى امتى امتى فيقال انطلق فاخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة او خردلة من ايمان فانطلق فافعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول يا رب امتى امتى فيقال انطلق فاخرج منها من كان فى قلبه ادنى ادنى مثقال حبة خردل من ايمان فاخرجه من النار (متفق عليه)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সুপারিশের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃএর পর আমি আমার রবের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাইব, আমাকে অনুমতি দেয়া হবে, তখন আল্লাহ্ আমাকে তাঁর প্রশংসার এমন কিছু শব্দ শিক্ষা দিবেন যা এমূহর্তে আমার জানা নেই, আমি ঐ শব্দগুলো দিয়ে তাঁর প্রশংসা করব এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ব, এরশাদ হবে হে মুহাম্মদ তোমার মাথা উঠিও, কথা বল কথা শোনা হবে, চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে, আমি বলবঃ হে আমার রব আমার উম্মত আমার উম্মত, এরশাদ হবে যাও এবং জাহান্নাম থেকে ঐ সমস্ত লোক যাদের

[128] - আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা,বাব মাযায়া ফিশ্শাফায় (২/১৯৮৪)

অন্তরে যবের পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাব এবং তা করব। এর পর আবার (দ্বিতীয় বার)আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হব এবং ঐ শব্দগুলো দিয়েই আল্লাহর প্রশংসা করব ও সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। এরশাদ হবে হে মোহাম্মদ তোমার মাথা উঠাও কথা বল কথা শোনা হবে, চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে, আমি বলবঃ হে আমার রব আমার উম্মত আমার উম্মত, এরশাদ হবে যাও এবং জাহান্নাম থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে বের করে আন যাদের অন্তরে পিপীলিকা পরিমাণ ঈমান আছে, আমি যাব এবং তা করব। এর পর আবার (তৃতীয় বার)আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হব এবং ঐ শব্দগুলো দিয়েই আল্লাহর প্রশংসা করব ও সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। এরশাদ হবে হে মোহাম্মদ তোমার মাথা ওঠাও কথা বল কথা শোনা হবে, চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে, আমি বলবঃ হে আমার রব আমার উম্মত আমার উম্মত, এরশাদ হবে যাও এবং জাহান্নাম থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে বের করে আন যাদের অন্তরে বিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান আছে, আমি যাব এবং তা করব।" (বোখারী ও মুসলিম)[129]

মাসআলা-২২১ঃ কবীরা গোনাহগার মুসলমানরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তারা জান্নাতে যাবেঃ

عن جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شفاعتى يوم القيامة لاهل الكبائر من امتى (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি আমার ঐ সমস্ত উম্মতদের জন্যও সুপারিশ করব, যারা কবীরা গোনায় লিপ্ত হয়েছে।" (ইবনু মাযা)[130]

عن عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين (رواه البخارى)

অর্থঃ "ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশের বদৌলতে কিছু লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে দেয়া হবে, আর তাদেরকে লোকেরা জাহান্নামী বলে ডাকবে।" (বোখারী)[131]

মাসআলা-২২২ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশের পর অন্যান্য নবী ফেরেশ্‌তা ওলী ও সৎ লোকেরাও সুপারিশ করবেঃ

---

[129] - আল লুলু ওয়াল মারযান,খঃ১, হাদীস নং-১১৯।

[130] -আবওয়াবুযযুহদ,বাব যিকরুশশাফায়া (২/৩৪৭৯)।

[131] - কিতাবুর রিকাক, বাব সিফাতুল জান্না ওয়ান্নার।

عن عبد الله بن شقيق رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتى اكثر من بنى تميم قيل يارسول الله سواك؟ قال سواى (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন শাকীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে তামীম বংশের চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে যাবে, জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এটাকি আপনার সুপরিশের অতিরিক্ত? তিনি বললেনঃ হাঁ আমার সুপারিশের অতিরিক্ত।" (তিরমিযী)[132]

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله عزوجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা বলবেনঃ ফেরেশ্তারা সুপারিশ করেছে, নবীগণ সুপরিশ করেছে, মুমেনরাও সুপারিশ করেছে এখন শুধু অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ্ই বাকী আছেন, তখন আল্লাহ্ এক মুষ্টি ভরে জাহান্নাম থেকে এমন লোকদেরকে বের করবেন, যারা কখনো কোন সৎ আমল করে নাই।" (মুসলিম)[133]

মাসআলা-২২৩ঃ শহীদ তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে ৭০ জন লোকের জন্য সুপারিশ করবেঃ

عن المقداد بن معديكرب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له فى اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويحلى حلة الايمان ويزوج من الحور العين ويشفع فى سبعين انسانا من اقاربه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "মিকদাদ বিন মা'দীকারাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্র নিকট শহীদের ৬টি ফযিলত আছেঃ (১) তার রক্ত মাটিতে পড়া মাত্রই আল্লাহ্ তার গোনাহ মাফ করে দেন। (২) তাকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয় । (৩) কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। (৪)কিয়ামতের দিন দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবে। (৫) ঈমানের লিবাস পরানো হবে এবং হুর ঈনের সাথে তার বিয়ে হবে । (৬)

[132] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা,বাব মাযায়া ফিশ্শাফায়।

[133] -কিতাবুল ঈমান বাব ইসবাতু রুইয়াতুল মুমেনীনা ফিল আখেরা রাব্বাহুম,।

কিয়ামতের দিন তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে ৭০ জন লোকের জন্য সুপারিশ করবে।" (ইবনু মাযা)[134]

মাসআলা-২২৪ঃ ঈমানদার লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার পর নিজের পরিচিত লোকদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবেঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى حديث رؤية الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما انتم باشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار فاذا راو انهم قد نجوا فى اخوانهم يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب فى النار الى قدمه والى انصاف مساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من ايمان فاخرجوه فيخرجون من عرفوا (متفق عليه)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌কে দেখা সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আজ তোমরা তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে আমার নিকট যতটা চাপ দিচ্ছ এর চেয়ে বহুগুণ বেশি করে ঈমানদাররা তাদের অধিকার দাবী করবে, যখন তারা নিশ্চিত হবে যে তারা মুক্তি পেয়ে গেছে, তখন তারা আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করবে যে, হে আমাদের প্রভূ, আমাদের ভাই বোনেরা আমাদের সাথে নামায পড়ত, রোযা রাখত, আরো অন্যান্য ভাল কাজ করত, তাদেরকে আজ আপনি ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ্ বলবেনঃ যাও যার অন্তরে দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। আল্লাহ্ ঐ গোনাহগারদের চেহারা জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিবেন, যখন ঈমানদাররা ওখানে আসবে তখন দেখবে যে, কিছু কিছু লোক তাদের কদম পর্যন্ত জাহান্নামে ডুবে আছে, আবার কেউ অর্ধ টাখনা পর্যন্ত জাহান্নামে ডুবে আছে, তখন তারা যাকে যাকে চিনবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে। এর পর আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় বার সুপারিশ করবে আল্লাহ্ বলবেন আচ্ছা যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। তখন তারা সেখানে যাবে, যাদেরকে চিনবে তাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসবে, এর পর আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হয়ে আবার সুপারিশ করবে তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ যাও যাদের অন্তরে

[134] -আবওয়াবুল জিহাদ,বাব ফযলুশুহাদা ফি সাবীলিল্লাহ্ (২/২২৫৭)

বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আস, তখন লোকেরা গিয়ে যাদেরকে চিনবে তাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসবে।" (বোখারী)[135]

মাসআলা-২২৫ঃ কোন কোন ঈমান দার একাধিক লোকের জন্য সুপারিশ করবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليشفع للرجلين و الثلاثة (رواه البزار)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একজন (ঈমান দার) দুই তিন জন লোকের জন্য সুপারিশ করবে।" (বাযযার)[136]

মাসআলা-২২৬ঃ রোযা ও কোরআ'নও সুপারিশ করবেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام اى رب منعته الطعام والشهوات فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه قال فيشفعان (رواه احمد والطبرانى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রোযা ও কোরআ'ন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে, রোযা বলবেঃ হে আমার রব আমি এ লোককে পানা-হার, কাম চাহিদা পূর্ণ করা থেকে বারণ করে রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন, কোরআ'ন বলবেঃ হে আমার রব আমি এ লোককে রাতে রাত্রি জেগে ইবাদত করার জন্য ঘুম থেকে বাধা দিয়েছি, অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। তখন এ উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।" (আহমদ,তাবারানী)[137]

মাসআলা-২২৭ঃ সূরা বাক্বারা, সূরা আল ইমরান, সূরা মুলক তাদের পাঠকারীদের জন্য সুপারিশ করবেঃ

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة واهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كانهما غمامتان او ظلتان سودان وان بينهما شرق او كانهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما (رواه مسلم)

---

135 - আল লুলু ওয়াল মারযান,খঃ১, হাদীস নং-১১৫।

136 - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খঃ৪ হাদীস নং- (৫৩৩৬)

137 -আলবানী লিখিত সহীহ্ আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব হাদীস নং-৯৩৭।

অর্থঃ "নাওয়াস বিন সামআ'ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কোরআ'ন মাজীদ ও তার অনুসারীদেরকে এমনভাবে আনা হবে, যে সূরা বাক্বারা ও আল ইমরান ছায়ার ন্যায় তাদের আগে আগে থাকবে, যেন তা কোন বাদল বা কাল রংয়ের কোন সামিয়ানা, যা থেকে আলো চমকাচ্ছে, বা সাড়িবদ্ধ পাখীর দু'টি ঝাঁক যা তাদের পাঠকারীদের ব্যাপার আল্লাহ্র সাথে ঝগড়া করছে।" (মুসলিম)[138]

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان سورة فی القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتی غفر له وهی تبارك الذي بيده الملك (رواه احمد والترمذی وابوداؤد والنسائ وابن ماجة)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোরআ'ন মাজীদের একটি সূরায় ত্রিশটি আয়াত রয়েছে, যা তার পাঠকারীর জন্য তাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত তার জন্য সুপারিশ করতে থাকবে। আর তা হল তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহিল মুলক।" (আহমদ,তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাযা)

মাসআলা-২২৮ঃ নেককার সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবেঃ

عن شرحبيل بن شفعة عن بعض اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم يقال للوالدين يوم القيامة ادخلوا الجنة فيقولون ربنا حتی يدخل آباؤنا وامهاتنا قال فيأتون قال فيقول الله عزوجل مالی اراهم محبنطئين ادخلوا الجنة قال فيقولون يارب آباؤنا وامهاتنا قال ادخلوا الجنة انتم وآباؤكم (رواه احمد)

অর্থঃ "সুরাহ বিল বিন শুফয়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, কিয়ামতের দিন সন্তানদেরকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ কর, বাচ্চারা বলবেঃ হে আমাদের প্রভূ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ না করে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না, তখন তাদের পিতা-মাতাকে আনা হবে আল্লাহ্ বলবেনঃ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়ার কারণ আছে, সন্তানরা বলবেঃ হে আল্লাহ্ তারা আমাদের পিতা-মাতা, আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতারা জান্নাতে প্রবেশ কর।" (আহমদ)[139]

মাসআলা-২২৯ঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশে এত লোক জান্নাতে যাবে যে জান্নাতের অর্ধেক লোক তাঁরই উম্মত হবেঃ

---

[138] -কিতাব ফাযায়েল কোরআ'ন,বাব ফাযায়েল তেলওয়াতিল কোরআ'ন ওয়া সূরাতুল বাকারা।

[139] -মাজমাউয্যাওয়ায়েদ,কিতাবুল বা'স, বাব ফিশ্শাফায়।(১০/১৮৫৫১)

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة قال فكبر ثم قال اما ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة قال فكبرنا ثم قال انى لارجوا ان تكونوا شطر اهل الجنة وساخبركم عن ذلك ماالمسلمون فى الكفار الا كشعرة بيضاء فى ثور اسود كشعرة سوداء فى ثور ابيض (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেনঃ তোমরা কি এতে খুশি নও যে জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হবে? একথা শুনে আমরা খুশি হয়ে আল্লাহু আকবার বললাম। এর পর তিনি আবার বললেনঃ তোমরা কি এতে খুশি নও যে জান্নাতীদের দুই তৃতীয়াংশ তোমরা হবে? একথা শুনে আমরা খুশি হয়ে আল্লাহু আকবার বললাম। এর পর তিনি আবার বললেনঃ আমি আশা করছি যে,জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হবে, এর কারণ এইযে, কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা এমন যেমন একটি কাল পশম বিশিষ্ট শরীরে একটি সাদা পশম, বা একটি সাদা পশম বিশিষ্ট শরীরে একটি কাল পশম।" (মুসলিম)[140]

মাসআলা-২৩০ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশে এত উম্মত মোহাম্মদী জান্নাতে প্রবেশ করবে যে এতে তিনি আনন্দিত হবেনঃ

عن على بن ابى طالب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفع لامتى حتى ينادينى ربي تبارك وتعالى فيقول اقد رضيت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاقول اى رب قد رضيت (رواه البزار والطبرانى)

অর্থঃ "আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে থাকব, এমনকি আমার রব আমাকে জিজ্ঞেস করবে হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছ? আমি বলবঃ হাঁ হে আমার রব এখন আমি সন্তুষ্ট।" (বায্যার, ত্বাবারানী)[141]

মাসআলা-২৩১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য সুপারিশ করবেন যারা মৃত্যু পর্যন্ত তাওহীদের ওপর অটল ছিলঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبى دعوة مستجابة به فتعجل كل نبى دعوته وانى اختبأت دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة فهى نائلة ان شاء الله من مات من امتى لايشرك بالله شيئا (رواه مسلم)

---

140 - কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান কাওনি হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না)

141 - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খঃ৪ হাদীস নং- (৫৩৩৮)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীর জন্য এমন একটি দুয়া থাকে যা অবশ্যই কবুল যোগ্য, সমস্ত নবীগণ তাড়াহুড়া করে ঐ দুয়া দুনিয়াতে করে নিয়েছে, শুধু আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য তা রেখে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ আমার এ সুপারিশ আমার উম্মতের প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি পাবে, যারা আল্লাহ্র সাথে শিরক না করে মারা গেছে।" (মুসলিম)[142]

মাসআলা-২৩২ঃ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নবী ওলী শহিদ কেউই সুপারিশ করতে পারবে নাঃ

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ (سورة البقرة:٢٥٥)

অর্থঃ "কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৫৫)

﴿يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ (سورة هود:١٠٥)

অর্থঃ "যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেউ কোন কথা বলতে পারবে না।" (সূরা হুদঃ ১০৫)

الحساب

হিসাব

মাসআলা-২৩৩ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে হিসাব দিতে হবেঃ

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (سورة مريم:٩٥)

অর্থঃ"কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে" (সূরা মারইয়াম-৯৫)

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ (سورة الزلزلة:٦)

অর্থঃ "সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়।" (সূরা যিলযালঃ ৬)

মাসআলা-২৩৪ঃ সর্বপ্রথম উম্মত মোহাম্মাদীর হিসাব নেয়া হবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الامم واول من يحاسب يقال اين الامة الامية ونبيها؟ فنحن الآخرون الاولون (رواه ابن ماجة)

---

[142] -কিতাবুল ঈমান, বাব ইখতেবাউন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াতাহু শাফায়াতান লিল উম্মা।

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমরা (পৃথিবীতে আসার দিক থেকে) সর্ব শেষ উম্মত, আর আমাদের হিসাব নেয়া হবে সর্ব প্রথম। বলা হবেঃ উম্মী (অশিক্ষিত) নবীর উম্মত, ও তাদের নবী কোথায়? অতএব আমরা সর্ব শেষে এসেছি আর সর্ব প্রথম আমাদের হিসেব হবে।" (ইবনু মাযা)[143]

মাসআলা-২৩৫ঃ হিসাব নেয়ার সময় আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন পর্দা বা অনুবাদক ব্যতীত সরাসরি প্রশ্ন করবেনঃ

عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقفن احدكم بين يدى الله ليس بينه وبينه حجاب ولاترجمان يترجم له ثم ليقولن له الم اوتك مالا؟ فليقولن بلى ثم ليقولن الم ارسل اليك رسولا؟ فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار ثم ينظر عن شماله فلايرى الا النار فليتقين احدكم النار ولو بشق تمرة فان لم يجد فبكلمة طيبة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আদী বিন হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে কোন পর্দা বা অনুবাদক থাকবে না, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দেইনি? সে উত্তরে বলবেঃ কেন নয় দিয়ে ছিলেন, এর পর আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন আমি কি তোমার নিকট রাসূল পাঠাই নি? সে বলবেঃ কেন নয়, পাঠিয়ে ছিলেন, মানুষ তখন তার ডানে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, বামে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, অতএব তোমাদের সকলকে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করেই হোকনা কেন, আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে একটি ভাল কথা বলার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ।" (বোখারী)[144]

মাসআলা-২৩৬ঃ আল্লাহ্র হক সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمله بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك (رواه الترمذى)

---

143 -আবওয়াবুয্যুহদ, বাব যিকরুল বা'স।(২/৩৪৬৩)

144 -কিতাবুয্যাকা বাব আস্সাদাকা কাবলার রদ।

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্ব প্রথম যে বিষয়ে হিসাব নেয়া হবে, তা হবে তার নামায সম্পর্কে, আর নামায যদি সুন্নাত অনুযায়ী ঠিক হয়, তাহলে বান্দা সফল হবে, আর নামায ঠিক না থাকলে সে ব্যর্থ হবে, বান্দার ফরয ইবাদতে কিছু কমতি হলে আল্লাহ্ বলবেনঃ আমার বান্দার আমল নামায় দেখ কোন নফল ইবাদত আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে নফলের মাধ্যমে ফরযের ঘাটতি মেটানো হবে। এরপর তার সমস্ত আমলের হিসাব এভাবে হতে থাকবে।" (তিরমিযী)[145]

মাসআলা-২৩৭ঃ বান্দার হক সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম হত্যার হিসাব নেয়া হবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس فى الدماء (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ (কিয়ামতের দিন) মানুষের মাঝে সর্ব প্রথম রক্ত পাতের হিসাব নেয়া হবে।" (বোখারী)[146]

মাসআলা-২৩৮ঃ বিন্দু পরিমাণ সৎ আমল এবং বিন্দু পরিমাণ পাপেরও হিসাব হবেঃ

﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (سورة الأنبياء:٤٧)

অর্থঃ "যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বীয়াঃ ৪৭)

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (سورة الزلزلة: ٧-٨)

অর্থঃ "কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অনুপরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযালঃ৭-৮)

মাসআলা-১৩৯ঃ রুদ্ধ দ্বারের কথাবার্তা এবং গোপন পরিকল্পনারও হিসাব হবেঃ

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (سورة الطارق:٩)

অর্থঃ "যেদিন গোপন বিষয়াদী পরীক্ষিত হবে।" (সূরা ত্বারেকঃ ৯)

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (سورة الحاقة: ١٨)

অর্থঃ "সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না।" (সূরা হাক্কাঃ ১৮)

---

[145] - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ১,হাদীস নং ৩৩৭।

[146] -কিতাবুল রিকাক,বাব আলকিসাস ইয়ামুল কিয়ামা।

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ (سورة العاديات: ٩-١٠)

অর্থঃ "সেকি জানেনা যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা অর্জন করা হবে?" (সূরা আদিয়াতঃ ৯-১০)

মাসআলা-২৪০ঃ মৃত্যুর পর তার জারি করে রেখে যাওয়া সৎ আমল ও পাপেরও হিসাব হবেঃ

﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ (سورة القيامة: ١٣)

অর্থঃ "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে।" (সূরা কিয়ামাহঃ ১৩)

নোটঃ পিছনে রেখে যাওয়া সৎ আমল বলতে বুঝায় কোন সৎ কাজের সুত্রপাত করা, যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকবে, সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত, আর পিছনে রেখে যাওয়া কোন পাপ কর্ম বলতে বুঝায় কোন পাপের সুত্রপাত করা, যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকবে, সন্তানদেরকে কু শিক্ষা দেয়াও এর অর্ন্তভুক্ত"। (লিখক)

মাসআলা-২৪১ঃ কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মারলে এরও হিসাব হবেঃ

এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৭৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৪২ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে একটি বেত্রাঘাত করে তারও হিসাব হবেঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من ضرب مملوكه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة (رواه البزار والطبرانی)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে একটি ব্যত্রাঘাত করবে, কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে।" (বায্যার, ত্বাবারানী)[147]

মাসআলা-২৪৩ঃ কেউ যদি অন্যায়ভাবে সামন্য পরিমাণ কারো হক নষ্ট করে থাকে তাহলে এরও হিসাব হবেঃ

عن ابی امامة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امریء مسلم فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وان كان قضيبا من اراكب (رواه مسلم)

[147] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৮২)

অর্থঃ "আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করবেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যদি সামান্য জিনিষ হয় তাহলে? তিনি বললেনঃ যদিও তা কোন পিলু গাছের ছোট শাখাই হোক না কেন।" (মুসলিম)[148]

মাসআলা-২৪৪ঃ পাওনার হিসাব না দিয়ে কোন জান্নাতী জান্নাতে যেতে পারবে না এবং কোন জাহান্নামীও জাহান্নামে যেতে পারবে নাঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ২৭৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৪৫ঃ কেউ যদি তার কর্মচারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তারও হিসাব নেয়া হবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৫১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৪৬ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সমস্ত অত্যাচারিত দেরকে অত্যাচারিদের কাছ থেকে তাদের হক আদায় করে দিবেনঃ

عن جابر رضى الله عنه قال لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال الا تحدثني باعاجيب ما رأيتم بارض الحبشة؟ قال فتية منهم بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحملت على راسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت اليه فقالت سوف تعلم يا غدر! اذا وضع الله الكرسى وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدى والارجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف امرى وامرك عنده غدا قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله امة لايوخذ لضعيفهم من شديدهم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন সমুদ্র পথে (হাবসায়) হিযরত কারীদের সাথে ফিরে এসে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাতের জন আসলাম, তখন তিনি এক দিন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা হাবশায় যে সমস্ত আশ্চার্য বিষয়গুলো দেখেছ তাকি আমাকে বলবে? মোহাজিরদের মধ্যে এক যুবক বললঃ কেন নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমি একটি ঘটনা বলছি) এক দিন আমরা বসে ছিলাম আর আমাদের সামনে দিয়ে এক বৃদ্ধা তার মাথায় পানির একটি কলশি নিয়ে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে এক হাবশী যুবক এসে তার দু'হাত বাড়িয়ে দিল যেন তা তার কাঁধে রাখা হয়, (মূলত) সে এর মাধ্যমে বৃদ্ধাকে ধোঁকা দিচ্ছিল, যার ফলে বৃদ্ধা মাটিতে পড়ে গেল এবং তার কলশী ভেংঙ্গে গেল, যখন উঠে দাঁড়াল তখন যুবকের দিকে তাকিয়ে বললঃ হে ধোঁকা বাজ! এর পরিণতি খুব শীঘ্রই

[148] -কিতাবুল আইমান, বাব ওয়াইদ মান ইকতাতায়া হাক্কু মুসলিম বিইয়ামিন।

তুমি পাবে। যখন আল্লাহ্ আদালতে তাঁর কুরসীতে আসীন হবেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক সমবেত হবে, আর লোকদের কৃতকর্মের সাক্ষী তাদের হাত, পা, দিতে থাকবে, সেদিন তোমার ও আমার এ আচরণেরও ফায়সালা হয়ে যাবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ বৃদ্ধা সত্য বলেছে, বিলকুল সত্য বলেছে, কি করে আল্লাহ্ লোকদেরকে পবিত্র করবেন, যদি দুর্বলের জন্য সবলের কাছ থেকে তার হক আদায় না করে দেয়া হয়?" (ইবনু মাযা)[149]

মাসআলা-২৪৭ঃ যদি কেউ আশ্রয় গ্রহিতের প্রতি যুলুম করে তার হক নষ্ট করে বা তার সাধ্যের বাহিরে তার ওপর বোঁঝা চাঁপায় তাহলে কিয়ামতের দিন এরও হিসাব হবেঃ

عن صفوان بن سليم عن عدة من ابنار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من ظلم معاهدا او انتمصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة (رواه ابوداود)

অর্থঃ "সাফওয়ান বিন সুলাইম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু সাহাবীগণের সন্তানদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা তাদের পিতাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হুশিয়ার হও! যে ব্যক্তি কোন আশ্রয় গ্রহিতের প্রতি যুলম করে তার কোন ক্ষতি করল, তার সাধ্যের বাহিরে তাকে কোন কিছু চাপিয়ে দিল, তার ইচ্ছার বাহিরে তার কাছ থেকে কোন কিছু নিল, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি ঐ আশ্রয় গ্রহিতের পক্ষ থেকে ঝগড়া করব"। (আবুদাউদ)[150]

মাসআলা-২৪৮ঃ পৃথিবীতে যারা নিজেদের হিসাব নিজেরা করে রাখে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন হিসাব দেয়া সহজ হবেঃ

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا للعرض الاكبر وانما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه فى الدنيا (رواه الترمذى)

অর্থঃ "ওমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব করে রাখ, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিকট হিসাব চাওয়ার আগেই, আর নিজে নিজেকে প্রস্তুত কর (আল্লাহ্র সামনে) উপস্থিত হওয়ার জন্য। কেননা যে দুনিয়াতে তার হিসাব করে রেখেছে পরকালে তার হিসাব সহজ হবে।" (তিরমিযী)[151]

عن ابى مسعود الانصارى رضى الله عنه قال كنت اضرب غلاما لى فسمعت من خلفى صوتا اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

149 - আবওয়াবুল ফিতান, বাবুল আমর বিল মা'রুফ ওয়ান্নাহী আনিল মুনকার। (২/৩২৩৯)

150 - কিতাবুল খারাজ,বাব ফি যিম্মি ইয়ুসলিম,হাদীস নং(৩০৫২)

151 - আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম,বাব হাদীস আল কায়েসু মান দানা নাফসাহু।

فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر لوجه الله تعالى فقال اما لو تفعل للفحتك النار او لمستك النار (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি আমার এক গোলামকে মারতে ছিলাম, তখন পিছন থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম "হে আবু মাসউদ! তুমি তার ওপর যতটা শক্তিশালী আল্লাহ্ তোমার ওপর এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী", পিছনে ফিরে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আযাদ করে দিলাম। তিনি বললেনঃ যদি তুমি তা না করতে, তাহলে জাহান্নাম তোমাকে জ্বালিয়ে দিত, বা অবশ্যই জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করত।" (মুসলিম)[152]

মাসআলা-২৪৯ঃ ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে এক সময় জানোয়ার সমূহকেও জীবিত করা হবে যদি কোন জানোয়ার অন্য জানোয়ারের প্রতি যুলুম করে থাকে তাহলে তারও হিসাব নেয়া হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة (رواه احمد)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মাখলুকদের (সৃষ্টির) একের অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে, এমন কি শিং বিশিষ্ট বকরীর কাছ থেকে শিংহীন বকরী বদলা নিবে এবং পিপীলিকা পিপীলিকার কাছ থেকে বদলা নিবে।" (আহমদ)[153]

মাসআলা-২৫০ঃ কট্টোর কাফেরদেরকে বিনা হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ.فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ (سورة الرحمن: ٣٩-٤١)

অর্থঃ "সেদিন মানুষ বা জ্বিন তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না, অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, অতপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে।" (সূরা আর রহমানঃ ৩৯-৪১)

﴿وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة القصص: ٧٨)

অর্থঃ "পাপীদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।" (সূরা কাসাসঃ৭৮)

---

152 -কিতাবুল ঈমান বাব সুহবাতুল মামালিক।

153 -মাযমাউযযাওয়ায়েদ,তাহকীক আববদুল্লাহ্ আদবদুয়ায়েস,বাব মাযায়া ফিল হিসাব(১০/১৮৪০৬)

النعيم التى تحاسب عليها

যে সমস্ত নে'মতের হিসাব নেয়া হবে

মাসআলা-২৫১ঃ মানুষকে দেয়া বিভিন্ন নে'মতের হিসাব তার কাছ থেকে নেয়া হবঃ

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (سورة التكاثر: ٨)

অর্থঃ "অতঃপর তোমরা সেদিন নে'মতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে।" (সূরা তাকাসুরঃ ৮)

মাসআলা-২৫২ঃ কান চোখ ও অন্তর সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবেঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (سورة المؤمنون: ٧٨)

অর্থঃ "তিনি তোমাদের চোখ, কান ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।" (সূরা মুমেনুনঃ ৭৮)

মাসআলা-২৫৩ঃ সম্মান, সম্পদ, পদ, এমনকি স্ত্রীর নে'মত যে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৯৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৫৪ঃ সুস্থতা ও ঠান্ডা পানির ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করা হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة ... يعنى العبد من النعيم ... ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদের নিকট নে'মতের ব্যাপারে সর্ব প্রথম যে নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তা হবে আমি কি তোমাকে তোমার শারীরিক সুস্থতা দেই নি? এবং তোমাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে তৃপ্ত করি নাই?" (তিরমিযী)[154]

মাসআলা-২৫৫ঃ সুস্থতা ও অবসর সময় স্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبونون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ (رواه البخارى)

---

[154] - আবওয়াব তাফসীরুল কেরা আ'ন বাব ওয়া মিন সূরাতিল আলহাকুমুত্ত্ব কাসূর (৩/২৬৭৪)

অর্থঃ "ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে, সুস্থতা ও অবসর সময়।" (বোখারী)[155]

মাসআলা-২৫৬ঃ কান, চোখ, সম্পদ, চতুশ্পদ জন্তু, জমির ন্যায় নে'মত সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৯৫ নং মাসআলার দ্রঃ।

মাসআলা-২৫৭ঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিষের হিসাবও নেয়া হবেঃ

عن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه وما ذا عمل فیما علم (رواه الترمذی)

অর্থঃ" ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের পা ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তার জীবন সম্পর্কে যে সেতা কিভাবে অতিবাহিত করেছে, তার যৌবনকাল সম্পর্কে যে, সে কিভাবে বার্ধক্যে উপনিত হয়েছে, তার সম্পদ সম্পর্কে যে সে তা কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে তা ব্যয় করেছে এবং তার জ্ঞান সর্ম্পকে যে তার আলোকে সে কি আমল করেছে।" (তিরমিযী)[156]

[155] -কিতাবুর রিকাক বাবুসসিহা ওয়াল ফারাগ ওলা আইসা ইল্লা আইসুল আখেরা।

[156] -আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম,বাব সা'নুণ হিসাব (২/১৯৬৯)

الحساب اليسير

ডান হাতে আমল নামা

মাসআলা-২৫৮ঃ যাদের ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে তাদের হিসাব সহজ হবেঃ

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (سورة الإنشقاق:٧-٩)

অর্থঃ "যাকে তার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার পরিজনের নিকট হৃষ্ট চিত্তে ফিরে যাবে।" (সূরা ইনশিকাকঃ ৭-৯)

মাসআলা-২৫৯ঃ সহজ হিসাব আড়ালে নিয়ে নেয়া হবে, পাপের কথা স্মরণ করানো হবে কিন্তু পাকড়াও করা হবে নাঃ

عن ابن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم اى رب، حتى قرره بذنوبه ورأى فى نفسه انه هلك قال سترتها عليك فى الدنيا و انا اغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسانته (رواه البخارى)

অর্থঃ "ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মুমিন ব্যক্তিকে, নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে তার ওপর স্বীয় বাযু রেখে, বান্দাকে পর্দায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে তোমার কি ওমুক পাপের কথা স্মরণ আছে? তোমার কি ওমুক পাপের কথা স্মরণ আছে? মুমেন বক্তি বলবেঃ হাঁ হে আমার রব, স্মরণ আছে, এমনকি এভাবে আল্লাহ্ তাকে তার সমস্ত পাপের কথা স্মরণ করাবেন, তখন মুমেন ব্যক্তি মনে মনে বলবেঃ এখন তো আমার ধ্বংস ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার পাপসমূহকে ঢেকে রেখে ছিলাম, আর আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। এর পর তাকে তার সৎ আমল নামা হাতে দেয়া হবে"। (বোখারী)[157]

মাসআলা-২৬০ঃ যে বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ্ সহজভাবে তার হিসাব নিতে চাইবেন তাকে আল্লাহ্ নিজেই প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিবেনঃ

157 -কিতাবুল মাযালেম,বাব কাওলিল্লাহহি তা'লা (আলা লা'নাতুল্লাহহি আলা যযালেমীন)।

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك اذا رأيت المنكر ان تنكره؟ فاذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন, এমনকি জিজ্ঞেস করবেন যে, যখন তুমি অন্যায় দেখতে পেলে তখন তাতে বাধা দিলে না কেন? (বান্দা কোন উত্তর দিতে পারবে না) তখন আল্লাহ্ নিজেই তাকে উত্তর শিখিয়ে দিবেন, তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার দয়ার আশায় ছিলাম এবং লোকদের কাছ থেকে দূরে থেকেছি।" (ইবনু মাযা)[158]

মাসআলা-২৬১ঃ লোকদের সাথে সহজ আচরণ কারীদের জন্য সহজ হিসাবের একটি দৃশ্যঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال اتى الله تعالى بعبده من عباده اتاه الله مالا فقال له ماذا عملت فى الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب اتيتنى مالك فكنت ابايع الناس وكان من خلقى الجواز فكنت اتيسر على الموسر وانظر المعسر فقال الله عزوجل انا احق بذا منك تجاوزوا عن عبدى فقال عقبة بن عامر الجهنى وابو مسعود الانصارى هكذا سمعناه من فى رسول الله (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে (তার হিসাব নেয়ার জন্য তাকে উপস্থিত করা হবে) যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়ে ছিলেন, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি পৃথিবীতে কি কাজ করেছ? যদিও তা আল্লাহ্‌র নিকট অস্পষ্ট নয়, সে বলবেঃ হে আমার রব তুমি আমাকে সম্পদ দিয়ে ছিলে, আর ঐ মাল আমি লোকদের নিকট বিক্রি করতাম, লোকদেরকে ছাড় দেয়া আমার অভ্যাস ছিল, আমি সম্পদশালীদের জন্য লেন-দেন সহজভাবে করতাম, আর অভাবীদেরকে ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে সুযোগ দিতাম, আল্লাহ্ বলবেনঃ ছাড় দেয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি আধিক হকদার, অতএব তোমরা আমার এ বান্দাকে ছাড় দাও। ওকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবু মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এভাবেই বলতে শুনেছি।" (মুসলিম)[159]

মাসআলা-২৬৪ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কারীদের জন্য সহজ হিসাবঃ

---

[158] - আবুওয়াবুল ফিতান, বাব কাওলিহিতালা ইয়া আয়্যু হাল্লাযিনা আমানু আলাইকুম আনফুসাকুম। (২/৩২৪৪)

[159] - কিতাবুল মুসাকাত,বাব ফযলু ইনযারিল মুসের ওয়াত্তাযাউয ফিল ইকতিযা।

عن ابی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال اسرف رجل علی نفسه فلما حضره الموت اوصی بنيه فقال اذا انا مت فاحرقونی ثم اسحقونی ثم ازرونی فی الريح فی البحر فوالله لئن قدر علی ربی ليعذبنی عذابا ما عذبه احدا قال ففعلوا ذلك به فقال الارض ادی ما اخذت فاذا هو قائم فقال له ما حملك علی ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب! او قال مخافتك، فغفر له بذالك (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ এক ব্যক্তি বড় পাপী ছিল, যখন তার মৃত্যুর সময় হল তখন সে তার সন্তানদেরকে অসিয়ত করল যে, আমি যখন মারা যাব তখন আমার লাশ জ্বালিয়ে দিবে, এর পর ছাই গুলো জমা করে তার কিছু বাতাশের সাথে উড়িয়ে দিবে, আর কিছু সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ আমাকে ধরতে পারে তাহলে এমন শাস্তি দিবে যে, এমন শাস্তি আর কাউকে কখনো দেয় নাই। তার সন্তানরা তাই করল, তখন আল্লাহ্ পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমার মাঝে তার দেহের যে অংশ আছে তা একত্রিত কর, তখন ঐ ব্যক্তি জীবিত হল, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করলে কেন? বান্দা বললঃ হে আমার রব তোমার ভয়ে। আল্লাহ্ তাকে তার এ আমলের জন্য ক্ষমা করে দিলেন।" (মুসলিম)[160]

মাসআলা-২৬৪ঃ বেচা-কেনার সময় লোকদের সাথে সরল আচরণ কারীর হিসাব সহজ হবেঃ

عن ابی بکر صديق رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم(... ثم يقول الله عزوجل انظروا فی النار هل تلقون من احد عمل خيرا قط، قال فيجدون فی النار رجلا فيقولون هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير انی کنت اسامح الناس فی البيع والشراء فيقول الله عزوجل اسمحوا لعبدی کاسماحه الی عبيدی (رواه احمد وابو يعلی)

অর্থঃ "আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ জাহান্নামে দেখ যে সেখানে এমন কোন লোক আছে কিনা যে (তাওহীদের সাক্ষী দেয়ার পর)তার জীবন ব্যাপী একটি নেক আমল করেছে, জান্নাতীরা এক ব্যক্তিকে পাবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে, কখনো কি তুমি কোন নেক আমল করে ছিলা? সে বলবে না, তবে আমি বেচা-কেনা করার সময় লোকদের সাথে সরল আচরণ করতাম, আল্লাহ্ বলবেনঃ আমার এ বান্দার সাথে ঐ রকম নরম আচরণ কর যেমন সে আমার অন্য বান্দাদের সাথে করত।" (আহমদ, আবু ইয়ালা)[161]

---

[160] -কিতাবুতাওবা, বাব ফি সিয়াতে রহমাতিল্লাহহি তা'লা। ওয়া ইন্নাহা তাগলিবু গাজাবুহু।

[161] -মাযমাউযাওয়ায়েদ,,কিতাবুল বা'স, বাব ফিশ্‌শাফায়। (১০/১৮৫০৭)

মাসআলা-২৬৫ঃ কোন কিছুর বেচা-কিনা হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতা ঐ জিনিস ফেরত দিতে চাইলে এবং বিক্রেতা যদি তা ফেরত নেয় তাহলে আল্লাহ্ তার হিসাব সহজ করবেনঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من اقال مسلما اقاله الله عثرته يوم القيامة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ক্রেতা কোন মুসলমানের খরীদ করা মাল ফেরত নিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।"(ইবনু মাযা)[162]

মাসআলা-২৬৬ঃ দুঃখ্য কষ্টের মাঝে জীবন যাপনকারী মুসলমানদের হিসাব সহজ হবেঃ

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : تجتمعون يوم القيامة فيقال اين فقراء هذه الامة ومساكنها؟ فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم؟ فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت الاموال والسلطان غيرنا فيقول الله عزوجل صدقتم قال فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقى شدة الحساب على ذوی الاموال والسلطان (رواه الطبرانی وابن حبان)

অর্থঃ "আবুদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং ঘোষণা হবে " উম্মত মোহাম্মদীর ফকীর মিসকীন লোকেরা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি আমল করেছ? তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রভূ তুমি আমাদেরকে বিপদ-আপদে নিক্ষেপ করে রেখে ছিলে, কিন্তু সেখানে আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি। সম্পদ ও নেতৃত্ব অন্যদেরকে দিয়ে ছিলা, আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা সত্য বলছ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ফকীর মিসকীনরা অন্যদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে, নেতা ও সম্পদশালীরা কঠিন হিসাবের জন্য পিছনে পড়ে যাবে।" (ত্বাবারানী,ইবনু হিব্বান)[163]

মাসআলা-২৬৭ঃ হিসাব সহজ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুয়া পাঠ করা চাইঃ

عن عائشة رضی الله عنها قالت سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول فی بعض صلاته اللهم حاسبنی حسابا يسيرا قلت يانبی الله صلی الله عليه وسلم ! ما الحساب اليسير؟ قال ان ينظر فی كتابه فيتجاوز عنه انه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك (رواه احمد)

অর্থঃ "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি কোন কোন নামাযে এদুয়া পাঠ করেছেনঃ

---

162 - আবওয়াব তিজারাত, বাবুল ইকালা,হাদীস নং-২১৯৯।

163 - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৬৪)

اللهم حاسبني حسابا يسيرا

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ তুমি আমার হিসাব সহজ কর"। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্র নবী সহজ হিসাব কি? তিনি বললেনঃ যে আল্লাহ্ বান্দার আমল নামা দেখে তাকে ক্ষমা করে দিবেন, সেদিন যাকে তার আমল নামার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে, হে আয়শা সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।" (আহমদ)[164]

الحساب الاعسر

কঠিন হিসাব

মাসআলা-২৬৮ঃ যাদেরকে তাদের বাম হাতে বা পিছন দিক থেকে আমল নামা দেয়া হবে তাদের হিসাব কঠিন হবেঃ

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ،وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ،مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ،هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ﴾ (سورة الحاقة:٢٥-٢٩)

অর্থঃ "কিন্তু যার আমল নামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ হায় আমার আমল নামা আমাকে যদি দেয়াই না হত এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব, হায় আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত, আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না, আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।" (সূরা আল হাক্কাঃ ২৫-২৯)

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ،فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،وَيَصْلَى سَعِيرًا،إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ (سورة الإنشقاق:١٠-١٥)

অর্থঃ "এবং যাকে তার আমল নামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে দেয়া হবে ফলত অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতেই সে প্রবিষ্ট হবে। সে তার স্বজনদের মাঝেতো সানন্দে ছিল, যেহেতু সে ভাবত যে সে কখনো প্রত্যাবর্তিত হবে না, হাঁ (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তার ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (সূরা ইনশিকাক-১০,১৫)

মাসআলা-২৬৯ঃ কঠিন হিসাবের ধরণ হবে এইযে বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে "তুমি একাজ কেন করলে"ঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد يحاسب الا هلك قالت يارسول الله صلى الله عليه وسلم ! جعلنى الله فداك اليس يقول الله عزوجل فاما من

[164] -আল বানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাব আহওয়াল কিয়ামা,বাবুল হিসাব (৩/৫৫৬৩)

اتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন যার নিকট হিসাব চাওয়া হবে সে ধ্বংস হবে, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাকে আল্লাহ্ আপনার জন্য কোরবান করুন, আল্লাহ্ কি বলেন নাই, যার ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে? তিনি বললেনঃ এটা হল সৎ লোকদের সামনে তাদের আমল নামা পেশ করা, কিন্তু যার হিসাবের সময় তাকে প্রশ্ন করা হবে সে ধ্বংস হবে।" (বোখারী)[165]

মাসআলা-২৭০ঃ সমস্ত মানুষের সামনে কাফের ও মুনাফেকদের হিসাব নিয়ে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবেঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (واما الكافر والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কাফের ও মুনাফেকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দাতা (ফেরেশ্তা, ওলীগণ, সৎ লোক) প্রকাশ্য সাক্ষ্য দিবে যে, তারা ঐ সমস্ত লোক যারা স্বীয় রবের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, হুশিয়ার হও, এধরণের যালেমদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।" (বোখারী)[166]

মাসআলা-২৭১ঃ কঠিন হিসাবের একটি নমুনাঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جرى فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارى فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها

---

[165] -কিতাবুত্তাফসীর ,বাব ফাসাওফা ইয়ুহাসাবু হিসাবাই ইয়াসিরা।

[166] -কিতাবুল মাযালেম,বাব কাওলিল্লাল্লাহি তা'লাঃ আলা লা;নাতুল্লাহি আলা যালেমীন।

قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القى فى النار (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম এক শহিদকে উপস্থিত করা হবে, আল্লাহ্ তাকে তাঁর নে'মতের কথা স্মরণ করাবেন, আর শহিদ ঐ সমস্ত নে'মতের কথা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নে'মতের হক আদায়ের জন্য কি করেছ? সে বলবে আমি তোমার পথে জিহাদ করেছি এমনকি আমি শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ তোমাকে লোকেরা বাহাদুর বলবে এজন্য তুমি জিহাদ করেছ, আর তোমাকে লোকেরা দুনিয়াতে বাহাদুর বলেছে। অতপর ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তারা তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। এর পর ঐ বক্তিকে আনা হবে যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দিয়েছে, কোরআ'ন তেলওয়াত করেছে। আল্লাহ্ তাকে তাঁর নে'মতের কথা স্মরণ করাবেন, আর আলেম ঐ সমস্ত নে'মতের কথা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নে'মতের হক আদায়ের জন্য কি করেছ? সে বলবেঃহে আল্লাহ্ আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লোকদেরকে কোরআ'ন তেলওয়াত করে শুনিয়েছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এজন্য জ্ঞান অর্জন করেছ যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বলবে, আর কোরআ'ন এজন্য তেলওয়াত করে শুনিয়েছ যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে, দুনিয়াতে তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলা হয়েছে। অতপর ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তারা তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা হবে যে দুনিয়াতে সুখী ও সম্পদশালী ছিল, আল্লাহ্ তাকে তাঁর নে'মতের কথা স্মরণ করাবেন, আর শহিদ ঐ সমস্ত নে'মতের কথা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নে'মতের হক আদায়ের জন্য কি করেছ? সে বলবে হে আল্লাহ্ আমি তোমার পথে ঐ সমস্ত রাস্তায় তা খরচ করেছি যেখানে খরচ করা তোমার পছন্দ। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি শুধু এ জন্য সম্পদ ব্যয় করেছ যে লোকেরা তোমাকে ধনী বলবে, আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে, এর পর ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, আর তারা তাকে উপুড় করে হেচড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" (মুসলিম)[167]

মাসআলা-২৭২ঃ শাসক ও সম্পশালীদের হিসাব কঠিন হবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ২৬৬ নং মাসআলার দ্রঃ।

167 -কিতাবুল ইমারা,বাব মান কাতালা লিররিয়া ওয়াস্সুমআ ইস্তাহাক্কা ন্নার।

كيف يكون القصاص
কিভাবে বদলা নেয়া হবে

মাসআলা-২৭৩ঃ কিয়ামতের দিন অধিকার আদায় করা হবে নেকীর মাধ্যমেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او شئ فليتحلله منه اليوم قبل ان لايكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে অপমান করেছে বা যুলম করেছে তার উচিত আজ দুনিয়াতেই তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়া, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। তবে যদি তার কোন নেক আমল থাকে তাহলে তার যুলম বা অপমান পরিমাণে তার নেকীর সাথে তা বিনিময় করা হবে। আর অপমানকারী বা যালেমের যদি কোন নেকী না থাকে, তাহলে মাযলুমের পাপ যালেমের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।" (বোখারী)[168]

মাসআলা-২৭৪ঃ কোন ব্যক্তি অনেক নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু অপরিসিম পাপের কারেণে শুধু স্বীয় নেকীই হারাবে না বরং অপরের পাপ মাথায় নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل انيقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবাগণ বললঃ গরীবতো সেই যার টাকা-পয়শা নেই, সম্পদ নেই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে গরীব সে যে কিয়ামতের দিন নামায রোযা, যাকাত, ইত্যাদি নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সে হয়ত এর সাথে সাথে অন্য কোন লোককে গালি গালাজ করেছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে হাত্যা করেছে, তখন সে যাদের হক নষ্ট করেছে তাদের মাঝে তার নেকীসমূহ বন্টন করে দেয়া হবে, যদি তার

---

[168] -কিতাবুল মাযালেম, বাব মান কানাত লহু মাযলেমা ইন্দার রাজুল ফাহাল্লালাহা লাহু।

নেকীসমূহ হকদারদের ক্ষতি পূরণ দিতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, তাহলে হকদারদের পাপসমূহ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে, এর পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম)[169]

মাসআলা-২৭৫ঃ কিয়ামতের দিন ঋণ পরিশোধও নেকীর মাধ্যমে হবেঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار او درهم قضى من حسناته ليس ثمّ دينار ولا درهم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "ইবনে ওমার ও আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার নিকট কেউ কোন দিনার বা দিরহাম পাওনা থাকল, কিয়ামতের দিন ঐ দিনার বা দিরহামের বিনিময় (পরিশোধ কারানো হবে) নেকী দিয়ে। কেননা সেখানে দিনারও দিরহাম থাকবে না।" (ইবনু মাযা)[170]

মাসআলা-২৭৬ঃ কাউকে যদি অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মারা হয় তাহলে এর বিনিময়েও নেকী দিতে হবেঃ

عن عبد الله بن انيس رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد يوم القيامة او قال ... الناس ... عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شئ، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الديان انا الملك لا ينبغى لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقصه منه ولا ينبغى لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة له عند احد من اهل النار حق حتى اقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وانما نأتى عراة غرلا بهما؟ قال (الحسنات والسيئات)(رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আনীস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দাদেরকে বা বর্ণনাকারী বলেছেনঃ লোকদেরকে উলঙ্গ, খালি পা, 'বুহুম' অবস্থায় একত্রিত করবেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'বুহুম' কি? তিনি বললেনঃ খালি হাত। এর পর আল্লাহ্ তাদেরকে ডাকবেন, যে ডাক দূরের লোকেরাও এমনভাবে শুনবে যেমন কাছের লোকেরা শুনে। তিনি বলবেনঃ আমি বদলা নেয়ার মালিক, আর আমিই বাদশাহ, যদি কোন জান্নাতীর নিকট কোন জাহান্নামীর কোন পাওনা থাকে তাহলে সে ঐ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না, যতক্ষণ না আমি ঐ জান্নাতীকে জাহান্নামীর কাছ থেকে তার হক আদায় না করে দিব। যদি কোন জান্নাতীর নিকট কোন জাহান্নামীর কোন হক থাকে, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না আমি জাহান্নামীকে তার হক আদায় না করে দিব।

---

[169] - কিতাবুল বির ওয়াস সিলা,বাব তাহরিমযি যুলম।

[170] -আবওয়াবুস্ সাদাকাত,বাব আ্তাশদীদ ফিদ্দাইন। (২/১৯৫৮)

সাহাবাগণ বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কিভাবে হবে যখন আমরা উলঙ্গ শরীরে, খালি পা, খালি হাত নিয়ে উপস্থিত হব? তিনি বললেনঃ তাহবে পাপের সাথে নেকীর বিনি ময়" ।(আহমদ)[171]

মাসআলা-২৭৭ঃ পুলসিরাতে অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও যালেম মাযলুমকে চিনতে পারবে আর মাযলুম ততক্ষণ পর্যন্ত যালেমকে ছাড়বেনা যতক্ষণ না যালেমের নেকী না নিবেঃ

عن ابى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجئ الظالم يوم القيامة حتى اذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا يقصون من الذين ظلموا حتى ينزعوا ما فى ايديهم من الحسنات فان لم يكن لهم حسنات رد عليهم من سيئاتهم حتى يورد فى الدرك الاسفل من النار (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন যখন যালেম অন্ধকারে পুলসিরাতে বিভীষিকাময় পথে থাকবে, তখন মাযলুম তার কাছে আসবে, অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও তাকে চিনে ফেলবে এবং সে যে যুলম করেছিল তাও তার মনে হয়ে যাবে, মাযলুম ততক্ষণ পর্যন্ত ওখান থেকে নড়বে না যতক্ষণ না যালেমের কাছ থেকে তার হক বুঝে পাবে, এমনকি জালেমের নিকট যত নেকী থাকবে, মাযলুম সবই ছিনিয়ে নিবে, যদি যালেমের নেকী না থাকে তাহলে মাযলুমের পাপ যালেমের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। সব শেষে তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে।" (ত্বাবারানী)[172]

---

[171] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৮৩)

[172] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৮৪)

الميزان
মিযানের বর্ণনা

মাসআলা-২৭৮ঃ মিযানের প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিবঃ

عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره (رواه البيهقى)

অর্থঃ "ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে, ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্র নাযিল কৃত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনবে, জান্নাত, জাহান্নাম ও মিযানের প্রতি ঈমান আনবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ভাগ্যের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান আনবে।" (বাইহাকী)[১৭৩]

মাসআলা-২৭৯ঃ প্রমাণ করার জন্য লোকদের আমল মিযানে উঠানো হবেঃ

মাসআলা-২৮০ঃ যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে সফল হবে আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে সে ব্যর্থ হবেঃ

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ،فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ،نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ (سورة القارعة:٦-١١)

অর্থঃ "তখন যার পাল্লা ভারী হবে সেতো সুখী জীবন যাপন করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন তা কি? প্রজ্জলিত অগ্নি।" (সূরা ক্বারিয়া-৬-৯)

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ﴾ (سورة الأعراف:٨-٩)

অর্থঃ "আর সেদিন যতার্থই ওজন হবে, অতপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে।" (সূরা আ'রাফঃ ৮,৯)

﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (سورة المؤمنون:١٠٢-١٠٣)

---

[173] -আরবানী লিখিত সহীহ্ আল জামে'আস্ সাগীর,খাঃ২ হাদীস নং-২৭৯৫।

অর্থঃ "যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল বসবাস করবে।" (সূরা মুমিনূনঃ ১০২,১০৩)

এাসআলা-২৮১ঃ মানুষের আমলের ওজন ইনসাফ ভিত্তিক হবে এমন কি কারো যদি বিন্দু পরিমান পাপ বা নেকী থাকে তারও ওজন হবেঃ

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (سورة الأنبياء:٤٧)

অর্থঃ "আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি যুলুম হবে না, যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণ করার জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বীয়া-৪৭)

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة فقالت ام سلمة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسوتاه ينظر بعضنا الى بعض فقال شغل الناس قلت ما شغلهم؟ قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل (رواه الطبراني)

অর্থঃ "উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে উলঙ্গ শরীর ও খালি পায়ে উঠানো হবে, উম্মু সালামা বলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হায় আমাদের পর্দা! লোকেরাতো একে অপরের দিকে তাকাবে? তিনি বলেনঃ লোকেরা ব্যস্ত থাকবে। (কারো দিকে তাকানোর মত সুযোগ থাকবে না) আমি বললামঃ কি বিষয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে? তিনি বললেন আমল নামা পাওয়ার ব্যাপারে। যেখানে সরিষা ও বিন্দু পরিমাণ আমলও থাকবে।" (ত্বাবারানী)[174]

মাসআলা-২৮২ঃ কালিমা শাহাদাত কিয়ামতের দিন পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سيخلص رجلان من امتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا؟ اظلمك كتبتى الحافظون؟ يقول لا يارب! فيقول افلك عذر؟ فيقول لا يارب فيقول بلى ان لك عندنا حسنة فانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول:

---

174 - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৪৩)

احضر وزنك فيقول يارب ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فانك لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفه و البطاقة فى كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقةولا يثقل مع اسم الله شئ (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ এক বক্তিকে সমস্ত মানুষের সামনে হিসাব নেয়ার জন্য পৃথক করবেন, তার আমল নামার ৯৯টি রেকর্ড বুক তার সামনে রাখা হবে, এর মধ্যে প্রত্যেকটি রেকর্ড বুক এর আয়তন হবে মদীনা থেকে বাসরা পর্যন্ত, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি কি তোমার এ পাপের কোনটি অস্বীকার করছ? আমার ফেরেশ্তারা তোমার প্রতি যুলুম করে নাইতো? বান্দা বলবেঃ না হে আমার রব। আল্লাহ্ বলবেনঃ এ পাপের ব্যাপারে তোমার কি কোন আপত্তি আছে? বান্দা বলবেঃ না হে আমার রব, এর পর আল্লাহ্ বলবেনঃ আচ্ছা থাম আমার নিকট তোমার একটি নেকী আছে, আজ তোমার প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হবে না। তখন একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে যেখানে। 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লা ওয়াশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' লিখা থাকবে। আল্লাহ্ বলবেনঃ যাও এর ওজন কর, বান্দা বলবেঃ হে আমার রব এ ৯৯ টি রেকর্ড বুকের মোকাবেলায় এ কাগজের ওজন কি হবে? আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার প্রতি যুলুম করা হবে না, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃএর পর তার পাপের সমস্ত রেকর্ড এক পাল্লায় রাখা হবে, আর ঐ কাগজের টুকরাটি অপর পাল্লায় রাখা হবে, পাপের পাল্লাটি হালকা হবে আর কাগজের টুকরার পাল্লাটি ভারী হবে। বাস্তবেই আল্লাহ্র নামের চেয়ে ভারী আর কোন কিছু নেই।" (তিরমিযী) [175]

মাসআলা-২৮৩ঃ নেক আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র ঃ

عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شئ يوضع فى الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবুদারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ মিযানে ওজন করা আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র। উত্তম চরিত্রের (অধিকারী অধিক পরিমাণে) নফল নামায ও নফল রোযাকারীর মর্যাদা হাসিল করবে।" (তিরমিযী)[176]

মাসআলা-২৮৪ঃ মুখ থেকে বের হওয়া কথাও মিযানে মাপা হবেঃ

---

175 -আবওয়াবুল ঈমান,বাব ফিমান ইয়ামুতু ওয়াহুয়া ইয়াশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লা(২/২১২৭)

176 -আবওয়াবুল বিররি ওয়াসসিলা,বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক (২/১৬২৯)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (متفق عليه)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দু'টি কথা এমন যা মুখে উচ্চারণ করা সহজ, কিন্তু মিযানে তার ওজন অত্যন্ত বেশি, আর আল্লাহ্‌র নিকট তা অত্যান্ত প্রিয়, (তাহল) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।" (মোত্তাফাকুন আলাইহি)[177]

عن ابى مالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمدلله تملاء الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاءن او تملاء ما بين السموات والارض (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক, (এক বার) আলহামদুলিল্লাহ্ বলা পাল্লাকে নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, সুবহানাল্লাহ্ এবং আলহামদুলিল্লাহ্ বলা আসমান ও যমিন এর মাঝে সব কিছুকে নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া।" (মুসলিম)[178]

মাসআলা-২৮৫ঃ কর্মচারীর অন্যায় ও মালিকের দেয়া শাস্তি ওজন করা হবে কর্মচারীর অন্যায় ভারী হলে মালিক রক্ষা পাবে আর শাস্তির পাল্লা ভারী হলে মালিক শাস্তি পাবেঃ

عن عائشة رضى الله عنها ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم ان لى مملوكين يكذبوننى ويعصوننى واضربهم واشتمهم فكيف انامنهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذى بقى قبلك فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ؟ ما تقرأ كتاب الله ؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل يارسول الله

---

177 -আললুলু ওয়াল মারযান খ:২,হাদীস নং-১৭২৭।

178 -আলবানী লিখিত সংক্ষিপ্ত সহীহ মুসলিম,হাদীস নং-১২০।

صلى الله عليه وسلم ما اجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء يعنى عبيده اشهدك كلهم احرار (رواه احمد والترمذى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণের মধ্যে একজন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার কিছু কর্মচারী আছে যারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, খিয়ানত করে এবং আমার অবাধ্য হয়। আমি তাদেরকে গালি গালাজ করি, মার ধরর করি, কিয়ামতের দিন মিযানে এর হিসাব কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার কর্মচারীদের খিয়ানত, মিথ্যা ও অবাধ্যতার হিসাব করা হবে এবং তাদেরকে দেয়া শাস্তিরও হিসাব করা হবে, যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অন্যায়ের তুলনায় কম হয়, তাহলে তুমি সোয়াব পাবে, আর তোমার দেয়া শাস্তি যদি তাদের অন্যায়ের সমান সমান হয়, তাহলে তোমার কোন শাস্তি হবে না এবং সোয়াবও হবে না। কিন্তু তোমার দেয়া শাস্তি যদি তাদের অন্যায়ের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত শাস্তির বদলা তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে, (একথা শুনে) ঐ বক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনেই চিল্লাতে ও কাঁদতে শুরু করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছ, তুমিকি কোরআ'ন মাজীদের এ আয়াত পাঠ কর না? "আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি যুলুম করা হবে না, যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণ করার জন্য আমিই যথেষ্ট"। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার ব্যাপারে আর কোন কিছু এর চেয়ে উত্তম মনে করিনা যে, আমি তাদেরকে আযাদ করে দিব। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি তারা সবাই আজ থেকে আযাদ।" (তিরমিযী)[179]

মাসআলা-২৮৬ঃ জিহাদের জন্য প্রস্তুত কৃত ঘোড়ার খানা পিনা পায়খানা পেসাবও কিয়ামতের দিন মুজাহিদেও,নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا فى سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান নিয়ে তাঁর ওয়াদাকে সত্য মনে করে, আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখে, তাহলে ঐ ঘোড়ার খানা-পিনা, পেসাব পায়খানা, কিয়ামতের দিন মুজাহিদের পাল্লায় রাখা হবে।" (বোখারী)[180]

---

[179] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৮০)

[180] - কিতাবুল জিহাদ,বাব মান ইহতাবাসা ফারাসান লিকাউলিহি আয্যা ওয়াযাল্লা ওয়া মিন রিবাতিল খাইল।

মাসআলা-২৮৭ঃ শুধু একটি নেকী বেশী হওয়ার কারণে মানুষ জান্নাতে চলে যাবে, আবার শুধু একটি নেকী কম হওয়ার কারণে মানুষ জাহান্নামে চলে যাবেঃ

মাসআলা-২৮৮ঃ নেক ও পাপ সমান সমান হলে লোকেরা আ'রাফে থাকবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته اكثر من سياته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سياته اكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ فمن ثقلت موازينه فاؤلئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاؤلئك الذين خسروا انفسهم ثم قال ان الميزان يخفف بمثقال حبة او ترجح قال ومن استوت حسناته وسياته كان من اصحاب الاعراف (ذكره ابن المبارك فى زوائد الزهد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদের নিকট হিসাব চাওয়া হবে, যার নেকী তার পাপের তুলনায় একটি বেশি হবে সে জান্নাতে চলে যাবে, আর যার নেকীর চেয়ে একটি পাপ বেশি হবে সে জাহান্নামে চলে যাবে, এর পর আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোরআ'ন মাজীদের এ আয়াত তেলওয়াত করলেন," যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল বসবাস করবে" এর পর আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ মিযান একটি বিন্দু পরিমাণ আমলের কারণে ভারী বা হালকা হয়ে যাবে, এর পর তিনি বললেনঃ যার নেকী ও পাপ সমান সমান হবে সে আ'রাফ বাসীদের অর্ন্তভুক্ত হবে।" (হাদীসটি ইবনু মোবারক যাওয়ায়েদু য্যুহদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন) [181]

মাসআলা-২৮৯ঃ মিযানে আমল নামা ওজন করার সময় মানুষের অবস্থা এত কঠিন হবে যে নিকট আত্মীয় অন্তরঙ্গ সাথী, জানবাজ পীর মূরিদ একে অপরকে ভুলে যাবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৩১০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩৯০ঃ কাফেরদের পাহাড় পরিমাণ নেক আমল মাছির পাখার সমতুল্য হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن جناح بعوضة عند الله اقرءوا (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এক বিশাল দেহ বিশিষ্ট লোক আনা হবে, তার

181 -আত্ তাযকিরা লিল কুরতুবী, আবওয়াবুল মিযান,বাব যিকরু আসহাবিল আ'রাফে,পৃঃ-২৯৮।

ওজন মাছির পাখার সমানও হবে না। কোরআ'ন মাজীদের আয়াত পাঠ কর এবং চিন্তা করঃ কাফেরদেরকে কিয়ামতের দিন আমি কোন মূল্যায়ন করব না"।(সূরা কাহাফ-১০৫)(মুসলিম)[182]

قال ابو سعيد الخدری رضی الله عنه يؤتی باعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا (ذكره القرطبی)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, কাফের কিয়ামতের দিন তোহামা পাহাড়ের সমান নেক আমল নিয়ে আসবে, কিন্তু এর কোনই মূল্য হবে না।" (কোরতুবী)[183]

الصراط

পুলসিরাত

মাসআলা-২৯১ঃ পুলসিরাত চুলের চেয়ে চিকন এবং তারবারীর চেয়ে ধাড়াল হবেঃ

قال ابو سعيد الخدری رضی الله عنه بلغنی ان الجسر ادق من الشعرة واحد من السيف (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, পুলসিরাত চুলের চেয়েও চিকন আর তরবারীর চেয়েও ধারাল।" (মুসলিম)[184]

মাসআলা-২৯২ঃ জাহান্নামের ওপর রাখা পুলসিরাত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অতিক্রম করতে হবেঃ

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ (سورة مريم: ٧١-٧٢)

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না, এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা, এর পর আমি মোত্তাকিনদেরকে উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব।" (সূরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২)

عن ام مبشر الانصاری رضی الله عنها انها سمعت النبی صلی الله عليه وسلم يقول عند حفصة لايدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجارة احد من الذين بايعوا تحتها قالت بلی يا رسول الله صلی الله عليه وسلم فانتهرها فقالت حفصة رضی الله عنها وان منكم الا واردها فقال النبی صلی الله عليه وسلم قد قال الله تعالی ثم ننجی الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا (رواه مسلم)

---

[182] -কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব হালুল কাফের আল আযীম আস্সামীন।

[183] - তাযকিরা লিল কুরতুবী,আবওয়াবুল মিযান,বাব মাযায়া ফিল মিযান।

[184] -কিতাবুল ঈমান,বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমিনীন ফিল আখেরা রাব্বুহুম।

অর্থঃ "উম্মু মুবাশ্‌শের আনসারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উম্মুল মুমেনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট একথা বলতে শুনেছি, ইনশাআল্লাহ্ বৃক্ষের নিচে বাইআ'ত কারী সাহাবীদের মধ্যে কোন একজনও জাহান্নামে যাবে না। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন নয়? তিন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে একথা বলার কারণে ধমক দিলেন, হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ আয়াত পাঠ করল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ (এর সাথে সাথেই) আল্লাহ্ একথা বলেছেনঃ আমি মোত্তাকীনদেরকে এথেকে রক্ষা করব, এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব।" (মুসলিম)[185]

মাসআলা-২৯৩ঃ সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুলসিরাত অতিক্রম করবেনঃ

মাসআলা-২৯৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর তাঁর উম্মতরা পুলসিরাত অতিক্রম করবেঃ

মাসআলা-২৯৫ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় নবীগণও এদুয়া করবেন "হে আল্লাহ্ বাঁচাও হে আল্লাহ্ বাঁচাওঃ

মাসআলা-২৯৬ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কারণে নবীগণ ব্যতীত অন্য কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বের হবে নাঃ

মাসআলা-২৯৭ঃ পুলসিরাতে আগুনের তৈরী হুক থাকবে যা লোকদেরকে তাদের পাপ অনুযায়ী ধরে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেঃ

عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویضرب الصراط بین ظھرانی جھنم فاکون انا وامتی اول من یجیز ولا یتکلم یومئذ الا الرسل ودعوی الرسل یومئذ اللھم سلم سلم وفی جھنم کلالیب مثل شوک السعدان ھل رایتم السعدان قالوا نعم یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فانھا مثل شوک السعدان غیر انہ لا یعلم ما قدر عظمھا الا اللہ تخطف الناس باعمالھم فمنھم الموبق یعنی بعملہ ومنھم المجازی حتی ینجی (رواہ مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পুলসিরাত জাহান্নামের পিঠের ওপর রাখা হবে, সমস্ত নবীগণের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম স্বীয় উম্মতদেরকে নিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করব, নবীগণ ব্যতীত অন্য আর কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলদের মুখেও শুধু একাথাই থাকবে যে, হে আল্লাহ্ বাঁচাও, হে আল্লাহ্ বাঁচাও। জাহান্নামে সা'দানের কাঁটার ন্যায় হুক থাকবে, তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরাকি সা'দানের কাটা দেখেছ? তারা বললঃ হাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

[185] -কিতাব ফাযায়েল আসহাবুস সাজারা।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি বললেনঃ জাহান্নামের হুকও ঐ সা'দানের কাঁটার ন্যায় হবে। অবশ্য এর জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহ্‌রই আছে যে তা কত বড় হবে। ঐ হুক লোকদেরকে তাদের পাপ অনুযায়ী ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। লোকদের মধ্যে কিছু এমন হবে যারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, আবার কেউ আহত হবে, কিন্তু পুলসিরাত অতিক্রম করে চলে যাবে।" (মুসলিম)[186]

মাসআলা-২৯৮ঃ পুলসিরাত অতিক্রমের পূর্বে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে যাবেঃ

মাসআলা-২৯৯ঃ উম্মত মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্ব প্রথম ফকীর ও মুহাজিরগণের দল পুলসিরাত অতিক্রম করবেঃ

عن ثوبان رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود فقال جئت اسئلك فقال سل فقال: اليهودى اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسموات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فى ظلمة دون الجسر قال فمن اول الناس اجازة قال فقراء المهاجرين (رواه مسلم)

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, ইহুদীদের আলেমদের মধ্য থেকে একজন এসে বললঃ আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছি, তিনি বললেনঃ জিজ্ঞেস কর, ইহুদী বললঃ যে এ পৃথিবী অন্য কোন পৃথিবী এবং আকাশের সাথে পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেনঃ পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। ইহুদী আবার জিজ্ঞেস করল মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম কে পুলসিরাত অতিক্রম করবে? তিনি বললেনঃ গরীব মুহাজিররা।" (মুসলিম)[187]

মাসআলা-৩০০ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় প্রত্যেক মুমেনকে দু'টি করে আলোক বর্তিকা দেয়া হবে, একটি তার সামনে থাকবে আর অপরটি তার ডান হাতেঃ

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (سورة الحديد: ١٢)

অর্থঃ "যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে তাদের সামনে ও ডানে জ্যোতি ছুটো ছুটি করবে, বলা হবে আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চির কাল থাকবে।" (সূরা হাদীদঃ ১২)

---

[186] - কিতাবুল ঈমান, বাব মারেফাত ত্বারিকুররুইয়া।

[187] -কিতাবুল হায়েয, বাব বায়ান সিফাতু মানিইর রাজুলি ওয়াল মারআ ওয়া ইন।

মাসআলা-৩০১ঃ কোন কোন ঈমানদারদেরকে বড় পাহাড়ের সমান আলোক বর্তিকা দেয়া হবে, কাউকে খেজুর গাছের সমান, সবচেয়ে অল্প পরিমাণ নূর পায়ের আংটির আকৃতিতে হবেঃ

মাসআলা-৩০২ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আলো অনুযায়ী দ্রুত বা মন্থর গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر اعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين ايديهم ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى اصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على ابهام قدمه يضئ مرة ويطفئ مرة فاذا اضاء قدم قدمه واذا اطفئ قام قال والرب تبارك وتعالى امامهم حتى يمربهم فى النار فيبقى اثره كحد السيف قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرفة العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاء الكواكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذى يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذالك حتى يخلص فاذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذى اعطانى مالم يعط احدا اذا انجانى منها بعد اذ رايتها (رواه ابن ابى الدنيا والطبرانى والحاكم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (হাশরের মাঠে আল্লাহ্ কে সেজদা করার পর) আল্লাহ্ বলবেনঃ মাথা উঠাও, মুমেন তার মাথা উঠাবে, এর পর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী আলো দান করবেন, তাদের মধ্যে কাউকে বড় পাহাড় সমান আলো দেয়া হবে, যা তাদের আগে আগে দৌড়াতে থাকবে, আবার কাউকে এর চেয়ে কম আলো দেয়া হবে, আবার কাউকে খেজুরের সমান আলো দেয়া হবে, যা তার হাতে থাকবে, আবার কাউকে এর চেয়ে ছোট আলো দেয়া হবে, এমনকি যাকে সবচেয়ে ছোট আলো দেয়া হবে, তা মানুষের পায়ের আঙ্গুলে থাকবে, যা এক বার আলোকিত হবে, আরেক বার নিভে যাবে, যখন তা আলোকিত হবে তখন লোক চলবে, যখন নিভে যাবে তখন লোকও দাঁড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ্ তাদের সামনে থাকবেন এবং তাদেরকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য পুলসিরাতের নিকটে নিয়ে আসবেন। পুলসিরাত দেখে তরবারীর চেয়েও ধারালো মনে হবে, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, তোমরা পুলসিরাত অতিক্রম কর। তখন প্রত্যেকে তার আলো অনুযায়ী পুলসিরাত অতিক্রম করবে,তাদের মধ্যে কেউ চোখের পলকে তা অতিক্রম করবে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে অতিক্রম করবে, কেউ বাদলের গতিতে তা অতিক্রম

করবে, কেউ তারকা বিচ্ছুরিত হওয়ার গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ বাতাশের গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ কোন দ্রুতগামী ব্যক্তির গতিতে তা অতিক্রম করবে, এমন কি যার আলো তার পায়ের আঙ্গুলে থাকবে সে কখনো উপুড় হয়ে, কখনো সোজা হয়ে, কখনো হাতে পায়ে আঘাত পেয়ে তা অতিক্রম করবে, তার হাত পুলসিরাতের হুক টেনে ধরে লটকিয়ে ফেলবে, আবার কখনো তার পা টেনে ধরে তাকে লটকিয়ে ফেলবে, তার শরীরে আগুনের স্পর্শ লাগবে, সে এভাবে উঠে, পড়ে, ঝুলে পুল সিরাত অতিক্রম করবে, যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে, তখন দাঁড়িয়ে বলবেঃ ঐ আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করেছেন, যা অন্য কারো ওপর করেন নাই। তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অথচ আমি তা দেখেছি, (আমি সেখানে পতিত হচ্ছিলাম প্রায়)।" (ইবনু আবিদ্দুনইয়া,ত্বাবারানী, হাকেম)[188]

মাসআলা-৩০৩ঃ পুল সিরাত পিছলানো এবং পতিত হওয়ার স্থানঃ

মাসআলা-৩০৪ঃ কোন মুমেন বিজলীর গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে কেউ চোখের পলকে তা অতিক্রম করবে, কেউ বাতাশের গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ পাখির গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ ঘোড়ার গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ উটের গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ সুস্থ ও নিরাপদে তা অতিক্রম করবে, কেউ পড়ে, উঠে, ঝুলে, আহত হয়ে ব্যথা পেয়ে তা অতিক্রম করবে, আবার কেউ পড়ে, উঠে, আঘাত পেয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেঃ

عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين و كالبرق وكالريح وكالطير و كاجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس فى نار جهنم (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ পুলসিরাত কেমন হবে? তিনি বললেনঃ তা পিছলা খাওয়া ও পতিত হওয়ার স্থান, সেখানে কাঁটা ও আংটা থাকবে, এবং এমন কিছু কাঁটা থাকবে যা নজদ এলাকায় পাওয়া যায়, যাকে সা'দুন বলা হয়, কোন কোন মুমেন পুলসিরাত চোখের পলকে অতিক্রম করবে, কেউ বিজলির গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ বাতাশের গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ পাখির গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ ঘোড়ার গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ উটের গতিতে তা অতিক্রম করবে, কেউ সুস্থ ও নিরাপদে তা অতিক্রম করবে, কেউ আঘাত প্রাপ্ত হবে কিন্তু এর পরও তা অতিক্রম করবে, আবার কেউ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (মুসলিম)[189]

---

[188] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ,ফসল ফিল হাশর, ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৬৫)

[189] -বাবুল ঈমান,বাব মা্রেফা তরিকুলরুইয়া।

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار يخطف بها فممسك يهوى فيها و مصروع ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذالك ان ينجو ثم كجرى الفرس ثم كرمل الرجل ثم كمشى الرجل ثم يكون آخرهم انسانا رجل قد لوحته النار ولقى فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضله و رحمته فيقال له تمن وسل فيقول اى رب اتهزأ منى وانت رب العزة فيقال له تمن وسل حتى اذا انقطعت به الامانى قال لك ما سألت ومثله معه (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পুল সিরাত জাহান্নামের ওপর রাখা হবে, যা তলোয়ারের চেয়েও ধার হবে, আর তাহবে পিছলানো এবং পতিত হওয়ার স্থান, তাতে থাকবে আগুনের কাঁটা, যা লোকদেরকে টেনে ধরবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, আবার কাউকে আহত করবে, লোকদের মধ্যে কেউ বিজলির গতিতে তা অতিক্রম করবে, তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথে কোন বাধা থাকবে না, কেউ বাতাশের গতিতে তা অতিক্রম করবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথে তাদেরও কোন বাধা থাকবে না, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায় তা অতিক্রম করবে, কেউ তাড়িত লোকের ন্যায় তা অতিক্রম করবে, কেউ পায়ে হাঁটা লোকের গতিতে তা অতিক্রম করবে, সর্বশেষ ঐ ব্যক্তি তা অতিক্রম করবে যাকে জাহান্নাম টেনে নিতে চাইবে এবং তা অতিক্রম করতে তার কষ্টও হবে, শেষে আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে দিবেন, এর পর তাকে বলবেনঃ যা খুশি তা চাও, সে বলবে হে আমার রব! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন আপনিতো সম্মানিত রব! তাকে আবারো বলা হবে যা খুশি তা চাও, এমনকি যখন তার সমস্ত দাবি পুরন করা হবে, তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হয়েছে, এর সাথে তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ পরিমাণ আরো দেয়া হল।" (ত্বাবারানী)[190]

মাসআলা-৩০৫ঃ পুলসিরাতের ডান পাশে আমানত এবং বাম পাশে অত্মীয়তার সম্পর্ক দন্ডয়মান থাকবে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা আমানতের খিয়ানত করেছে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

মাসআলা-৩০৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুলসিরাতের নিকট দাঁড়িয়ে স্বীয় উম্মতের জন্য দুয়া করবেন হে আল্লাহ্ তাদেরকে বাঁচাও! হে আল্লাহ্ তাদেরকে বাঁচাও!ঃ

عن حذيفة وابى هريرة رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسل الامانة والرحم فتقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا فيمر اولكم كالبرق قال قلت بابى انت وامى اى شئ كمر البرق؟ الم تروا الى البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجرى بهم اعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز

---

[190] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ,ফসল ফিল হাউজ ওয়াল মিযান ওয়াসসিরাত, ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫৩১০)

اعمال العباد حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا قال وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مامورة تأخذ من امرت به فمخدوش ناج ومقدوش فى النار (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা ও আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে পাঠানো হবে, তারা পুলসিরাতের ডান ও বাম পাশে দন্ডয়মান থাকবে, তোমাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিতে তা অতিক্রম করবে, হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করল আমার পিতা-মাতা আপনরা জন্য কোরবান হোক, কোন জিনিস বিদ্যুতের গতিতে অতিক্রম করতে পারে? তিনি বললেনঃ তুমি কি দেখ নাই কিভাবে বিদ্যুত চোখের পলকে আসে যায়। এর পর কিছু লোক বাতাশের গতিতে তা অতিক্রম করবে, এর পর কিছু লোক পাখির গতিতে তা অতিক্রম করবে, এর পর কিছু লোক মানুষ দৌড়ানোর গতিতে তা অতিক্রম করবে, এর পর অন্য লোকেরাও নিজ নিজ আমল অনুযায়ী পুলসিরাত অতিক্রম করবে, আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের পাশে দাঁড়িয়ে দুয়া করতে থাকবে, হে আল্লাহ্ আমার উম্মতদেরকে নিরাপদ রাখ, হে আল্লাহ্ আমার উম্মতদেরকে নিরাপদ রাখ। এর পর নেক আমল ওয়ালা লোকের সংখ্যা কমতে থাকবে, এর পর এক ব্যক্তি আসবে সে দাঁড়িয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না, বরং নিজে নিজে সেখানে বার বার পড়ে যাবে, উভয় দিকে আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কাঁটা ঝুলে থাকবে, যার ব্যাপারে নির্দেশ হবে তারা তাকে ধরে ফেলবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, কোন কোন লোক আহত হয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করবে, আবার কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।" (মুসলিম)[191]

মাসআলা-৩০৭ঃ হাশরের মাঠে উম্মত মুহাম্মাদীকে সহযোগীতা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুল সিরাত মিযান ও হাউজ কাওসারের পাশে উপস্থিত থাকবেনঃ

عن انس رضى الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع لى يوم القيامة فقال انا فاعل قال قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم فاين اطلبك؟ قال اطلبنى اول ما تطلبنى على الصراط قال قلت فان لم القك على الصراط؟ قال فاطلبنى عند الميزان قلت فان لم القك عند الميزان؟ قال فاطلبنى عند الحوض فانى لا اخطى هذه الثلاث المواطن (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আবেদন করলাম, তিনি যেন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করেন, তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব? তিনি বললেনঃ সর্ব প্রথম আমাকে পুল সিরাতে খুঁজবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম যদি আপনাকে ওখানে না পাই? তিনি বললেনঃ এর পর

---

[191] -কিতাবুল ঈমান,বাআদনা আহলুল জান্না মানযিলাতান ফিহা।

আমাকে মিযানের পাশে খুঁজবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম যদি এখানেও না পাই তাহলে কোথায় খুঁজব? তিনি বললেনঃ তাহলে আমাকে হাউজ কাওসারের নিকট খুঁজবে। আমি এ তিনটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও যাব না।" (তিরমিযী)[192]

মাসআলা-৩০৮ঃ নামায পুলসিরাতে আলো দিবেঃ

নোটঃএসংক্রান্ত হাদীসটি ১৫৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩০৯ঃ অন্ধকারে মসজিদে গমন কারী ব্যক্তির জন্য পুলসিরাতে আলো থাকবেঃ

عن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة (رواه ابوداود والترمذى)

অর্থঃ "বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ আল্যোর সুসংবাদ দাও।" (আবুদাউদ,তিরমিযী)[193]

মাসআলা-৩১০ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করার সময়টি এত কঠিন হবে যে তখন লোকেরা তাদের ঘনিষ্ট জনদের কথাও ভুলে যাবেঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مايبكيك؟ قلت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون اهليكم يوم القيامة؟ فقال اما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر احد احدا عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه ام يثقل؟ و عند تطاير الصحف حتى يعلم اين يقع كتابه في يمينه ام شماله ام وراء ظهره؟ و عند الصراط اذا وضع بين ظهرى جهنم حتى يجوز (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ কেন কাঁদছ? আমি বললামঃ জাহান্নামের কথা স্মরণ হল তাই আমি কাঁদতে ছিলাম। কিয়ামতের দিন কি আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের কথা স্মরণ রাখবেন, না রাখবেন না? তিনি বললেনঃ তিনটি স্থান এমন হবে যেখানো কেউ কাউকে স্মরণ রাখতে পারবে না। মিযানের নিকট যতক্ষণ না মানুষ বুঝতে পারবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হল না হালকা? আমল নামা পাওয়ার স্থানে, যতক্ষণ না মানুষ জানতে পারবে যে তার আমলা নামা ডান হাতে পেল না বাম হাতে, না পিছন

[192] - আবওাব সিফাতুল কিয়ামা,বাব মাযায়অ ফি শা'ন সিরাত,(১২/১৯৮১)

[193] -সুনান আবুদাউদ,কিতাবুস সালা, বাব মাযায়া ফিল মাসিয়ি ইলাস সালা ফিয্যুলাম, হাদীস নং-৫৬১।

দিক দিয়ে। পুল সিরাতে, যখন তা জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা হবে, যতক্ষণ না লোকেরা তা অতিক্রম করবে।" (আবুদাউদ)[194]

মাসআলা-৩১১ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় লোকেরা শেষ পর্যন্ত যেন এ আলো বাকী থাকে এজন্য দুয়া করতে থাকবেঃ

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة التحريم:٨)

অর্থঃ "সেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান দিকে ছুটো ছুটি করবে, তারা বলবে হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের আলোকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর সর্ব শক্তি মান।" (সূরা তাহরীমঃ ৮)

মাসআলা-৩১২ঃ অত্যাচারিত অত্যাচারিকে পুলসিরাতের ওপর আটকে দিবে এবং অত্যাচারের বদলা না নিয়ে তাকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে দিবে নাঃ

নোটঃএ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৭৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩১৩ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করার ব্যাপারে সালাফদের ভয়ঃ

قال معاذ بن جبل رضى الله عنه ان المؤمن لايسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه

অর্থঃ "মোয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মোমেন ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম না করা পর্যন্ত শান্তি অনুভব করবে না।" [195]

سئل عطاء السلمى رحمه الله ماهذا الحزن قال ويحك الموت فى عنقى و القبر بيتى وفى القيامة موقفى وعلى جسر جهنم طريقى لا ادرى ما يصنع بى

অর্থঃ "আতা আস্‌সুলমী (রাহিমাহুল্লাহ্) কে চিন্তিত দেখে, জিজ্ঞেস করা হল যে, তুমি কেন চিন্তা করছ? তিনি বললেনঃ তোমার অকল্যাণ হোক তুমি কি জাননা মৃত্যু আমার গর্দানের নিকটে, কবর আমার ঘর, কিয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহ্‌র আদালতে উপস্থিত হতে হবে, আর জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত আমাকে অতিক্রম করতে হবে, অথচ আমি জানিনা আমার অবস্থা কি হবে।" [196]

---

[194] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ,ফসল ফিল হাউজ ওয়াল মিযান ওয়াসসিরাত, ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫৩০৬)

[195] - আলা ফাওয়ায়েদ(১৫২)

[196] - সিফাতুস সাফওয়া(৩/৩২৭)

كان ابو ميسرة رحمه الله اذا اوى الى فراشه قال يليت امى لم تلدنى ثم يبكى فقيل له ما يبكيك يا ابا ميسرة؟ قال اخبرنا انا واردها ولم نخبر انا صادرون عنها

অর্থঃ "আবু মাইসারা (রাহিমাহুল্লাহ্) যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন, হায় আফসোস! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিত, আর কাঁদতে থাকতেন, তাকে জিজ্ঞস করা হল হে আবু মাইসারা তুমি কেন কাঁদছ? তিনি বলতেন আমাদের একথা তো জানা আছে যে, আমাদেরকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু আমাদের জানা নেই যে, আমারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব কিনা?" [197]

عن الحسن البصرى رحمه الله قال قال رجل لاخيه هل اتاك انك وارد النار؟ قال نعم قال فهل اتاك انك صادر عنها قال لا ! قال ففيم الضحك؟ قال فما ربى ضاحكا حتى لحق الله

অর্থঃ "হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ এক ব্যক্তি তার ভাইকে বললঃ তোমার কি জানা আছে যে, তোমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে? সে বললঃ হাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল তোমার কি জানা আছে যে, তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে? সে বললঃ না!। তখন ঐ ব্যক্তি বললঃ তাহলে তুমি কি করে হাসছ? এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ বক্তির ঠোঁটে হাসি দেখা যায় নাই।" [198]

---

[197] - ইবনু কাসীর (৩/১৭৯)

[198] -ইবনু কাসীর (৩/১৭৯)

الصراط والمنافقون

পুলসিরাত ও মুনাফেকরা

মাসআলা-৩১৪ঃ মুনাফেককেও মোমেনের ন্যায় আলো দেয়া হবে কিন্তু রাস্তায় থাকতেই তার আলো নিভে যাবেঃ

মাসআলা-৩১৫ঃ আলো নিভার পর মুনাফেক ও মুমেনের মাঝে নিম্নোক্ত কথপোকতন হবেঃ

মুনাফেকঃ আমাদের প্রতিও একটু করুনার দৃষ্টি দিন এবং স্বীয় নূর থেকে আমাদেরকেও কিছু দিন।

মুমেনঃ এ আলো দুনিয়াতে পাওয়া যায় সেখান থেকে আনতে পারবে সেখান থেকে নিয়ে আস গিয়ে।

মুনাফেকঃ দুনিয়াতে কি আমরা তোমাদের সাথে নামায রোযা সাদকা করি নাই?

মুমেনঃ হাঁ নামায রোযা তো করেছ কিন্তু ইসলাম ও কুফরীর বিষয়ে তোমরা মুসলমানদের চেয়ে কাফেরদের সাথেই তোমাদের সুসম্পর্ক ছিলঃ

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ،يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ (سورة الحديد:١٣-١٤)

অর্থঃ "যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ এবং কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের আলো থেকে, বলা হবে তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর খোঁজ কর, অতপর উভয় দলের মাঝে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে, তার অভ্যান্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব, তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবেঃ হাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদ গ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পিছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ্র আদেশ পৌঁছেছে, সবাই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতাড়িত করেছে।" (সূরা হাদীদঃ ১৩-১৪)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ويعطى كل انسان منهم منافق او مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى ثم يطفئا نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون (رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (কিয়ামতের দিন পুল সিরাত অতিক্রম করার সময়) প্রত্যেককে চাই মুমেন হোক আর মুনাফেক আলো দেয়া হবে, পুলসিরাতে আংটা ও কাঁটা থাকবে ঐ আংটা ও কাঁটা যাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিবে তাদেরকে ধরে ফেলবে, মুনাফেকদের আলো রাস্তায় শেষ হয়ে যাবে, আর ঈমানদাররা তাদের আলোর মাধ্যমে পুলসিরাত অতিক্রম করে চলে যাবে।" (মুসলিম)[199]

القنطرة

কান্তারার বর্ণনা

মাসআলা-৩১৬ঃ পুলসিরাত নিরাপদ ভাবে অতিক্রম কারী ঈমানদার দেরকে কান্তারা নামক স্থানে থামিয়ে দেয়া হবে, তাদের পরস্পরের অসন্তুষ্টি এবং অভিযোগ মিটানো হবে এর পর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যাতে করে তারা জান্নাতে তৃপ্তী নিয়ে থাকতে পারেঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পুলসিরাত অতিক্রম করার পর মুমেন ব্যক্তিকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে কান্তারা নামক স্থানে থামিয়ে রাখা হবে, পৃথিবীতে তারা একে অপরের ওপর যে যুলম বা যবর দস্তি করেছে তার প্রতিশোধ আদায় করা হবে, এমনকি যখন তারা পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।" (বোখারী)[200]

---

[199] -কিতাবুল ঈমান বাব আদনা আহলুল জান্না মানযিলাতান ফিহা।

[200] -কিতাবুররিকাক বাবুল কাসাস ইয়ামুল কিয়ামা।

القيامة.... يوم الحسرة

কিয়ামত --- পরিতাপের দিন

মাসআলা-৩১৭ঃ কিয়ামতের দিন লোকদের জন্য আফসোসের দিন হবেঃ

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة مريم: ٣٩)

অর্থঃ "আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যাবে, এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না।" (সূরা মারইয়ামঃ ৩৯)

মাসআলা-৩১৮ঃ যমীনের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য অনুতাপঃ

﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا﴾ (سورة النساء: ٤٢)

অর্থঃ "সে দিন বাসনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়ে ছিল এবং রাসূলের নাফরমানী করে ছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবেনা আল্লাহ্‌র নিকট কোন বিষয়।" (সূরা নিসাঃ ৪২)

মাসআলা-৩১৯ঃ দুনিয়াতে রাসূলের পথে চলার জন্য অনুতাপঃ

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا،لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٧-٢٩)

অর্থঃ "যালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবেঃ হায় আফেসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম, হায় আমার দুর্ভাগ্য আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম, আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করে ছিল, শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।" (সূরা আল ফুরকানঃ ২৭-২৯)

মাসআলা-৩২০ঃ আর একটু সুযোগ পাওয়ার জন্য আফসোসঃ

﴿وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ﴾ (سورة إبراهيم: ٤٤)

অর্থঃ "মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের নিকট আযাব আসবে, তখন যালেমরা বলবেঃ হে আমার পালন কর্তা আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে

আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং রাসূলগণের অনুসরণ করতে পারি।" (সূরা ইবরাহিমঃ ৪৪)

মাসআলা-৩২১ঃ কিয়ামতের দিন দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আফসোসঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا يوم القيامة لو ان لك مافى الارض من شئ اكنت تفتدى به فيقول نعم فيقول اردت منك اهون من هذا وانت فى صلب ادم ان لاتشرك بى شيئا فابيت الا ان تشرك بى (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনিঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সব চেয়ে হালকা শাস্তি হবে এমন এক জাহান্নামীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার নিকট যদি পৃথিবী ভরপুর সম্পদ থাকত তাহলে কি তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য তা দান করে দিতে, সে বলবেঃ হাঁ, হে আল্লাহ্ দিয়ে দিব। আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি পৃথিবীতে তোমার নিকট পৃথিবী ভরপুর সম্পদ ব্যয় করার চেয়ে বহুগুণ সহজ জিনিষ চেয়ে ছিলাম, যখন তুমি আদমের পিঠে ছিলে, আর তা ছিল আমার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করছ।" (বোখারী)[201]

মাসআলা-৩২২ঃ কিয়ামতের দিন বদলা নেয়ার পর চতুষ্পদ জন্তুদেরকে মরতে দেখে কাফের আফসোস করে বলবেঃ হায়!সেও যদি মাটি হতঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال اذا كان يوم القيامة مدت الارض مد الاديم وحشر الله الخلائق الانس والجن والدواب والوحوش فاذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى تقص الشاة الجماء من القرناء بنطحتها فاذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كونى ترابا فتكون ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتنى كنت ترابا (رواه الحاكم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে টেনে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে, আর আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি, মানুষ, জ্বিন, চতুশ্পদ জন্তু ,বন্যপশু, সব কিছুকে একত্রিত করবেন, সেদিন আল্লাহ্ চুতুশ্পদ জন্তুদেরকে একের কাছ থেকে অপরকে বদলা নিয়ে দিবেন, এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী যদি কোন শিংহীন বকরীকে মেরে থাকে, তাহলে তারও বদলা নেয়া হবে, যখন আল্লাহ্ প্রাণীদের বদলা

[201] -কিতাবুর রিকাক বাব সিফাতুল জান্না ওয়ান্নার।

নেয়া শেষ করবেন, তখন তাকে নির্দেশ দিবেন যে তোমরা এখন মাটিতে পরিণত হও। তখন কাফের এ দৃশ্য দেখে আফসোস করবে যে, হায়! আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম।" (হাকেম)[202]

মাসআলা-৩২৩ঃ আত্মীয়া এবং সৎ লোকগণ সুপারিশ করার পর যখন মুসলমানরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন কাফের কামনা করবে যে হায় আমরাও যদি মুসলমান হতাম!ঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال مايزال الله يشفع ويدخل الجنة ويرحم ويشفع حتى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة فذاك حين يقول ربما يؤد الذين كفروا لو كانوا مسلمين (رواه الحاكم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ বার বার সুপারিশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাতে থাকবেন, আল্লাহ্ ধারাবাহিক ভাবে মুসলমানদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করতে থাকবেন, এমনকি আল্লাহ্ বলবেনঃ যে কেউ মুসলমান আছে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। এটা হবে ঐ সময় যার ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে, একটি সময় আসবে যখন কাফের আফসোস করে বলবেঃ আফসোস! তারা যদি মুসলমান হত।" (সূরা হুজরাতঃ ২) (হাকেম)[203]

মাসআলা-৩২৪ঃ ঈমানদারের জন্যও কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হবেঃ

عن محمد بن ابى عميرة رضى الله عنه وكان من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم احسبه رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا خر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما فى طاعة الله عز و جل لحقره ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب (رواه احمد)

অর্থঃ "মোহাম্মদ বিন আবু ওমাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীদের একজন ছিলেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তার জন্ম থেকে নিয়ে বার্ধক্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করে সিজদায় রত থাকে, তবুও তার এ আমলকে কিয়ামতের দিন তুচ্ছ মনে করা হবে, বরং সে আকাঙ্খা করবে হায় যদি দুনিয়ায় ফেরত গিয়ে নেকীর পরিমাণ বাড়ানো যেত।" (আহমদ)[204]

---

[202] -কিতাবুল আহওয়াল,বাব জা'লুল কিসাস বাইনা দাওয়াব, তাহকীক আবু আবদুল্লাহ্ আবদুস্সালাম বিন আমর গোলুশ (৫/৮৭৫৬)

[203] - আলবানী লিখিত কিতাবুস্সুন্না,পৃঃ৩৯২।

[204] - মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ,ফসল ফিল হাউজ ওয়াল মিযান ওয়াসসিরাত, ,খঃ৪ হাদীস নং- (৪/৫২৭১)

মাসআলা-৩২৫ঃ বিপদ ও দুঃখে ধৈর্যধারণ কারীদের সোয়াব দেখে দুনিয়াতে আরাম ও সুখে জীবন যাপন কারীরা কামনা করবে হায় যদি তাদের শরীর দুনিয়াতে কেচি দিয়ে কেঁটে দিতঃ

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود اهل العافية يوم القيامة حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت فى الدنيا بالمقارض (رواه الترمذى)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন (পৃথিবীতে) সুস্থভাবে জীবন যাপন কারীরা অসুস্থ লোকদের সোয়াব দেখবে, তখন কামনা করবে যে, যদি পৃথিবীতে তাদের শরীরের চামড়া কেচি দিয়ে কেটে দেয়া হত।" (তিরমিযী)[205]

মাসআলা-৩২৬ঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা আশা করবে যে হায় আমরা যদি দুনিয়াতে অভাব অনটনের জীবন যাপন করতামঃ

عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم فى الصلاة من الخصاصة وهم اصحاب الصفة حتى تقول الاعراب هؤلاء مجانين او مجانون فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اليهم فقال لو تعلمون مالكم عند الله لا جبتم ان تزدادوا فاقة وحاجة (رواه الترمذى)

অর্থঃ "ফুযালা বিন ওবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)যখন লোকদেরকে নামায পড়াতেন, তখন কোন কোন লোক ক্ষুধার কারণে পড়ে যেত, আর তারা ছিল সুফ্‌ফার অধিবাসী, খারপ লোকেরা বলত এরা পাগল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)যখন নামায শেষ করতেন, তখন তাদের নিকট যেতেন এবং বলতেন যে, যদি তোমরা জানতে যে, আল্লাহ্‌র নিকট এ অভাবীদের কি সোয়াব রয়েছে, তাহলে তোমরা কামনা করতে থাকবে যে, আমাদের অভাব অনটন যেন আরো বৃদ্ধি পায়।" (তিরমিযী)[206]

মাসআলা- ৩২৭ঃ যে বৈঠকে আল্লাহ্‌র যিকির করা হয়না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয়না ঐ বৈঠক ঈমানদারদের জন্য আফসোসের কারণ হবেঃ

---

[205] -আবওয়াবুয্‌যুহদ,বাব মাযায়া ফি যিহাবিল বাসার(২/১৯৬০)

[206] -আবওয়াবুয্‌যুহদ, বাব মাযায়া ফি মায়িসাতি সাহাবি ন্নাবি । (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه عزوجل ويصلوا على النبى صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القيامة وان دخلوا الجنة للثواب (رواه احمد وابن حبان والحاكم والخطيب)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে বৈঠকে লোকেরা আল্লাহ্‌র যিকির করে না, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠ করে না, সে বৈঠক কিয়ামতের দিন ঐ লোকদের জন্য আফসোসের কারণ হবে, যদিও সে তার নেক আমলের কারণে জান্নাতেই যাকনা কেন।" (আহমদ, ইবনু হিব্বান,হাকেম, খতীব)[207]

[207] -আলবানী লিখিত সিলসিলাতুল আহাদিস আস সহীহা,খঃ১,হাদীস নং-৭৬।

خلود اهل الجنـة واهل النـار

জান্নাতীদের জান্নাতে এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

মাসআলা-৩২৮ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চির দিন থাকবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فاذا ادخل الله تعالی اهل الجنة الجنة واهل النار النار اتی بالموت ملبیا فیوقف علی السور الذی بین اهل الجنة واهل النار ثم یقال یا اهل الجنة فیطلعون خائفین ثم یقال یا اهل النار فیطلعون مستبشرین یرجون الشفاعة فیقال لاهل الجنة ولاهل النار هل تعرفون هذا؟ فیقولون هؤلاء و هؤلاء قد عرفناه هو الموت الذی وکل بنا فیضجع فیذبح ذبحا علی السور ثم یقال یا اهل الجنة خلود لا موت ویا اهل النار خلود لا موت (رواه الترمذی)

অর্থঃ “আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দিবেন, তখন মৃত্যুকে একটি দেয়ালের ওপর এনে উপস্থিত করা হবে, যা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানে থাকবে। এর পর আহ্বান করা হবে যে, হে জান্নাতীরা! তারা চিন্তিত হয়ে তাকাবে, এর পর আহ্বান করা হবে হে জাহান্নামীরা! তারা আনন্দিত হয়ে তাকাবে, এর পর উভয় শ্রেণীকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি একে চিন? জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়ে বলবেঃ হাঁ আমরা ভাল করেই চিনি এটা মৃত্যু, যাকে পৃথিবীতে আমাদের জন্য অবধারিত করা হয়ে ছিল। তখন তাকে সকলের সামনে দেয়ালে শুয়িয়ে দেয়া হবে এবং যবাহ করা হবে, এর পর ঘোষণা হবে হে জান্নাতীরা তোমরা চির দিন জান্নাতে থাকবে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না, হে জাহান্নামীরা তোমরা চির দিন জাহান্নামে থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।” (তিরমিযী)[208]

মাসআলা-৩২৯ঃ মৃত্যুকে যবেহ্ করার ঘোষণায় জান্নাতীরা এত আনন্দিত হবে যে, যদি আনন্দে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হত তাহলে তারা মারা যেত আর এ ঘোষণায় জাহান্নামীরা এত বিষন্বিত হবে যে যদি বিষন্বতায় মারা যাওয়া সম্ভব হত তাহলে তারা মারা যেতঃ

[208] - আবওয়াব সিফাতুল জান্না,বাব মাযায়া ফি খুলুদি আহলিল জান্না। (২/২০৭২)

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه يرفعه قال اذا كان يوم القيامة اتى بالموت كالكبش الاملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو ان احدا مات فرحا لمات اهل الجنة ولو ان احدا مات حزنا لمات اهل النار (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কালর মাঝে সাদা পশম বিশিষ্ট বকরীর আকৃতিতে মৃত্যুকে আনয়ন করে, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রেখে যবাহ করা হবে, জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য অবলোকন করতে থাকবে, যদি আনন্দে মারা যাওয়া সম্ভব হত তাহলে জান্নাতীরা আনন্দে মারা যেত, আর বিষন্বতায় মারা যাওয়া যদি সম্ভব হত তাহলে জাহান্নামীরা বিষন্বতায় মারা যেত।" (তিরমিযী)[209]

সমাপ্ত

[209]--আবওয়াব সিফাতুল জান্না,বাব মাযায়া ফি খুলুদি আহলিল জান্না। (২/২০৭৩)